Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৬

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৮৬১৩৬৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫।

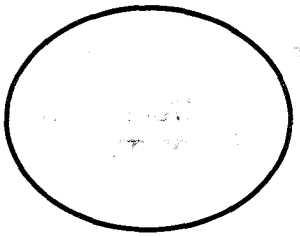

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ সুরিনামের একটি সুরম্য মসজিদ।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-**o**rdinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 861365. Mobile: 01715 002380, 01716034625
E-mail: tahreek@librabd.net

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ	৩য় সংখ্যা
জিলক্বদ-জিলহজ্জ	১৪২৭ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪১৩ বাং
ডিসেম্বর	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ ১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **দরসে কুরআনঃ**
  - ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধঃ**
  - হজ্জ ও ওমরাহ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ০৯
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
  - উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম ১৯
    -নূরুল ইসলাম
  - তথ্য সন্ত্রাসের কবলে আহলেহাদীছ জামা'আত ২৫
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় প্রসঙ্গে ২৯
    -যহুর বিন ওছমান
- **চিকিৎসা জগতঃ** ৩১
  ★ দাঁত কেন পড়ে যায়
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩২
  ★ মুগ ও কলায় চাষ
- **কবিতাঃ** ৩৩
  ★ ভোট সমাচার ★ ঈদ এসেছে
  ★ ঈদের আনন্দ ★ ঈদের দিন
- **সোনামণিদের পাতাঃ** ৩৫
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৬
- **মুসলিম জাহান** ৪০
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪১
- **সংগঠন সংবাদ** ৪২
- **পাঠকের মতামত** ৪৮
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

www.ahlehadeethbd.org

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড ঃ এক ঐতিহাসিক প্রহসন

ইতিহাসের এক জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে গত ৫ নভেম্বর রোববার বাগদাদের একটি আদালত মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ১৯৮২ সালে ইরাকের শী'আ প্রধান দুজাইল শহরে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার নির্দেশ দেয়ার দায়ে অভিযোগে করে তাঁকে এই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। উক্ত হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই ও সাবেক গোয়েন্দা প্রধান বারজান ইবরাহীম হাসান আত-তিকরিতী এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি আওয়াদ হামেদ আল-বন্দরকেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ত্বাহা ইয়াসীন রামাযানকে যাবজ্জীবন ও অপর তিনজনকে ১৫ বছর করে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। দখলদারদের সাজানো আদালতের কুর্দী বিচারক রঊফ রাশেদ আব্দুর রহমান মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করলে সাদ্দাম হোসেন পবিত্র কুরআন হাতে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আদালত কক্ষ প্রকম্পিত করে তোলেন। 'ইরাক জিন্দাবাদ, ইরাকের জনগণ জিন্দাবাদ, বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক, ইরাক দীর্ঘজীবি হোক' ইত্যাদি শ্লোগান উচ্চারণ করে তিনি বিশ্ববাসীকে আবারও তাঁর আপোষহীন দৃঢ়চেতা মনোভাবের কথা জানিয়ে দেন।

সাদ্দাম হোসেনের এই প্রহসনের বিচারে শী'আরা উল্লাস প্রকাশ করলেও এবং বুশ ও ব্লেয়ারপন্থী কেউ কেউ আনন্দ সাগরে অবগাহন করলেও বিশ্বব্যাপী এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া জোরালো হয়ে উঠেছে। বিশ্বের নিরপেক্ষ শান্তিকামী জনগোষ্ঠী বিচারের নামে এই ঐতিহাসিক প্রহসনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ এই রায়কে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, সাদ্দামের বিচার করার কোন অধিকার দখলদার যুক্তরাষ্ট্রের নেই। মিসরের প্রেসিডেন্ট হুসনী মোবারক বলেছেন, সাদ্দামের ফাঁসি কার্যকর হ'লে ইরাকে রক্তের বন্যা বইবে। লন্ডনভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' এই রায়ের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, এ বিচারটি অনৈতিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 'হিউম্যান রাইটস ওয়াচ' মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিলের আহ্বান জানিয়ে বলেছে, সাদ্দাম হোসেনের বিচারপ্রক্রিয়া প্রথম থেকেই ত্রুটিপূর্ণ ছিল। ফ্রান্স এই রায়ের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদ একে অগ্রহণযোগ্য বলে দাবী করেছে।'নিউইয়র্ক টাইমস' বলেছে, ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন ইরাকের জন্ম নেয়ার যদি কোন সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে ফাঁসির রায় কার্যকর করা থেকে বিরত থাকাই হবে শুভ সূচনা। ইন্দোনেশিয়ার 'কুম্পাস ডেইলী' বলেছে, সাদ্দামের ফাঁসির রায়ের ফলে ইরাকে শী'আ-সুন্নী গৃহযুদ্ধ দেখা দিতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যের পত্রিকাগুলি এই রায়ের বৈধতার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এঁই রায়ের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিক্ষোভ ।

কেবল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তেই নয় যুদ্ধবাজ বুশ-ব্লেয়ারের নিজ ভূমি আমেরিকা-বৃটেনেও অন্যায়ভাবে ইরাক দখলের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। এমনকি বুশ-ব্লেয়ার এক পর্যায়ে স্বীকার করতেও বাধ্য হন যে, তাদের ইরাক দখলের সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। যার খেসারতে প্রায় তিন হাযার সৈন্যের জীবন দিতে হয়েছে। আহত হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে আরো প্রায় বিশ সহস্রাধিক সৈন্য। অপচয় হয়েছে হাযার হাযার কোটি বিলিয়ন ডলার। এখনো সেখানে প্রতিনিয়ত জীবন দিতে হচ্ছে তাদেরকে। এ যেন আরেক ভিয়েতনাম। ভিয়েতনামের মত লজ্জাকর পতনের আলামত দেখা যাচ্ছে এখানেও। ফলে স্বদেশের জনগণ সমর্থন তুলে নেয় বুশ এর উপর থেকে। এর প্রভাব পড়ে মধ্যবর্তী কংগ্রেস ও সিনেট নির্বাচনে। ভরাডুবি ঘটে বুশের রিপাবলিকান দলের। ইরাক দখলের বিরুদ্ধে মার্কিনীরা তাদের পরিষ্কার রায় জানিয়ে দেয়। গত ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত কংগ্রেস নির্বাচনের মাত্র ২ দিন আগে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির রায় ঘোষিত হ'লেও বুশের শেষ রক্ষা হয়নি। বুশ ভেবেছিল নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির রায় দিলে মার্কিন জনগণ তার প্রতি তুষ্ট হয়ে তাকে ব্যাপক সমর্থন দিবে। কিন্তু হয়েছে তার উল্টা। ১৯৯৪ সাল থেকে প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দলের আধিপত্য থাকলেও এবারে ৪৩৫ আসনের প্রতিনিধি পরিষদে তারা পেয়েছে ২০৬ টি আসন। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ইরাক নীতির কড়া সমালোচনাকারী ডেমোক্র্যাটরা ২২৮টি আসন লাভ করে বিজয়ী হয়েছে। অনুরূপভাবে সিনেটের ১০০ আসনের মধ্যে ৫১টি আসন লাভ করেছে ডেমোক্র্যাটরা। আর ৪৯ টি পেয়েছে রিপাবলিকানরা। এ যেন আগামী দু'বছর পর সে দেশের জাতীয় নির্বাচনে রিপাবলিকানদের পতনের আগাম সংকেত।

উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সহ বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে রাসায়নিক অস্ত্র মজুদের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগে ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ অন্যায়ভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের যৌথ বাহিনী ইরাকে আগ্রাসন শুরু করে। হাযার হাযার টন বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে পুরো ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। মাত্র একমাস পর এপ্রিলেই সাম্রাজ্যবাদী নরপশুরা গায়ের জোরে দখল করে নেয় স্বাধীন-সার্বভৌম এই মুসলিম ভূখণ্ড। লুটপাট করে সেদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ তেল সহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। ধ্বংস করে মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি বাগ্দাদের ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরী সহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থাপনা। অবশেষে ১৩ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে দখলদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন সাদ্দাম হোসেন। শুরু হয় বিচারের নামে প্রহসন। সাদ্দাম হোসেনের আইনজীবীদের অনেককে এ সময় হত্যা করা হয় গুপ্তঘাতক দ্বারা । চলতি বছরের ২১ জুন সর্বশেষ খাসিস আল-ওবাইদকে হত্যার পর সাদ্দাম হোসেন প্রতিবাদ স্বরূপ কারাগারেই অনশন করেন। এভাবেই প্রহসনের বিচার অগ্রগামী হ'তে থাকে। অবশেষে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে এর প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আমরা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে চাই না। কেননা তার শাসনামল নিয়ে যথেষ্ট কথা রয়েছে। প্রতিবেশী অপর মুসলিম রাষ্ট্র ইরানের সাথে আট বছর ব্যাপী যুদ্ধ এবং অন্যায়ভাবে কুয়েত দখল সহ বিভিন্ন ইস্যুতে তিনি সমালোচিত হ'লেও দীর্ঘ ২৪ বছর পূর্বে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার নির্দেশ দানের অভিযোগে দখলদার বাহিনী কর্তৃক সাজানো আদালতে তার এই মৃত্যুদণ্ডের রায় নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক প্রহসন। এর মাধ্যমে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তি তাদের ব্লুপ্রিন্ট বাস্তবায়ন করেছে মাত্র। সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মাধ্যমে এরা ইরাককে স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধের দিক ঠেলে দিতে চাচ্ছে। ইরাককে তিন টুকরা করে এর মেরুদণ্ডকেই ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে। ইরাক আক্রমণের পূর্বে যে সমস্ত অভিযোগ তারা আরোপ করেছিল তা বিশ্ববাসীর সামনে শতভাগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। পুরো তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেই কথিত মারণাস্ত্র তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। বরং তারাই অবৈধভাবে শত শত টন 'ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম' (ডিইউ) ব্যবহার করে শুধু ইরাকী জনগণকে নয় গোটা বিশ্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। সাড়ে ছয় লক্ষাধিক নিরীহ ইরাকীকে নির্মমভাবে হত্যা করে বুশ-ব্লেয়ারই বরং হয়েছেন ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য খুনী ও যুদ্ধাপরাধী। ১৪৮ জন শী'আ, যারা প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল বলে খোদ আমেরিকাও বলেছে, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দানের অপরাধে যদি সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড হয় তাহ'লে যারা নিরপরাধ লক্ষ লক্ষ বনু আদমকে পশু-পাখির ন্যায় নির্মমভাবে হত্যা করেছে তাদের বিচার কী হওয়া উচিত? তথাকথিত সন্ত্রাস দমনের নামে যারা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, শান্তিপূর্ণ নগরীকে বোমার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করেছে, স্নেহময়ী মায়ের কোলে তার অসহায় শিশুকে যারা নির্দয়ভাবে খুন করেছে, কোটি কোটি বনু আদমকে বাস্তুহারা করে পথে নামিয়েছে, খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে ক্রমশ মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে, তাদের বিচার কি কোন কালেও হবে না? পারবে কি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর তাবৎ যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করে বিচার করতে? সাদ্দাম হোসেনকে নির্দোষ না বললেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর এবং সে দেশের বিরুদ্ধে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী যা কিছু করছে তার সবকিছুই ষড়যন্ত্র, প্রহসন এবং মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে এক জঘন্য ক্রুসেড।

অতএব সময়ের এই প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে শুধু এটুকুই বলব, ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী এক জোট হয়ে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধন ও মুসলিম ভূখণ্ড দখলের যে গভীর নীলনকশা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এর বিপরীতে মুসলিম বিশ্বের সম্মিলিত দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ ব্যূহ্য রচিত না হ'লে ইরাক-আফগানিস্তান বা ফিলিস্তীন-কাশ্মীরের ভাগ্য হয়ত আরো অনেককেই বরণ করতে হবে। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা Self Defence বা নিজেদের নিরাপত্তার অজুহাত তুলে আজ একের পর এক সম্ভাবনাময় মুসলিম দেশ দখল করে চলেছে। এমনকি এখনো ইরান, সঊদী আরব, পাকিস্তান সহ ১৮টি রাষ্ট্র তাদের তালিকাভুক্ত রয়েছে। কাজেই সকল স্বার্থপরতা ও অন্যায়ের সাথে আপোষকামীতাকে পরিহার করে নেতৃবৃন্দকে যেকোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হ'তে হবে। যুলুম-নির্যাতন ও যাবতীয় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। হক্ব-এর বুলন্দ আওয়াজে বাতিলের তখত-তাউস একদিন ধূলিসাৎ হবেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ- إِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيْرًا فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوْا وَإِنْ تَلْوُوْا أَوْ تُعْرِضُوْا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

অনুবাদঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহ্র জন্য তোমরা ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর। তাতে যদি তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা-মাতার অথবা নিকটাত্মীয়দের ক্ষতি হয় তবুও। কেউ যদি ধনী কিংবা দরিদ্র হয়, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের চাইতে তাদের অধিকতর শুভাকাংখী। অতএব তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ কর না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে মনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত' *(নিসা ১৩৫)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে সর্বদা ইনছাফ ও ন্যায়নিষ্ঠার উপরে অটল থাকতে এবং সত্য সাক্ষ্য দান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুনিয়াতে নবী প্রেরণ ও ঐশী কিতাবসমূহ নাযিলের মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানব সমাজকে ন্যায় ও ইনছাফের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখা। যেমন আল্লাহ বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ 'আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করে' *(হাদীদ ২৫)*। এখানে ন্যায়নীতির গুরুত্ব বুঝানোর জন্য 'মীযান' শব্দটিকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নইলে একমাত্র কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, যার মধ্যেই ন্যায়নীতি বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা এটাও বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহ্র কিতাব ভিত্তিক ন্যায়নীতিই হ'ল প্রকৃত ন্যায়নীতি এবং তা প্রতিষ্ঠা করাই হ'ল মুমিনের প্রধান কর্তব্য। মানুষের মনগড়া আইন প্রকৃত ন্যায়নীতির মানদণ্ড নয়। আয়াতে 'ধনী ও গরীবের' কথা উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যাতে এর দ্বারা ন্যায়বিচার প্রভাবিত না হয়। অতঃপর 'ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলা এবং পাশ কাটিয়ে যাওয়া'র কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, ক্ষমতাশালীরা সর্বদা নিজেদের দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতির ফলে কৃত বে-ইনছাফীর কথা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্র চোখকে ফাঁকি দেওয়ার উপায় নেই। আল্লাহ সেকথা পরিষ্কারভাবে বান্দাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

ইনছাফ প্রতিষ্ঠা'র প্রতিবন্ধকতা সমূহঃ

ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে আল্লাহ পাক দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন। এক- আত্মীয়তা এবং দুই- দলীয়তা। আত্মীয়তার বিষয়টি সূরা নিসার আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর দলীয়তার বিষয়টি উল্লেখ করে আল্লাহ সূরা মায়েদায় বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ- 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাক এবং কোন দলের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদেরকে অবিচারে প্ররোচিত না করে। তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় তৎপরতা সম্পর্কে জ্ঞাত' *(মায়েদাহ ৮)*।

লক্ষ্যণীয় যে, সূরা নিসায় القسط বা ইনছাফকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই ধারণার অপনোদন করা হয়েছে যে, আত্মীয়তা রক্ষাও তো আল্লাহ্র জন্যই হয়ে থাকে। তার প্রতিবাদে القسط বা ইনছাফকে আগে এনে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, ন্যায়বিচারের বিপক্ষে আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা কখনোই আল্লাহ্র জন্য হ'তে পারে না। অন্যদিকে সূরা মায়েদায় শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিতে গিয়ে لله অর্থাৎ 'আল্লাহ্র জন্য' কথাটি আগে আনা হয়েছে। এর দ্বারা শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ থাকার স্বভাবগত ভাবাবেগ থেকে সংযত থাকতে বলা হয়েছে এবং বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্র জন্য দণ্ডায়মান হয়েছ। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং শত্রুপক্ষের সাথে ন্যায়বিচার কর। মোটকথা আলোচ্য সূরা নিসা ও একই মর্মের সূরা মায়েদায় বর্ণিত আয়াত দু'টির মর্মকথা হ'ল (১) আত্মীয়-অনাত্মীয় বা শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার প্রতি ন্যায়নীতি ও সুবিচারে অটল থাকা এবং (২) আল্লাহ্র জন্য সত্য সাক্ষ্য দেওয়া, যাতে সুবিচার সম্ভব হয়।

উপরে বর্ণিত দু'টি প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ আত্মীয়তা ও দলীয়তা হ'তে মুক্ত হওয়া কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। তারা পরস্পরে যেমন আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ, তেমনি আত্মরক্ষার তাকীদে কিংবা নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্য হাছিলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া তার স্বভাবজাত। এ দু'টির ভাল দিককে ইসলাম সর্বদা উৎসাহিত করেছে। কিন্তু খারাপ দিককে নিন্দা করেছে। যেমন- বাপ-দাদার দোহাই পেড়ে ইসলাম কবুল না করা *(বাক্বারাহ ১৭০)* ও দলের দোহাই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিয়ে সত্যকে চিনে ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া *(বাক্বারাহ ১৪৬)*। ইহুদী-নাছারারা ইসলামের সত্য বুঝেও তা কবুল করেনি। অন্যদিকে আল্লাহ আত্মীয়তার বন্ধনকে সর্বদা মযবুত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যতক্ষণ না তা আল্লাহ প্রদত্ত সীমা লংঘন করে *(ইসরা ২৬)*। একইভাবে তিনি দলীয় পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখার অনুমোদন দিয়েছেন যতক্ষণ তা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন আনছার ও মুহাজির নামের দলীয় পরিচয় আল্লাহ স্বয়ং কুরআনেই উল্লেখ করে তাদের প্রশংসা করেছেন *(তওবাহ ১০০)*। আত্মীয়তা রক্ষা করা ও দলীয়তা বজায় রাখা তখনই নিষিদ্ধ হবে, যখন তা স্রেফ দুনিয়াবী কোন হীন স্বার্থে হবে এবং তার লক্ষ্য 'হাবলুল্লাহ'কে বাদ দিয়ে 'হাবলুশ শয়তান'-কে আঁকড়ে ধরা হবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لاَ تَفَرَّقُوْا 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে) সকলে সমবেতভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। পরের আয়াতে ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ أُوْلاَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ 'আর তোমরা তাদের মত (অর্থাৎ ইহুদী-নাছারাদের মত) হয়োনা। যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং নিদর্শন সমূহ এসে যাওয়ার পরেও মতবিরোধ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব' (আলে ইমরান ১০৫)। তার পূর্বে আল্লাহ বলে দিয়েছেন يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যথাযোগ্য ভয়' *(আলে ইমরান ১০২)*।

উপরোক্ত তিনটি আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, জাতীয় ও সমষ্টিগত উন্নতি নির্ভর করছে দু'টি বিষয়ের উপরে (১) আল্লাহভীতি (২) সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করা। প্রথমটি না থাকলে মানুষ দুর্নীতিবাজ হবে এবং দ্বিতীয়টি না থাকলে সামাজিক ঐক্য ও ন্যায়নীতি বিনষ্ট হবে। অত্র আয়াতে এ বিষয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখনই কোন দল বা সংগঠন হাবলুল্লাহকে বাদ দিয়ে স্রেফ ব্যক্তি পূজা ও অনৈসলামী আদর্শ পূজায় লিপ্ত হবে; সেই দল বা সংগঠন থেকে ঈমানদার ব্যক্তিকে বেরিয়ে আসতে হবে। জাহেলী যুগে আরবদের মধ্যে উক্ত দু'টি দোষ অর্থাৎ দলপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি বর্তমান ছিল। যা উপরোক্ত দু'টি ঔষধ অর্থাৎ তাক্বওয়া ও হাবলুল্লাহ প্রয়োগের মাধ্যমে দূরীভূত হয় এবং সেই পতিত সমাজের লোকগুলি দুনিয়ার সেরা মানুষে পরিণত হয়। বাংলাদেশের বর্তমান পতিত সমাজকে উন্নত করতে গেলে ঐ একই ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে, অন্য কিছুই নয়।

বস্তুতঃ আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) হ'তে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল এবং শতাধিক ছহীফা ও আসমানী কিতাব নাযিল করার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানব সমাজে ইনছাফ ও শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। নৈতিক উপদেশ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে ন্যায় ও ইনছাফের পথে ফিরিয়ে আনা। যারা অবাধ্যতা করেছে, তাদেরকে প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে ন্যায়ের পথে ফিরে আসতে বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সরকার ও জনগণ সবাইকে ন্যায় ও ইনছাফের উপরে দৃঢ় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সত্য সাক্ষ্য ও বাস্তবতাঃ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহ্র জন্য সত্য সাক্ষ্য দানে অবিচল থাক'। সাক্ষ্যের অপর দিক হ'ল, সুফারিশ করা। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সাক্ষ্য ও সুফারিশ থাকলে তার পরকালীন ছওয়াব অত্যধিক। আর বিপরীত হ'লে তার মন্দ পরিণতিও ভয়ংকর। যেমন আল্লাহ বলেন, مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا 'যে ব্যক্তি কারু জন্য উত্তম সুফারিশ করবে, তা থেকে সে একটি অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি মন্দ সুফারিশ করবে, তা থেকেও সে একটি অংশ পাবে' (নিসা ৮৫)। আদালতে সাক্ষ্য প্রদান, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় নম্বর প্রদান, আইনজীবীদের বাদী ও বিবাদী পক্ষ সমর্থন, নেতৃত্ব নির্বাচন সবই উক্ত আয়াতের আওতাভুক্ত। যদি কেউ জেনে-শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় নম্বর দেয় এবং কোন উকিল যদি স্রেফ পেশার দোহাই পেড়ে জেনে শুনে মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করে, তবে সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহগার হবে।

অনুরূপভাবে জেনে-শুনে অযোগ্য নেতা নির্বাচনে সমর্থন দিলে ঐ ব্যক্তি ঐ নেতার যাবতীয় দুষ্কর্মের ভাগীদার হিসাবে গন্য হবে। আদালতের সাক্ষ্য দানের ফলাফল সীমিত সংখ্যক লোকের উপরে বর্তায়। কিন্তু নেতৃত্ব নির্বাচনে সাক্ষ্য বা সমর্থন দানের তিনটি দিক রয়েছে। (১) সাক্ষ্য দান করা (২) ব্যক্তিগত সুফারিশ করা (৩) সামষ্টিক অধিকার সম্পর্কে ওকালতি করা। অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে নেতা হ'লেন সমষ্টির দায়িত্ব প্রাপ্ত। এই তিনটি ক্ষেত্রে সৎ, যোগ্য ও আল্লাহভীরু নেতৃত্বকে সমর্থন দিলে নেতার যাবতীয় নেকীর কাজের ছওয়াবের একটা অংশ যেমন সমর্থনদাতা পাবেন, তেমনি বিপরীতটা হ'লে তার মারাত্মক ফলাফলও সমর্থনদাতার আমলনামায় লিপিবদ্ধ হবে। কারণ নেতার সঠিক বা বেঠিক সিদ্ধান্তের ফলাফল সমস্ত সমাজের উপরে পড়ে। সেকারণ ইসলামে নেতৃত্ব গ্রহণ করাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং লোকদের নিকটে কর্তৃত্ব চাওয়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিনা চাওয়ায় আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে পূর্বতন নেতার মাধ্যমে বা জনগণের মাধ্যমে যদি নেতৃত্ব এসে যায়, তবে তার যথাযথ হক আদায়ের কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। না চেয়ে পাওয়াতে আল্লাহ বরকত দেন। আর চেয়ে নিলে তাতে আল্লাহ্র রহমত চলে যায়। আধুনিক গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি সমাজকে যোগ্য ও সৎ

www.ahlehadeethbd.org

নেতৃত্ব উপহার দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে দলীয় সরকার ব্যবস্থা বর্তমানে এতই নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেছে যে, মানুষ তাকিয়ে থাকে কখন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা এবং সন্দেহভাজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে 'হাজত'-এর নামে কারাবন্দী রাখার ও নির্যাতন করার যে নোংরা দৃষ্টান্ত এ দেশে বিরাজ করছে, তার বিপরীতে ইসলামের সহজ-সরল প্রত্যক্ষ বিচার পদ্ধতি কতইনা সুন্দর। আজও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলিতে তার কিছুটা হ'লেও বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান বিশ্বে যা ঈর্ষণীয় বৈ-কি!

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ যাকেই তার বিরোধী ভাবত তাকেই হাজতের নামে কারাবন্দী করে রাখত বছরের পর বছর এবং ইচ্ছামত নির্যাতন করত। যাতে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠন অব্যাহত থাকে। কিন্তু আজ স্বাধীন দেশের 'জনগণের সরকার' নিজ জনগণকেই শত্রু ভেবে তাদের উপর ফেলে আসা সেই বৃটিশ আইনের বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ৫৪ ধারা নামক যুলুমের ধারাটিকে প্রত্যেক দলীয় সরকার তার সম্ভাব্য বিরোধীদের দমনে ব্যবহার করছে, যা নিঃসন্দেহে মৌলিক মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। বর্তমানে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে অন্যদের তদন্তাধীন বিভিন্ন মামলায় টার্গেটকৃত ব্যক্তির নাম জুড়ে দিয়ে বিচারের নামে কারাবন্দী রেখে নির্যাতন করার নতুন ধারা শুরু হয়েছে, যা আরও মর্মান্তিক। আমেরিকার মত সেরা গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারবাদী রাষ্ট্র শত শত সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে বিভিন্ন কারাগারে বছরের পর বছর ধরে যে অমানুসিক নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের দেখাদেখি তাদের লেজুড় রাষ্ট্র ও সরকারগুলি স্ব স্ব নাগরিকদের উপরে একই প্রক্রিয়া চালু রেখেছে। বছরের পর বছর হাজত খেটে যখন কোন ব্যক্তি 'বেকসূর খালাস' পেয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তার হারানো জীবন ফিরিয়ে দেবার কোন পথ আর থাকে না। এজন্য জনগণের নির্বাচিত সরকার সামান্য 'দুঃখ' পর্যন্ত প্রকাশ করে না। মযলূম মানবতার দীর্ঘশ্বাসে এভাবেই ভারি হচ্ছে বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস।

মার্কিন গণতন্ত্রের মুখোশ তার জনগণের কাছে ইতিমধ্যে খুলে গেছে। তাই দেখা যায় সেখানকার শতকরা পঞ্চাশভাগ ভোটারও এখন ভোটদান করে না। সেখানে আজও ১৫% লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। অথচ ওমর (রাঃ)-এর ইসলামী খেলাফত কালে অর্থনৈতিক অবস্থার এমন পরিবর্তন ঘটে যে, সারা দেশে একজন যাকাত নেওয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আজ স্বাধীন বাংলাদেশের যাকাত নিতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে কত গরীবের জীবন চলে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ ছলে-বলে-কৌশলে এবং ওসামা বিন লাদেনের মিথ্যা টেপ বাজিয়ে জুজুর ভয় দেখিয়ে এক-চতুর্থাংশ মার্কিনীদের ভোট নিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। 'গণতন্ত্রের লালনভূমি' গ্রেট বৃটেন যুগযুগ ধরে একজন রানীকে লালন করে যাচ্ছে সরকারী খরচে। দেশের সংসদে কোরাম সংকট এড়ানোর জন্য আইন করা হয়েছে সদস্যরা সংসদ চলাকালীন সময়ে লণ্ডন শহরে উপস্থিত থাকলেই চলবে। এভাবে একদিকে যেমন সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার চলছে, অন্যদিকে তেমনি সংখ্যালঘু দলের উত্তম পরামর্শকে অগ্রাহ্য করা হচ্ছে। এভাবেই চলছে আধুনিক গণতন্ত্রের কথিত জনগণের শাসন। প্রশ্ন দাঁড়ায়, বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ ও দলীয় শাসন ব্যবস্থায় কি সত্যিকারের ইনছাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এর মাধ্যমে কি সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব? এককথায় এর দ্বিধাহীন জবাব হ'ল- না, কখনোই না। এর প্রধান কারণ বস্তুবাদী দলীয় সরকারের অধীনে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সমাজদেহের সর্বত্র দলীয়তার ক্যান্সার বাসা বাঁধে। যা পুরা সমাজকে বিষাক্ত ও জর্জরিত করে। বিশেষ করে শিক্ষা ও প্রশাসন দু'টি প্রধান ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও দলীয়তার বিষে আক্রান্ত হওয়ায় এবং সর্বত্র সততা ও মেধার সংকট দেখা দেওয়ায় জাতি আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে। অথচ দলনেতারা ভাবেন না যে, এর মাধ্যমে তারা সাময়িক লাভবান হ'লেও দেশের ও জাতির স্থায়ী ক্ষতি করে যাচ্ছেন। তাছাড়া আজকে যিনি দলে আছেন, কাল তিনি শত্রু হ'তেও তো পারেন। আলোচ্য আয়াতে উক্ত বিষয়ে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

ইনছাফ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাঃ

সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে বিষয়টি, তা হ'ল ইনছাফ প্রতিষ্ঠা। ইনছাফ ও ন্যায়বিচার হ'ল শান্তির চাবিকাঠি। ইনছাফ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সরকার ও জনগণ উভয়ের। এমনকি পারিবারিক জীবনে যদি ইনছাফ না থাকে, তাহ'লে সেখানেও অশান্তির আগুন জ্বলে ওঠে। আজকের বিশ্বে ব্যাপক হিংসা ও হানাহানির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ইনছাফ না থাকা। No Justice no Peace 'ন্যায়বিচার নেই তো শান্তি নেই'। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সরকারী ও বিরোধী দলের সোচ্চার থাকায় সেখানে সর্বদা সর্বত্র মারমুখো পরিস্থিতি বিরাজ করে। সেকারণ সে সমাজে সঠিক অর্থে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। ফলে নিরপরাধ মানুষ নির্যাতিত হয়। মানুষ হক কথা বলতে ভয় পায়। সম্মানিত ব্যক্তি অসম্মানিত হয়। গণতান্ত্রিক দেশ সমূহে যে চরমপন্থার উত্থান ঘটেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচার ও অবিচার। ন্যায় ও সুবিচার হ'ল শান্তি ও সুখের চাবিকাঠি। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির ফলে মানুষ আজ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে। মহাসাগরে ডুব দিয়ে মুক্তা কুড়িয়ে আনছে। কিন্তু নিজের গৃহকোণে এক টুকরো সুখের প্রলেপ সে খুঁজে পায় না। পরস্পরে বিশ্বাস ও ন্যায়নীতি থাকলে কুঁড়ে ঘরেও শান্তি বিরাজ করে। কিন্তু তা-না থাকলে সুউচ্চ বালাখানা অগ্নিগৃহে পরিণত হয়। আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী বিশ্বব্যবস্থা মানুষকে বিলাস সামগ্রী

www.ahlehadeethbd.org

উপহার দিয়েছে। কিন্তু শান্তি ও সুখ দিতে পারেনি। কারণ সর্বত্র অন্যায় ও বে-ইনছাফীর জয়জয়কার। সর্বত্র ধর্মহীনতার সয়লাব।

ইনছাফ প্রতিষ্ঠার উপায়ঃ

আলোচ্য আয়াতেই ইনছাফ প্রতিষ্ঠার উপায় বলে দেওয়া হয়েছে। সেটা হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি। যার অর্থ কেবল মনে মনে আল্লাহকে ভয় করা নয়, বরং তার অর্থ হ'ল আল্লাহ্র দেখানো পথে চলা এবং জীবনের সব স্তরে অহি-র বিধান অনুসরণ করা। আবু জাহ্ল সহ জাহেলী আরবের ১৫ জন নেতা একত্রে এসে একদিন রাসূলকে তার দাওয়াত পরিত্যাগের বিনিময়ে আরবের নেতৃত্ব, অঢেল ধন-সম্পদ ইত্যাদি দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এতকিছু না করে তোমরা যদি কেবল একটা কলেমা পড়, তাহ'লেই আরব-আজমের নেতৃত্ব ও অঢেল ধন-সম্পদ তোমাদের পায়ের তলে লুটাবে'। আবু জাহ্ল খুশীতে বলে উঠল, 'এমন হ'লে একটা কেন দশটা কলেমা পড়তে রাযী আছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা পড় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আবু জাহ্ল হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'সব ইলাহ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র একজন ইলাহ। এতো বড় বিস্ময়কর কথা' (ছোয়াদ ৫)। আবু জাহ্ল আল্লাহকে মান্ত ও তাঁকে ভয় করত। তা সত্ত্বেও কলেমা পাঠ করেনি। কারণ সে এর গুঢ় তত্ত্ব বুঝত যে, একক আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করলে তাঁর বিধান মেনে চলতে হয় এবং নিজেদের মনগড়া বিধান যা দিয়ে মানুষকে গোলাম বানানো যায়, শোষণ করা যায়, তা আর চালানো যাবে না। বস্তুতঃ আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং তাঁর বিধানের প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমেই কেবল মানবাধিকার নিশ্চিত হয় এবং মানব সমাজে সত্যিকারের ইনছাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র আল্লাহ্র দাসত্বের মধ্যেই মানুষ তার প্রকৃত স্বাধীনতা খুঁজে পায়। একেই বলে 'তাওহীদ'।

যুগে যুগে নবীগণ মানুষকে তাওহীদের এ দাওয়াতই দিয়ে গেছেন। আর সেজন্যই প্রতিষ্ঠিত সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণ কখনোই নবীগণের এ দাওয়াতকে মেনে নেয়নি। নবীগণ শত নির্যাতন সহ্য করেও শিরকের সাথে আপোষ করেননি। বরং কারাগার ও শাহাদতকে বরণ করেছেন হাসিমুখে। আর এই আপোষহীনতাই ছিল তাঁদের 'জিহাদ'। নবীদের মিশনকে তাই এককথায় বলা হয়- দাওয়াত ও জিহাদ। যার মধ্যেই রয়েছে মযলূম মানবতার সত্যিকারের মুক্তির পথ। আজও প্রকৃত মানব দরদী তিনিই হবেন, যিনি সমস্ত দুনিয়াবী লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষকে তাওহীদের পথে দাওয়াত দিবেন এবং এ পথে প্রাপ্ত নির্যাতনকে আশীর্বাদ হিসাবে বরণ করে নিবেন। দুনিয়াতে কিছু না পাওয়ার বিনিময়ে আখেরাতে তার জন্য জান্নাতের ফুলশয্যা অপেক্ষা করছে। দুনিয়াপূজারী আরবরা যখনই নিজেদের বানোয়াট সার্বভৌমত্ব পরিত্যাগ করে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বকে মেনে নিল এবং নিজেদের মনগড়া আইন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আল্লাহ্র বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করল, তখনই তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়ে গেল। সেই অন্ধকার সমাজ থেকে বেরিয়ে এলেন আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু ওমর, খালেদ, তারেক, মূসা বিন নুছাইরের মতো বিশ্বসেরা ব্যক্তিবর্গ। বর্তমান গণতান্ত্রিক বা কম্যুনিষ্ট বিশ্ব এই সকল মানুষের সমতুল্য একজন ব্যক্তিকেও দাঁড় করাতে পারবে কি? এজন্যই তো ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সে দেশের 'জাতির জনক' মিঃ গান্ধী ভারতের নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'যদি তোমরা দেশে শান্তি চাও, তাহ'লে ওমরের শাসনব্যবস্থা কায়েম কর'। বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক জর্জ বার্নার্ডশ' বলেছিলেন If a man like Muhammad are to assume the dictatorship of the modern world, he alone could bring the much needed peace and happiness. 'যদি মুহাম্মাদের মত একজন মানুষ আজকের আধুনিক বিশ্বের ডিক্টেটর হ'তেন, তাহ'লে তিনি একাই বহু আকাংখিত শান্তি ও সুখ এনে দিতে পারতেন'। এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহভীরু ব্যক্তির কাছেই অন্য মানুষের জান, মাল ও ইযযত সবকিছু নিরাপদ। যার অভাবে আজকের বিশ্বসমাজ জাহান্নামে পরিণত হয়েছে। একজন মানুষকে সূদের ভিত্তিতে ঋণ দিয়ে সাময়িক সুবিধা দানের বিনিময়ে তাকে দুনিয়াতে ঋণের জালে আবদ্ধ করা এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানানোর চাইতে তাকে আল্লাহভীরু বানানো কি দীর্ঘ মেয়াদী ফলদানকারী নয়? নফসের পূজারী ব্যক্তি স্বীয় নফসের খায়েশ মিটাতে অন্যের উপরে যুলুম করে। কিন্তু আল্লাহভীরু ব্যক্তি নিজের চাহিদার উপরে অন্যের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেয়। আমাদের বাপ-দাদারা গরীব ছিলেন। কিন্তু তাদের মনে সুখ ছিল। তারা মন খুলে হাসতেন। উদারমনে মেহমানদারি করতেন। অন্যের সুখ-দুঃখের ভাগী হ'তেন। কিন্তু আমরা আজ 'এসি' ঘরে বাস করেও সুখ পাইনা। মনের পবিত্রতা হারিয়ে গেছে। সেখানে বাসা বেঁধেছে হিংসা-বিদ্বেষ, কুটিলতা ও কৃত্রিমতা। মন খুলে হাসির কথা আমরা ভুলে গেছি। মেহমান দেখলে পালিয়ে বাঁচি। গ্রামের কোন আত্মীয় এমনকি পিতা-মাতাও তার শহুরে সন্তানের কাছে আসতে চায় না। এই অশান্তিময় বিলাসিতার চাইতে শান্তিময় কুঁড়ে ঘর কি উত্তম নয়? আধুনিক কোন তন্ত্র-মন্ত্র কি পেরেছে মানুষকে সেই সুখ দিতে? একমাত্র আল্লাহভীরু মানুষই পারে নিজের আরাম-আয়েশকে অন্যের জন্য বিসর্জন দিতে, পারে নিজের উপরে অন্যের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে।

(১) মাদায়েন বিজিত হয়েছে। সাসানী সম্রাটদের বহুমূল্য গণীমতের মাল জমা হচ্ছে। এমন সময় জনৈক নওমুসলিম সাসানী সম্রাটের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তুগুলি এনে জমাকারীর নিকটে জমা দিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে জমাকারী জিজ্ঞেস

www.ahlehadeethbd.org

করলেন, এত মূল্যবান বস্তু তুমি নিয়ে এলে। এ থেকে তুমি নিজের জন্য কিছু রাখনি? লোকটি বলল, মুসলমান হওয়ার আগের দিন (যখন খৃষ্টান ছিলাম) যদি জিজ্ঞেস করতেন, তাহ'লে এসব মালের কোন সন্ধানই আপনারা পেতেন না। কিন্তু আজ আমি ঈমানের কলেমা পড়েছি। তাই আর আমার দ্বারা অন্যায় কিছু সম্ভব নয়। এসব এখন আল্লাহ্র মাল। তাই আল্লাহ্র ভাণ্ডারে জমা দিলাম। তিনি আমার গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু দেখছেন'। সবাই তার নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি অস্বীকার করে বললেন, নাম বললে আপনারা আমার প্রশংসা করবেন। কিন্তু আমি কারু প্রশংসা চাইনা, স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাই। আমি প্রাণভরে কেবল তাঁরই প্রশংসা করি, যিনি দয়া করে আমাকে ঈমানী সম্পদ দান করেছেন'। গতকাল যে ব্যক্তিটি ছিল নফসে আম্মারাহ্র পূজারী, আজকে সে ব্যক্তিটি আল্লাহ্র পূজারী। ফলে তার পূরা জীবনধারাটিই রাতারাতি পাল্টে গেছে। দুনিয়ার চাইতে আখেরাত তার কাছে এখন অধিকতর কাম্য হয়েছে।

(২) ভারতের সম্রাট মুহাম্মাদ বিন তুগলক জানতে পারলেন যে, জনৈক ব্যক্তির উপরে আদালতে অবিচার করা হয়েছে। তিনি যুবকটিকে দরবারে ডাকালেন। দরবার ভর্তি সভাসদগণের সম্মুখে যুবকটিকে ডেকে সব ঘটনা শুনলেন। এবারে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষ হ'তে যুবকটির সম্মুখে নত হয়ে করজোড়ে ক্ষমা চাইলেন। তারপর নিজের পোষাক খুলে পিঠ নগ্ন করে দিলেন ও নিজের বেতের লাঠিখানা হিন্দু যুবকটির হাতে দিয়ে বললেন, তুমি সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে মার, যেভাবে আদালতের হুকুমে তোমাকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। যুবকটি আবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলল। কিন্তু সম্রাট কোন কথাই শুনতে চান না। অবশেষে তাকে মারতেই হ'ল। জোরে আরো জোরে। পিঠ রক্তাক্ত হয়ে গেল। এবার যুবককে বুকে জড়িয়ে ধরে সম্রাট বললেন, হে যুবক! আমার রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মযলূমের দো'আ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন পর্দা নেই'। তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, প্রতিশোধ নিয়েছ। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যাব। হে যুবক! তুমি প্রতিশোধ নিয়ে আজ আমার সবচেয়ে বড় উপকার করেছ। তোমাকে ধন্যবাদ।

(৩) ভারতব্যাপী 'বৃটিশ খেদাও' আন্দোলন শুরু হয়েছে'। ইংরেজ কর্মকর্তাদের উপরে প্রতিশোধমূলক চোরাগুপ্তা হামলা হচ্ছে। তাদের জানমাল ও ইয্যতের নিরাপত্তা নেই। হঠাৎ একদিন এক ইংরেজ যুবতী ছুটে এসে আশ্রয় চাইল দিল্লীর সর্বজন শ্রদ্ধেয় আহলেহাদীছ আলেম সাইয়িদ নাযীর হুসায়েন দেহলভীর কাছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি তাকে আশ্রয় দিলেন। মেয়ের মত তাকে মাসাধিককাল বাসায় লুকিয়ে রাখলেন। অতঃপর সুযোগ বুঝে তাকে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিকটে পৌঁছে দিলেন। কৃতজ্ঞ মেয়েটি চোখের পানি ফেলতে লাগল। মাওলানা বললেন, মা! তুমি আমি সবাই এক আল্লাহ্র সৃষ্টি। আমরা সবাই তাঁর পরিবার। তাঁর পরিবারের একজন সদস্যা হিসাবে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। বিনিময়ে দুনিয়ায় কিছু চাই না। স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চাই। এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইসলামী বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে। এঁদের হাতেই সত্যিকারের ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। উল্লেখ্য যে, এরূপ একজন অতুলনীয় মানুষকেও বৃটিশ সরকার একবছর কারাবন্দী রেখেছিল আহলেহাদীছ নেতা হবার অপরাধে। তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল দু'বার।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ এইসব আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিদের নেতৃত্বে বসানোর উপায় কি? এঁরা তো কখনোই নেতৃত্ব চাইবেন না বা নির্বাচনেও প্রার্থী হবেন না। এর জবাব এই যে, প্রথমে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সার্বভৌমত্বের বাস্তব ও ব্যবহারিক পার্থক্য, ইসলামী খেলাফত এবং নিজেদের মনগড়া আইন ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থার পার্থক্য জনগণকে সুন্দরভাবে বুঝাতে হবে। এ দু'টি ব্যবস্থার দুনিয়াবী ও পরকালীন লাভ-লোকসান সম্পর্কে তাদেরকে সম্যক ধরণা দিতে হবে এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে হবে। সংগঠিত জনমতই জনশক্তিতে পরিণত হবে এবং তার মাধ্যমে দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি সবই পরিবর্তিত হয়ে যাবে। তখনই জনগণ এই ধরনের পবিত্রাত্মা ব্যক্তিগণকে নেতৃত্বে বসাতে পারবে। আল্লাহ্র দুই আঙ্গুলের মাথায় মানুষের অন্তর আবর্তিত হয়। তিনি ইচ্ছা করলে দ্রুত জনগণের অন্তর সমূহ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। মুমিন ব্যক্তি কখনোই আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয় না। মুমিনের দায়িত্ব হ'ল নবীগণের দেখানো পথে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করে যাওয়া। সফলতা আল্লাহ্র হাতে।

দ্রুত দুনিয়াবী ফল না পেয়ে অনেকে আধুনিক জাহেলী মতবাদ সমূহের সাথে আপোষ করার চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন। অনেকে চরমপন্থা বেছে নিতে চান। কিন্তু এসব চিন্তাধারার পক্ষে ইসলামের কোন অনুমোদন নেই। কালো টাকা ও পেশীশক্তির মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করা হ'তে বিরত রাখার জন্য ইসলাম দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচনের বিধান দিয়েছে। জনগণ ইসলামী শর্তাবলী অক্ষুণ্ন রেখে দেশের মাত্র একজন শাসক বা খলীফা নির্বাচন করবে। ইসলামী নীতির আলোকে নেতৃত্ব নির্বাচনের ও জনমত সংগ্রহের সর্বোত্তম পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনকে ভাবতে হবে। *(এ বিষয়ে মাননীয় লেখকের 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বইটি পাঠ করুন- সম্পাদক)*। নির্বাচিত নেতা কত ভোট পেলেন না পেলেন, এগুলি বিষয় নির্বাচন কমিশন গোপন রাখবেন। অতঃপর নির্বাচিত খলীফা সৎ যোগ্য ও আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণকে নিয়ে একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করবেন। যারা তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্ট

www.ahlehadeethbd.org

নিয়োগ দিবেন। যারা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। খলীফা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন। তিনিই আল্লাহ্র কাছে ও জনগণের কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবেন।

রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন সভা- এই তিনটির মধ্যে প্রথম দু'টি প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্টের হাতে রয়েছে এবং তৃতীয়টি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হয়, এম,পি হিসাবে। ইসলামী ব্যবস্থায় উক্ত দু'টি সহ তৃতীয়টি অর্থাৎ আইন সভার সদস্যগণ খলীফা কর্তৃক মনোনীত হবেন। এটাই হ'ল উত্তম ব্যবস্থা। কেননা আইন সভার জন্য সৎ, নির্লোভ, আল্লাহভীরু ও যোগ্য ব্যক্তি বাছাই করা জনগণের দ্বারা কখনোই সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান মাত্র ১০০ জন সৎ ও যোগ্য লোক বাছাই করতে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত দু'জন বরেণ্য ব্যক্তিকে। অনেকদিন পর গলদঘর্ম হ'য়ে তাঁরা মাত্র ১০ জনের তালিকা পেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যাদের মধ্যে পাঁচজন ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান তাঁর উপদেষ্টা পরিষদের জন্য ১৫ জন সৎ ও নিরপেক্ষ সদস্য বাছাই করতে গিয়ে কেমন হিমশিম খেয়েছিলেন, তার তিক্ত অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝা যায়। অতএব নেতৃত্ব নির্বাচনের বিষয়টি অতটা সহজ নয়, যতটা মনে করা হয়। আর সেকারণেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে যাবতীয় দলীয় বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ঈমানদার ব্যক্তিগণকে। যে বংশে বা দলে জন্ম হৌক না কেন আল্লাহভীরু ব্যক্তির মধ্যে কখনোই ঐসব সংকীর্ণতা টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহ্র ভয় তাকে সর্বদা নিরপেক্ষ থাকতে বাধ্য করে। আধুনিক ধর্ম-নিরপেক্ষ ও বস্তুবাদী সরকারগুলি ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন এবং জনগণের বিলাস সামগ্রীর প্রাচুর্যকে উন্নয়নের জোয়ার বলে থাকেন। অথচ প্রকৃত উন্নয়ন হ'ল চরিত্র ও নৈতিকতার উন্নয়ন। আর আল্লাহভীতিই হ'ল উন্নত ও টেকসই নৈতিকতার একমাত্র মাধ্যম। অতএব একমাত্র তাক্বওয়াই জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মূল চাবিকাঠি এবং একমাত্র আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণই হ'লেন পৃথিবীতে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি *(হুজুরাত ১৩)*।

অতি বাস্তববাদী অথবা নির্যাতিত ব্যক্তি এরূপ কথা অবশ্যই ভাবতে পারেন যে, বাতিলকে বাতিল দিয়েই মুকাবিলা করতে হবে। নইলে বোকামী হবে। সম্ভবতঃ এ যুক্তিতেই আজকাল অনেক ইসলামী নেতা দুনিয়া সর্বস্ব শিরকী গণতন্ত্রের ফাঁদে আটকে পড়েছেন। নিজেরা যেহেতু গলায় ফাঁস পরেছেন, তাই অন্যকেও তাঁরা এপথে ডাকছেন। কিন্তু তারা যেখানে যাবার জন্য জনগণকে আহ্বান করছেন। সেখানে কি আল্লাহ্র গোলামী আছে, না মানুষের গোলামী আছে? সেখানে কি কুরআন-হাদীছের মর্যাদা বেশী, না অধিকাংশ এম,পি-র ভোটের মূল্য বেশী? মুসলমান তো কুরআন বা হাদীছের একটি নির্দেশ মানার জন্য এবং তার মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তারা বড় জোটের শরীক হয়েও ইসলামের জন্য এযাবত কিছু করতে পেরেছেন কি? বিরোধী জোটে থেকে কিংবা স্বতন্ত্র থেকেও কোন আলেম এম,পি-র পক্ষে কি বর্তমান ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সংসদে ইসলামের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব? জানা যায়, বর্তমান সংসদ অধিবেশনে বিরোধী দলের নয় শতাধিক নোটিশের একটিও মাননীয় স্পীকার সংসদে আলোচনার জন্য গ্রহণ করেননি। এক্ষণে কোন হকপন্থী আলেম সেখানে গিয়ে 'ইসলামী খেলাফত'-এর পক্ষে কিংবা 'সূদ' নিষিদ্ধ করার পক্ষে আইন তৈরী অথবা জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব তুললে যদি স্পীকার তা গ্রহণ না করেন, তাহ'লে কিছু করার থাকবে কি? তাহ'লে কেন সেখানে যাবার জন্য আলেমদের এই অযাচিত আহ্বান? আমাদের নবীকে তো সারা আরবের নেতৃত্ব দিতে চাওয়া হয়েছিল, তিনি কেন তা গ্রহণ করেননি? আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবেই তাঁর রাসূলকে বলে দিলেন, وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ 'যদি তুমি তোমার নিকটে ইল্ম (কুরআন ও হাদীছ) এসে যাবার পরেও অন্যদের খেয়ালখুশীর (অন্যান্য মতবাদ সমূহের) অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ্র নিকট থেকে তোমার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*। অতএব ঈমানদার ও আল্লাহভীরু ভাই-বোনদের কর্তব্য হবে নিজেদের সার্বিক জীবনকে আল্লাহ্র গোলামীর জন্য প্রস্তুত করা এবং অন্যকে সেদিকে আহ্বান করা। সাথে সাথে ঐক্যবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তির মাধ্যমে বস্তুবাদীদের বিপরীতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা। ত্বরিৎ দুনিয়াবী ফল লাভের আশা না করে নবীগণের পথ ধরে ইসলাম যে মানবতার একমাত্র মুক্তি সনদ, সেকথা মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলকে মহব্বতের সঙ্গে বুঝানোই হবে ওলামায়ে কেরাম ও শিক্ষিত ভাই-বোনদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ও দায়িত্ব। নইলে ক্বিয়ামতের দিনের পঞ্চম প্রশ্নটির জবাব দেওয়া বিশেষ করে আলেমদের জন্য কষ্টকর হবে বৈ-কি? যদি আলেম সমাজ আন্তরিকভাবে স্রেফ আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য 'ইসলামী খেলাফত' কায়েমের পক্ষে দাওয়াতের ময়দানে নেমে যেতেন, তাহ'লে এদেশে দ্রুত ইসলামের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টি হ'ত। কিন্তু আমরা তা পারছি কই?

পরিশেষে আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম হিসাবে বলব, স্বজনপ্রীতি ও দলপ্রীতির উর্ধ্বে উঠে সমাজে সত্যিকারের ন্যায় ও ইনছাফ প্রতিষ্ঠার জন্য তাক্বওয়া ভিত্তিক ইসলামী সমাজগঠন সর্বাগ্রে যরূরী। এ বিষয়ে সরকার ও ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব সর্বাধিক। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

www.ahlehadeethbd.org

হজ্জ ও ওমরাহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হজ্জ-এর নিয়মাবলীঃ

(১) **মিনায় গমনঃ** তামাত্তু' হজ্জ পালনকারীগণ যিনি ইতিপূর্বে ওমরাহ পালন শেষে ইহরাম খুলে ফেলেছেন ও হালাল হয়ে গেছেন, তিনি ৮ই যিলহাজ্জ সকালে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে ওযূ-গোসল সেরে সুগন্ধি মেখে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবেন- لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান'* 'হে আল্লাহ! আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে তোমার দরবারে হাযির'। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন ও যোহরের পূর্বেই সেখানে পৌঁছে যাবেন। সেখানে তিনি রাত্রি যাপন করবেন ও জমা না করে শুধু কৃছরের সাথে প্রতি ওয়াক্ত ছালাত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করবেন। 'কৃছর' অর্থ চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতগুলি দু'রাক'আত পড়া। সফরে সুন্নাত পড়ার প্রয়োজন নেই। এই সময় সিজদায় ও শেষ বৈঠকে ইচ্ছামত হৃদয় ঢেলে দিয়ে দো'আ করবেন। তবে রুকু ও সিজদায় কুরআনী দো'আগুলি পড়বেন না।

উল্লেখ্য যে, মক্কার পরে মিনা হ'ল হাজী ছাহেবদের দ্বিতীয় আবাসস্থল। যেখানে তাঁদেরকে আরাফা ও মুযদালিফা সেরে এসে আইয়ামে তাশরীক্বের তিন দিন পাথর মারার জন্য অবস্থান করতে হয়। এখানেই 'মসজিদে খায়েফ' অবস্থিত। ৯ তারিখে হজ্জ সেরে ১০ই যিলহাজ্জ পূর্বাহ্নে মিনায় ফিরে এসে পাথর মেরে প্রাথমিক হালাল হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থায় থাকতে হবে।

(২) **আরাফায় গমনঃ** ৯ই যিলহাজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হ'তে ভাবগম্ভীর ও ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে করতে আরাফা ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবেন এবং ময়দানের চিহ্নিত সীমানার মধ্যে সুবিধামত স্থানে অবস্থান নিবেন। যেখানে তিনি যোহর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত অবস্থান করবেন। আরাফাতে পৌঁছে সূর্য পশ্চিমে ঢললেই ইমামের সাথে এক আযান ও দুই ইক্বামতে কৃছর সহ 'জমা তাক্বদীম' করবেন। অর্থাৎ আছরের ছালাত এগিয়ে এনে যোহরের সাথে জমা করে কৃছর সহ ২+২=৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। কোন সুন্নাত পড়তে হবে না। এখানে অবস্থান কালে সর্বদা যিকর-তাসবীহ ও তেলাওয়াতে রত থাকবেন এবং ক্বিবলামুখী হ'য়ে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে আল্লাহ পাকের নিকটে কায়মনোচিত্তে প্রার্থনায় রত হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দো'আ...'।[৫৮] আরাফার ময়দানে অবস্থান করে তওবা-ইস্তিগফার, যিকর ও তাসবীহ সহ আল্লাহ্র নিকটে হৃদয়-মন ঢেলে দো'আ করাটাই হ'ল হজ্জের মূল কাজ। এ সময় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত বিভিন্ন দো'আ যার যা জানা আছে, তিনি তাই পড়বেন ও কুরআন তেলাওয়াতে মগ্ন থাকবেন। এর জন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই।

সূর্য ঢলার পরে ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক হজ্জের সুন্নাতী খুৎবা হয়ে থাকে। যা শোনা যরূরী। অতঃপর ইমামের সাথে মূল জামা'আতে যোহর ও আছরের ছালাত এক আযান ও দুই ইক্বামতে জমা ও কৃছর সহ আদায় করবেন। সম্ভব না হ'লে নিজেরা পৃথক জামা'আতে আদায় করবেন।

উল্লেখ্য যে, ৯ই যিলহাজ্জ পূর্বাহ্ন হ'তে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই কিংবা ময়দানের উপর দিয়ে হজ্জের নিয়তে হেঁটে গেলেও আরাফায় অবস্থানের ফরয আদায় হয়ে যাবে।

(৩) **মুযদালিফায় গমনঃ** অতঃপর সূর্য অস্ত যাওয়ার পর 'তালবিয়াহ' ও তওবা-ইস্তিগফার করতে করতে ধীরে-সুস্থে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। কোন অবস্থাতেই সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা হওয়া যাবে না। রওয়ানা দিলে পুনরায় ফিরে আসতে হবে ও সূর্যাস্তের পরে যাত্রা করতে হবে। যদি ফিরে না আসেন, তাহ'লে তার উপরে কাফফারা স্বরূপ একটি কুরবানী অর্থাৎ ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে।

মুযদালিফায় পৌঁছে 'জমা তাখীর' করবেন। অর্থাৎ মাগরিব পিছিয়ে এশার সাথে জমা করবেন। এক আযান ও দুই ইক্বামতে জমা ও কৃছর অর্থাৎ মাগরিব তিন রাক'আত ও এশা দু'রাক'আত জমা করে পড়বেন। অতঃপর সেখানে রাত্রি যাপন করে আউওয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে দীর্ঘক্ষণ ক্বিবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো'আয় রত থাকবেন। তারপর মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। অর্ধরাত্রির পরেও রওয়ানা দেওয়া জায়েয আছে। তার পূর্বে রওয়ানা হওয়া জায়েয নয়। রওয়ানা দিলে ফিরে আসতে হবে। নইলে কাফফারা হিসাবে একটি কুরবানী ফিদ্ইয়া দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, অর্ধরাত্রির পরে নিয়ত সহকারে মুযদালিফার উপর দিয়ে চলে গেলেও সেখানে অবস্থানের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। মুযদালিফা হ'তে মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় সেখান থেকে অথবা চলার পথে রাস্তার পাশ থেকে ছোলার চেয়ে একটু বড় সাতটি ছোট্ট পাথর বা কংকর কুড়িয়ে নিবেন। যা মিনায় গিয়ে জামরাতুল আক্বাবাহ বা 'বড় জামরায়' মারার সময় ব্যবহার করবেন।

* এ সময় বিশেষ ধরনের পাথর কুড়ানোর জন্য মুযদালিফা পাহাড়ে উঠে টর্চ লাইট মেরে লোকদের যে কঠিন প্রচেষ্টা চালাতে দেখা যায়, সেটা স্রেফ বিদ'আতী আক্বীদার ফলশ্রুতি মাত্র।

৫৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৫৯৮।

www.ahlehadeethbd.org

মুযদালিফায় গিয়ে মূল কাজ হ'লঃ মাগরিব-এশা একত্রে জমা করার পর থেকে যিকর-তাসবীহ ও দু'হাত তুলে কায়মনোচিত্তে দো'আয় মশগূল থাকা ও পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করা। যাতে পরদিন কুরবানী ও পাথর মারার কষ্ট সহজ হয়। আরাফা ময়দানের ন্যায় এখানেও কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই।

(৪) মিনায় প্রত্যাবর্তনঃ আউওয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায়ের পর মুযদালিফা থেকে রওয়ানা হয়ে মিনা ও মুযদালিফার মধ্যবর্তী 'মুহাসসির' উপত্যকায় একটু জোরে চলবেন। অতঃপর মিনা পৌঁছে প্রথমে 'জামরাতুল আক্বাবাহ' যা মক্কার নিকটবর্তী, সেই বড় জামরাকে লক্ষ্য করে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় ডান হাত উঁচু করে বলবেন 'আল্লা-হু আকবর'। এভাবে সাতবার তাকবীর দিয়ে সাতটি কংকর মারবেন। এই তাকবীর ধ্বনি শয়তানের বিরুদ্ধে মুমিনের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র জয়ধ্বনি মাত্র। কংকর হাউজে পড়লেই হবে। পিলারের গায়ে লাগা শর্ত নয়।

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে এখানেই শয়তান প্রথমে ধোকা দিয়েছিল, যাতে তিনি পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর অবাধ্য হন। ইসমাঈল (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় কান দেননি। বরং পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরাও আমাদের বাস্তব জীবনে ইবরাহীম ও ইসমাঈল-এর দো'আর স্বর্ণফলস শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া ইলাহী বিধানের যাতে অবাধ্যতা না করি, সেজন্য ইসমাঈলী সুন্নাত অনুসরণে শয়তানী প্ররোচনার বিরুদ্ধে পাথর ছুঁড়ে মেরে নিজেকে পুরাপুরি আল্লাহমুখী করার শপথ নেব। তবেই কংকর মারা সার্থক হবে।

অতঃপর তাকবীর ধ্বনির সময় নিয়ত এটাই থাকবে যে, আমি আমার সার্বিক জীবনে শয়তান ও শয়তানী বিধানকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে সর্বাবস্থায় আল্লাহ ও আল্লাহ্র বিধানকে ঊর্ধ্বে রাখব। হজ্জের পর থেকে আমৃত্যু ত্বাগূতের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র বিধানকে অগ্রাধিকার দেবার সংগ্রামে টিকে থাকতে পারলেই কেবল হজ্জ সার্থক হবে। নইলে গতানুগতিকভাবে কেবল পাথর মারাই সার হবে।

উল্লেখ্য যে, ১০ই যিলহাজ্জের মধ্যরাত থেকে ঐদিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত পাথর নিক্ষেপের সময়সীমা প্রলম্বিত।

মিনায় পৌঁছেই দুপুরের আগে বা পরে যথাশীঘ্র পাথর মেরে কুরবানী করবেন। অতঃপর পুরুষগণ মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল খাটো করে ছাঁটবেন। মহিলাগণ কেবল চুলের অগ্রভাগ সামান্য কেটে ফেলবেন। অতঃপর ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবেন। তবে এটা হবে প্রাথমিক হালাল বা 'তাহাল্লুলে আউওয়াল'। এই হালালের ফলে স্ত্রী মিলন ব্যতীত অন্যান্য সবকিছু সাধারণ অবস্থার ন্যায় করা যাবে। এরপরই মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করলে পুরা হালাল হওয়া যাবে। ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্র সময় 'ইযত্বিবা' অর্থাৎ ডান বগলের নীচ দিয়ে চাদর নিবেন না। বরং উভয় কাঁধ ঢেকে রাখবেন। 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' হজ্জ থেকে ফিরে এসেই করতে হয়। একে 'ত্বাওয়াফে যিয়ারত'ও বলা হয়। এটি হজ্জের অন্যতম রুকন। যা না করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়। সেকারণ ১০ই যিলহাজ্জ তারিখেই এটা সম্পন্ন করা উচিত। নইলে আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যে অর্থাৎ ১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জের মধ্যে সম্পন্ন করা উত্তম।

মিনায় ৪টি কাজঃ

মোটকথা ১০ই যিলহাজ্জ মিনায় পৌঁছে মোট চারটি কাজ পর্যায়ক্রমে করতে হয়। (১) মুযদালিফা থেকে এসে প্রথমে বড় জামরায় পাথর নিক্ষেপ করা (২) কুরবানী করা (৩) মাথা মুণ্ডন বা সমস্ত চুল ছোট করা (৪) মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করা। তবে এই কাজগুলির কোনটি আগপিছ হয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কেউ পাথর মারার আগেই 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করল অথবা আগেই মাথা মুণ্ডন করল ও পরে কুরবানী করল এবং শেষে পাথর মারল, তাতে কোন দোষ নেই। উল্লেখ্য যে, কুরবানী মিনা ছাড়া মক্কাতে এসেও করা যায়।

তামাত্তু' হাজীগণ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করার পর সাঈ করবেন। অতঃপর পূর্ণ হালাল হবেন। ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসেই 'ত্বাওয়াফে কুদূম'-এর সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেবল 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করেই হালাল হয়ে যাবেন।

কুরবানীঃ (ক) হাজী ছাহেব সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে মিনার বাজার থেকে নিজের কুরবানীর পশু খরিদ করে কসাইখানায় যবহ করে গোশত কুটাবাছা করে নিয়ে আসতে পারেন। তবে প্রচণ্ড ভিড়ে রক্তপিচ্ছিল কসাইখানায় এটা মোটামুটি সময়সাপেক্ষ ও ঝুঁকিবহুল কাজ বৈকি! যদিও নির্দিষ্ট সময় অন্তে সরকারী পানি সাপ্লাইয়ের মাধ্যমে রক্ত ধুয়ে ছাফ করে দেওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে।

কুরবানীর পশু সুন্দর, স্বাস্থ্যবান ও ত্রুটিমুক্ত হ'তে হবে। কুরবানী করার সময় নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّى –

'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার; আল্লা-হুম্মা মিন্কা ওয়া লাকা, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে কুরবানী করছি। আল্লাহ অতি মহান। হে আল্লাহ! এটি তোমারই তরফ হ'তে প্রাপ্ত ও তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। হে আল্লাহ! তুমি এটি আমার পক্ষ থেকে কবুল কর'। অন্য কোন পুরুষের পক্ষ থেকে হ'লে বলবে 'মিন ফুলা-ন' এবং মহিলার পক্ষ থেকে হ'লে বলবে 'মিন ফুলা-নাহ'।[৫৯] জন প্রতি একটি করে বকরী ও সাতজনে মিলে একটি গরু বা উট কুরবানী দিতে পারেন।[৬০]

---

৫৯. বায়হাক্বী ৯/২৮৬-৮৭।
৬০. মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায় হা/১৩১৮; মিশকাত হা/১৪৫৮।

www.ahlehadeethbd.org

জানা আবশ্যক যে, নিজে কুরবানী করে পশুটিকে ফেলে রেখে আসা জায়েয নয়। বরং এতে গোনাহগার হ'তে হবে। কেননা কুরবানীর পশু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে যবহ করা হয় এবং তা অত্যন্ত সম্মানিত। অতএব তাকে যত্নের সাথে কুটাবাছা করতে হবে, নিজে খেতে হবে, অন্যকে দিতে হবে এবং ফকীর-মিসকীনের মধ্যে অবশ্যই বিতরণ করতে হবে। না পারলে বিশ্বস্ত কাউকে দায়িত্ব দিতে হবে। ব্যাংকে কুরবানী বাবদ টাকা জমা দিলে হাজীর পক্ষে তারাই অর্থাৎ সঊদী সরকার উক্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন মাত্র।

(খ) ইচ্ছা করলে নিজে অথবা কসাইখানার আশপাশে অপেক্ষমান ছুরিধারী লোকদের ৫/১০ রিয়াল দিয়ে নিজের কুরবানী যবহ করে নিয়ে প্রয়োজনীয় গোশত সাথে এনে রান্না করে খেতে পারেন।

(গ) বর্তমানে সঊদী সরকার সেদেশের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদের ফৎওয়া অনুযায়ী হাজী ছাহেবদের পক্ষ হ'তে কুরবানী করার দায়িত্ব বিভিন্ন সংস্থাকে দিয়েছে। যারা হাজী ছাহেবদের নিকট থেকে দুম্বা প্রতি ৩০০/= বা ৩৫০/= রিয়াল এবং গরু বা উট প্রতি একটা মূল্য নিয়ে রসিদ প্রদান করে থাকে। তারা উক্ত হাজীর নামে মিনা প্রান্তরেই সরকারী কসাইখানায় গিয়ে যবহ বা নহর করে। অতঃপর এগুলো মেশিনের সাহায্যে ছাফ করে আস্ত ফ্রিজে রেখে মোটা পলিথিনে মুড়িয়ে বিভিন্ন দেশে গরীবদের মাঝে বিতরণের জন্য স্ব স্ব সরকারের নিকটে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নিজেরা খাওয়া ও ফকীর-মিসকীনকে দেওয়ার নামে আগে এগুলো প্রায় নষ্ট হ'ত। অথএব মিনা প্রান্তরে মসজিদে খায়েফ-এর নিকটবর্তী সেলুন এলাকার সামনে ও অন্যত্র অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংক কাউন্টারে কুরবানী বা হাদই বাবদ নির্ধারিত 'রিয়াল' জমা দিয়ে রসিদ নিলেই আপনার কুরবানীর দায়িত্ব শেষ হ'ল বলে বুঝতে হবে। কুরবানী শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই।

(ঘ) কুরবানীর পশু কেনার সামর্থ্য না থাকলে তার পরিবর্তে দশটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তিনটি ৯ই যিলহাজ্জের পূর্বে অথবা ১০ই যিলহাজ্জের পরে এবং বাকী সাতটি বাড়ী ফিরে। উল্লেখ্য যে, ৯ই যিলহাজ্জ হাজীগণ ছিয়াম পালন করবেন না। তবে যারা হাজী নন, তাদের জন্য আরাফার দিন ছিয়াম পালন করা অত্যন্ত নেকীর কাজ। এতে বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গোনাহ মাফ হয়'।[৬১] ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন সকলের জন্য ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ।[৬২]

মিনায় অবস্থানঃ ১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জ আইয়ামে তাশরীক্ব-এর তিনদিন মিনায় রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। অনুরূপভাবে প্রতি ওয়াক্ত ফরয ছালাত জমা না করে পৃথকভাবে ক্বছরের সাথে আদায় করতে হবে। রাত্রি যাপন না করে চলে এলে তাকে কাফফারা স্বরূপ একটি কুরবানী ফিদ্ইয়া দিতে হবে। ৮ই যিলহাজ্জ দুপুর হ'তে ১৩ই যিলহাজ্জ মাগরিব পর্যন্ত গড়ে ৫ দিন মিনায় অবস্থান করতে হয়। অবশ্য ১২ তারিখ সন্ধ্যার পূর্বেও মক্কায় ফিরে আসা জায়েয আছে।

পাথর নিক্ষেপঃ

(ক) মিনায় অবস্থানকালে ১১, ১২, ১৩ই যিলহাজ্জ প্রতিদিন দুপুরে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর হ'তে সন্ধ্যার মধ্যে তিনটি জামরায় ৩×৭=২১টি করে ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে হয়। ছোলার চাইতে একটু বড় যেকোন পাথর হ'লেই চলবে এবং তা যেখান থেকে খুশী কুড়িয়ে নেওয়া যায়। তবে ১০ তারিখে বড় জামরায় মারার জন্য প্রথম সাতটি পাথর 'মুযদালিফা থেকে বা মিনায় ফেরার সময় রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া মুস্তাহাব। 'মুযদালিফা পাহাড় থেকে বিশেষ সাইজ ও গুণ সম্পন্ন পাথর সংগ্রহ করতে হবে' বলে যে ধারণা প্রচার করা হয়ে থাকে, তা নিছক ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী মাত্র।

(খ) **পাথর মারার আদবঃ** প্রথমে 'জামরা ছুগরা' (ছোট) যা মসজিদে খায়ফের নিকটবর্তী, তারপর 'উস্তা' (মধ্যম) ও সবশেষে 'কুবরা' (বড়)-তে পাথর মারতে হবে। পূর্ণ শালীনতা ও ভদ্রতার সাথে 'জামরা'-র উঁচু পিলার বেষ্টিত হাউজের কাছাকাছি পৌঁছে তার মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবর' বলে ডান হাত উঁচু করে সাতবারে সাতটি পাথর মারবেন। খেয়াল রাখতে হবে হাউজের মধ্যে পড়ল কি-না। নইলে পুনরায় মেরে সাতটি সংখ্যা পূরণ করতে হবে।

ছোট ও মধ্যম জামরায় পাথর মেরে একটু দূরে সরে গিয়ে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে দু'হাত তুলে দীর্ঘক্ষণ দো'আ করতে হয়। অতঃপর বড়টিতে পাথর মারার পর আর দাঁড়াতে হয় না বা দো'আও করতে হয় না।

এই সময় হুড়াহুড়ি করা, ঝগড়া করা, জোরে কথা বলা, কারো গায়ে আঘাত করা, কারো উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়া, পা দাবানো ইত্যাদি কষ্টদায়ক যাবতীয় ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। উল্লেখ্য যে, শক্তিশালী পুরুষ বা মহিলার পক্ষ হ'তে অন্যকে পাথর মারার দায়িত্ব দেওয়া জায়েয নয়। অতএব যার পাথর তাকেই মারতে হবে। তাছাড়া নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পাথর মারার কোন ক্বাযা আদায় করার নিয়ম নেই। তবে যদি কেউ শারঈ ওযর বশতঃ সন্ধ্যার সময়সীমার মধ্যে পাথর মারতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় তিনি সূর্যাস্তের পর হ'তে ফজরের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পাথর মারতে পারেন।

এই সময় ছোট পাথরের পরিবর্তে স্যাণ্ডেল-জুতা ইত্যাদি ছুঁড়ে মারা বিদ'আত। শয়তান মারার নামে হুড়াহুড়ি করা, জুতা-স্যাণ্ডেল নিক্ষেপ করা আরেক ধরনের শয়তানী আমল মাত্র। হজ্জের পবিত্র অনুষ্ঠান সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এগুলি পালন করতে এসে যাবতীয় বিদ'আত

৬১. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*
৬২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৪৮-৪৯।*

www.ahlehadeethbd.org

থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। নইলে হজ্জের নেকী হ'তে মাহরূম হবার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যাবে।

(গ) বদলী হজ্জের জন্য কিংবা প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে দুর্বল, রোগী বা অপারগ মহিলা হাজীর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত হ'লে প্রথমে নিজের জন্য সাতটি পাথর মারবেন। পরে দায়িত্ব দানকারীর নিয়তে তার পক্ষে সাতটি পাথর মারবেন।

(ঘ) ১২ই যিলহাজ্জ পাথর মারার পরে হজ্জের কাজ শেষ করতে চাইলে সূর্যাস্তের আগেই মিনা ত্যাগ করে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হ'তে হবে। যদি রওয়ানা অবস্থায় ভিড়ের কারণে মিনাতেই সূর্য ডুবে যায়, তাতেও কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি রওয়ানা হবার পূর্বেই মিনাতে সূর্য অস্ত যায়, তাহ'লে থেকে যেতে হবে ও পরদিন দুপুরে সূর্য ঢলার পর আগের দিনের ন্যায় যথারীতি তিন জামরায় ২১টি পাথর মেরে রওয়ানা হ'তে হবে। ১২ তারিখে আগেভাগে চলে যাওয়ার চাইতে ১৩ তারিখে দেরী করে যাওয়াই উত্তম।

(৫) **বিদায়ী ত্বাওয়াফঃ** ঋতুবতী মহিলা ব্যতীত কোন হাজী বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়া মক্কা ত্যাগ করতে পারবেন না।[৬৩] অতএব, মিনার ইবাদত সমূহ শেষ করে মক্কায় ফিরে এসে হাজীগণ বায়তুল্লাহতে বিদায়ী ত্বাওয়াফ করবেন। এ সময় সাঈ করার প্রয়োজন নেই।

তবে যদি ইতিপূর্বে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' না করে থাকেন, তাহ'লে তামাত্তু' হাজীগণ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করে পূর্ণ হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন। তখন তাকে পুনরায় আর বিদায়ী ত্বাওয়াফ করার প্রয়োজন হবে না। পক্ষান্তরে ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় এসে ত্বাওয়াফে কুদূম-এর সময় সাঈ করে থাকলে এখন আর সাঈ করতে হবে না। কেবল 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করেই হালাল হয়ে দেশে রওয়ানা হবেন। অনুরূপভাবে ঋতুবতী বা নেফাক ওয়ালী মহিলাগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ ছাড়াই দেশে রওয়ানা হ'তে পারবেন। বিদায়ী তাওয়াফ শেষে বায়তুল্লাহ থেকে বের হবার দো'আ পাঠ করবেন, যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে *(পৃঃ ১১)*।

* **তামাত্তু'** হজ্জের জন্য সময় লাগে একটু বেশী এবং এতে কষ্টও কিছুটা বেশী। কেননা তাকে প্রথমে ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ ও সাঈ করতে হয়। পরে নতুনভাবে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' ও সাঈ করতে হয়। ফলে গড়ে দু'টি বা তিনটি ত্বাওয়াফ ও দু'টি সাঈ করতে হয়।

এর পরের সংক্ষিপ্ত হজ্জ হ'লঃ **ক্বিরান ও ইফরাদ**। এতে গড়ে দু'টি ত্বাওয়াফ ও একটি সাঈ করতে হয়। সর্বসাকুল্যে ৮ই যিলহাজ্জ থেকে ১২ বা ১৩ই যিলহাজ্জ পর্যন্ত ৫ বা ৬ দিনে এই হজ্জ সমাপ্ত হয়।

ক্বিরান ও ইফরাদ হজ্জ আদায়কারীদের করণীয়ঃ

'ক্বিরান' অর্থাৎ যারা ওমরাহ ও হজ্জ একই নিয়তে ও একই ইহরামে আদায় করেন এবং 'ইফরাদ' অর্থাৎ যারা স্রেফ হজ্জ-এর নিয়তে ইহরাম বাঁধেন, তাঁরা তামাত্তু হাজীদের ন্যায় মক্কায় গিয়ে প্রথমে বায়তুল্লাহতে 'ত্বাওয়াফে কুদূম' বা আগমনী ত্বাওয়াফ সম্পাদন করবেন ও ত্বাওয়াফ শেষে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর ইচ্ছা করলে সাঈ করবেন অথবা রেখে দিবেন। যা তিনি হজ্জ শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করার পর সম্পাদন করবেন। আর যদি ত্বাওয়াফে কুদূমের পরেই সাঈ করেন, তাহ'লে তাকে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শেষে পুনরায় সাঈ করতে হবে না। অর্থাৎ শুরুতে একবার সাঈ করলে শেষে আর সাঈ করতে হবে না। তবে তাকে ত্বাওয়াফে কুদূমের পর থেকে ১০ই যিলহাজ্জ কুরবানীর দিন হালাল হওয়া পর্যন্ত ইহরামের পোষাকে থাকতে হবে। 'ক্বিরান' হজ্জের জন্য কুরবানী ওয়াজিব হবে। কিন্তু 'ইফরাদ' হজ্জের জন্য কুরবানী প্রয়োজন নেই।

যরূরী দো'আ সমূহ (الأدعية الضرورية)

দো'আর ফযীলতঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান যখন অন্য কোন মুসলমানের জন্য দো'আ করে, যার মধ্যে কোনরূপ গোনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহপাক উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী'।[৬৪] অত্র হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আরও তিনটি শর্ত রয়েছে। যথাঃ দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া'।[৬৫]

আরাফা, মুযদালিফা ও অন্যান্য স্থানে পঠিতব্য দো'আ সমূহঃ

لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ-

(১) **উচ্চারণঃ** *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শায়য়িন ক্বাদীর।*

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। সকল রাজত্ব ও সকল প্রশংসা তাঁরই জন্য। তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছুর উপরে ক্ষমতাবান'।

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ-

৬৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৬৮।*

৬৪. *আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯।*
৬৫. *আহমাদ, ছহীহ, তানক্বীহ মিশকাত ২/৬৯।*

www.ahlehadeethbd.org

(২) **উচ্চারণঃ** *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদুলিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।*

অর্থঃ আল্লাহ পবিত্র। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহান'।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَ دُنْيَاىَ وَاَهْلِىْ وَ مَالِىْ-

(৩) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়া দুনইয়া-য়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আমার দ্বীন ও দুনিয়া, আমার পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদের নিরাপত্তার জন্য আপনার নিকটে প্রার্থনা করছি'।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَ قَهْرِ الرِّجَالِ-

(৪) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুযনি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল 'আজযি ওয়াল কাসলি ওয়া মিনাল বুখলি ওয়াল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিন গালাবাতিদ দায়নি ওয়া ক্বাহরির রিজা-লি।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি চিন্তা ও উদ্বেগ, অক্ষমতা ও অলসতা, কৃপণতা ও ভীরুতা, ঋণের গুরুভার এবং পরাজয়ের গ্লানি হ'তে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ اَنْ اُرَدَّ اِلَى اَرْذَلِ الْعُمُرِ-

(৫) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরে।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি নিকৃষ্টতম বয়সের (তথা শক্তিহীন বার্ধক্যের) দিকে ধাবিত হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيْعِ سَخَطِكَ-

(৬) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাত্বিকা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমার প্রতি তোমার নে'মতের বিদূরণ, সুস্থতার পরিবর্তন, শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ এবং তোমার যাবতীয় অসন্তুষ্টি হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

رَبِّ اَعِنِّىْ وَلَاتُعِنْ عَلَىَّ وَانْصُرْنِىْ وَلَاتَنْصُرْ عَلَىَّ وَاهْدِنِىْ وَيَسِّرِ الْهُدَى لِىْ-

(৭) **উচ্চারণঃ** *রব্বি আ'ইন্নী ওয়া লা তু'ইন 'আলাইয়া ওয়ানছুরনী ওয়া লা তানছুর 'আলাইয়া ওয়াহদিনী ওয়া ইয়াসসিরিল হুদা লী।*

অর্থঃ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সাহায্য কর, আমার প্রতিপক্ষকে সাহায্য করো না। আমাকে সফলতা দান করো, আমার প্রতিপক্ষকে দান করো না। আমাকে হেদায়াত দান কর এবং আমার জন্য হেদায়াতকে সহজ করে দাও'।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ وَ سُوْءِ الْقَضَاءِ وَ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ-

(৮) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহদিল বালা-য়ি ওয়া দারকিশ শিক্বা-য়ি ওয়া সূইল ক্বাযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-য়ি।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিপদের কষ্ট, দুর্ভোগের আক্রমণ, নিয়তির অমঙ্গল ও শত্রুর উপহাস হ'তে'।

اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ وَالْاَبْصَارِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ-

(৯) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দীনিকা; আল্লা-হুম্মা মুছার্রিফাল কুলূবি ওয়াল আবছা-রি ছার্রিফ কুলূবানা 'আলা ত্বা-'আতিকা।*

অর্থঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ। অন্তর ও দৃষ্টিসমূহের পরিবর্তনকারী হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও'।

اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْاٰخِرَةِ-

(১০) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা আহসিন 'আ-ক্বিবাতানা ফিল উমূরি কুল্লিহা ওয়া আজিরনা মিন খিযয়িদ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল আখেরাহ।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের সকল কাজের পরিণতি শুভ কর। আমাদেরকে ইহজগতে লজ্জা ও আখেরাতের আযাব হ'তে রক্ষা কর'।

اَللّٰهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا عَيْبًا اِلَّا سَتَرْتَهُ وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ هِىَ لَكَ رِضًا وَّلَنَا صَلَاحٌ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

(১১) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মা লা তাদা' লানা যাম্বান ইল্লা গাফারতাহূ ওয়ালা 'আয়বান ইল্লা সাতারতাহূ ওয়ালা হাম্মান ইল্লা ফার্রাজতাহূ ওয়ালা দায়নান ইল্লা ক্বাযায়তাহূ ওয়ালা হা-জাতাম মিন হাওয়া-ইজিদ্দুনইয়া ওয়াল আ-খেরাতি হিয়া লাকা রিযাওঁ ওয়া লানা ছালা-হুন ইল্লা ক্বাযায়তাহা, ইয়া আরহামার রা-হিমীনা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল অপরাধ মার্জনা কর, সকল দোষ-ত্রুটি গোপন কর, সকল দুশ্চিন্তা

www.ahlehadeethbd.org

অপসারিত কর, সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করে দাও। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন সব প্রয়োজন যাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক এবং যার মধ্যে আমাদের কল্যাণ নিহিত আছে, তা তুমি পূর্ণ করে দাও হে শ্রেষ্ঠ দয়াবান'।

(১২) সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই দো'আ পাঠ করবে, দিবসে পাঠ করে রাতে মারা গেলে কিংবা রাতে পাঠ করে দিবসে মারা গেলে, সে জান্নাতী হবে' *(বুখারী)*।

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَااسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَ أَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ، فَإِنَّهُ لاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّأَنْتَ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা আনতা রব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বা'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা ছানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়া, ওয়া আবূউ বিযাম্বী, ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার দাস। আমি তোমার নিকটে কৃত অঙ্গীকার ও ওয়াদার উপরে সাধ্যমত ক্বায়েম আছি। আমি আমার কৃতকর্মগুলির মন্দসমূহ থেকে তোমার পানাহ চাচ্ছি। আমার উপরে তোমার অনুগ্রহসমূহ স্বীকার করছি এবং আমি আমার গোনাহ স্বীকার করছি। অতএব, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা তুমি ব্যতীত ক্ষমা করার কেউ নেই'।[৬৬]

سُبْحَانَ اللهِ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، اَللهُ أَكْبَرُ، لاَإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

(১৩) **উচ্চারণঃ** *সুবহা-নাল্লা-হি* (৩৩ বার) *আলহামদুলিল্লা-হি* (৩৩ বার), *আল্লা-হু আকবার* (৩৩ বার) *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর* (১ বার)। *অথবা আল্লা-হু আকবার* (৩৪ বার)।

অর্থঃ পবিত্রতাময় আল্লাহ, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, আল্লাহ সবচাইতে বড়। নেই কোন প্রকৃত উপাস্য একক আল্লাহ ব্যতীত; তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব ও তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি সকল বিষয়ের উপরে ক্ষমতাশালী।[৬৭]

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ وَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ-

(১৪) **উচ্চারণঃ** *সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বিহামদিহী ওয়া সুবহানাল্লা-হিল 'আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হে ওয়া বেহামদিহী' পড়বেন।*

অর্থঃ 'পবিত্রতা ও প্রশংসাময় আল্লাহ এবং মহান আল্লাহ পবিত্রতাময়'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়। এই দো'আ আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক প্রিয়, মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী, যদিও পঠনে খুবই হাল্‌কা'।[৬৮]

(১৫) আয়াতুল কুরসীঃ

اَللهُ لاَإِلٰهَ إِلاَّ هُوَالْحَىُّ الْقَيُّوْمُ، لاَتَأْخُذُه سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَه مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَه إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِه إِلاَّبِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَيَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا، وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরযে। মান যাল্লাযী ইয়াশ্‌ফা'উ 'ইন্‌দাহূ ইল্লা বি ইযনিহী, ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়া মা খালফাহুম, ওয়া লা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইলমিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ূহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয, ওয়া লা ইয়াঊদুহূ হিফযুহুমা, ওয়া হুয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম (বাক্বারাহ ২৫৫)।*

অর্থঃ আল্লাহ তিনি, যিনি ব্যতীত কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি প্রদানের ইচ্ছা করেন। তাঁর আরশ সমস্ত আসমান ও যমীনকে পরিবেষ্টন করে আছে। আর আসমান ও যমীনের রক্ষণাবেক্ষন তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনিই সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' *(নাসাঈ)*। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে, যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে'।[৬৯]

---

৬৬. *বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫।*
৬৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬, ৯৬৭।*
৬৮. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮।*
৬৯. *বুখারী, নাসাঈ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৯৭২; মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/২১২২-২৩।*

www.ahlehadeethbd.org

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

(১৬) **উচ্চারণঃ** *আল্লা-হুম্মাকফিনী বেহালা-লেকা 'আন হারা-মেকা ওয়া আগনিনী বেফাযলেকা 'আম্মান সেওয়া-কা।*

অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা তৃপ্ত করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের হ'তে মুখাপেক্ষীহীন করুন'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এই দো'আ পাঠের দ্বারা পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন'।[৭০]

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَإِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ-

(১৭) **উচ্চারণঃ** *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহে'।*

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা করতেন।[৭১]

মসজিদে নববীর যিয়ারতঃ

হজ্জের আগে বা পরে মসজিদে নববীর যিয়ারত এবং সেখানে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনায় গমন করা যায়। শুধু রাসূলের কবর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَتُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّإِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَ مَسْجِدِيْ هٰذَا، متفق عليه

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (নেকীর উদ্দেশ্যে) অন্যত্র সফর করা যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আক্বছা ও আমার এই মসজিদ'।[৭২] মসজিদে নববীতে একবার ছালাত আদায় বায়তুল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মসজিদে হাযার বার ছালাত আদায়ের চেয়েও উত্তম।[৭৩]

মসজিদে নববীতে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রেখে নিম্নের দো'আ পড়বেনঃ

أَعُوْذُبِاللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَ سُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ-

উচ্চারণঃ *আ'উযু বিল্লা-হিল 'আযীমি ওয়া বিওয়াজহিহিল কারীমি ওয়া সুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীমি; বিসমিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাফতাহলী আবওয়া-বা রহমাতিকা।*

অর্থঃ 'আমি আশ্রয় চাচ্ছি মহান আল্লাহ্‌র, তাঁর সম্মানিত চেহারার ও তাঁর অনাদি ক্ষমতার অসীলায় বিতাড়িত শয়তান হ'তে। আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি এবং দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বর্ষিত হৌক! হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও'।[৭৪]

অতঃপর দু'রাক'আত 'তাহ্‌ইয়াতুল মসজিদ' ছালাত আদায় করবেন। এছাড়াও ইচ্ছামত নফল ছালাত আদায় করা যাবে। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী 'রওযা'র মধ্যে পড়াই উত্তম। এ স্থানটিকে হাদীছে 'রিয়াযুল জান্নাহ' বা জান্নাতের বাগিচা বলা হয়েছে।[৭৫] স্থানটি সবুজ রংয়ের খাম্বা দ্বারা বেষ্টিত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যেয়ারতঃ

'রিয়াযুল জান্নাহ' থেকে একটু সামনে এগিয়ে বামে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে প্রথমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর বরাবর গিয়ে এভাবে সালাম দিবেন-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ-

(১) **উচ্চারণঃ** *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু।*

অর্থঃ 'হে নবী আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক'!

অতঃপর একটু এগিয়ে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর কবর বরাবর গিয়ে তাঁর উপর সালাম প্রদান করবেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَابَكْرٍ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ-

(২) **উচ্চারণঃ** *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া আবা বাকরিন ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু।* **অর্থঃ** 'হে আবুবকর আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক'! অতঃপর একটু এগিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) -এর কবর বরাবর গিয়ে তাঁর উপরে সালাম প্রদান করবেন।-

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ-

(৩) **উচ্চারণঃ** *আসসালা-মু 'আলায়কা ইয়া ওমারু ওয়া রাহমাতুল্লা-হে ওয়া বারাকা-তুহু।* **অর্থঃ** 'হে ওমর আপনার প্রতি সালাম এবং আল্লাহপাকের রহমত ও বরকত বর্ষিত হউক'![৭৬]

---

৭০. *তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৪৪৯।*
৭১. *ছহীহ তিরমিযী, হা/২৮৩১; মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৩; মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৫।*
৭২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৩; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৭-এর ব্যাখ্যা।*
৭৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২।*
৭৪. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৭৪৯; হাকেম, বায়হাক্বী সনদ 'হাসান' সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৪৭৮।*
৭৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৪।*
৭৬. *আল-মিনহাজ্জ লিল মু'তামির ওয়াল হাজ্জ (রিয়াদঃ ২য় সংস্করণ ১৪১৫ হিঃ), পৃঃ ১০৯।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাক্বী গোরস্থান যিয়ারতঃ মসজিদে নববীর পূর্বদিকে 'বাক্বী'উল গারক্বাদ' যিয়ারত করা সুন্নাত। এখানে বহু ছাহাবী, তাবেঈ ও মুসলিম বিদ্বান মণ্ডলীর কবর রয়েছে। তবে বাহ্যিকভাবে কবরের কোন চিহ্ন নেই। এ সময় কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেনঃ

اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণঃ *আসসালা-মু 'আলা আহলিদ্দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেক্বূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা'।*

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি'।[৭৭]

উল্লেখ্য যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা ওয়াজিব নয় এবং হজ্জেরও কোন অংশ নয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তার সবগুলোই 'যঈফ' অথবা 'মওযূ' বা জাল।

এক নযরে হজ্জ

(১) 'মীক্বাত' থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন (২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে সেখানেই সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুকনে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া ...' পড়বেন (৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন (৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু... ওয়াহদাহু' পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) 'সাঈ' শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা বরাবর সামান্য চুল ছাঁটবেন। হজ্জ নিকটবর্তী না হ'লে মাথা মুণ্ডন করাই উত্তম। অথবা সব চুল ছোট করবেন (৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারী ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন।

(৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে 'লাব্বায়েক...' বলতে বলতে মিনার দিকে অগ্রসর হবেন।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা শুরু করবেন। সেখানে গিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউওয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে আদায় করবেন।

অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা দিবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিব ও এশার ছালাত এশার আউওয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। এ সময় মাগরিব তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ক্বছর ছালাত আদায় করতে হবে। সুন্নাত পড়তে হবে না। তবে বিতর পড়বেন। অতঃপর রাতে বিশ্রাম নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করে ফর্সা হ'লে মিনায় ফিরে আসবেন। মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিয়ে আসবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে সাতবারে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন। প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী থাকলে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন।

(১১) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর যৌন সম্ভোগ ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে। অতঃপর 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করার জন্য কা'বার উদ্দেশ্যে মক্কায় রওয়ানা হবেন।

(১২) মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে তামাত্তু হজ্জ সম্পাদনকারী ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। আর হজ্জে ক্বিরান কিংবা ইফরাদ সম্পাদনকারী শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযা'র পর পুনরায় সাঈ করবেন না।

(১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে যাবেন এবং সেখানে বিশ্রাম নিবেন ও ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

(১৪) ১১ তারিখ দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি

৭৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪।*

www.ahlehadeethbd.org

কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।[৭৮]

হজ্জ পালনকালে কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতি

মক্কায়ঃ (১) কা'বা ঘরে মাথা ও বুক লাগিয়ে থাকা ও এজন্য অন্যদেরকে অযথা কষ্ট দেওয়া (২) কা'বা ঘরকে বা হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করতে না পারলে কা'বা ঘরের দেওয়ালে জায়নামায, রুমাল ইত্যাদি ছুঁড়ে দিয়ে সেটিতে বার বার চুমু খাওয়া (৩) বিদায়ী ত্বাওয়াফ শেষ করে ফেরার সময় কা'বা ঘরের দিকে মুখ করে কবর পূজারীদের মত পিছন দিকে হেঁটে আসা (৪) 'মসজিদে তান'ঈম' থেকে এহরাম বেঁধে বার বার বিভিন্ন জনের নামে ওমরাহ করা ও সবশেষে পুরুষদের মাথার দু'এক জায়গা থেকে সামান্য চুল কাটা (৫) ত্বাওয়াফের সময় দৌড়ে ও দল বেঁধে যাওয়া এবং উচ্চৈঃস্বরে দো'আ পড়া। মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে পুরুষের সারিতে ছালাত আদায় করা (৬) তামাত্তু হাজীদের ৮ তারিখে মিনা রওয়ানার পূর্বে ছাফা-মারওয়া সাঈ করা (৭) যমযমের নিকট দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা (৮) ছাফা পাহাড়ের মাথায় অযথা ভিড় করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা (৯) রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ না করে চুমু খাওয়া (১০) নামে নামে ত্বাওয়াফ করা। যেমন- মায়ের নামে, ছেলের নামে ইত্যাদি। (১১) যমযমের পানিতে কাফনের কাপড় ধোয়া (যে কাপড় জানাযার সময় পরানো হবে) (১২) হারামাইনের নিচের তলায় খুঁটির আড়ালে দম্পতিদের পার্কের স্টাইলে আরাম করা, খাওয়া-দাওয়া করা ও ঘুমানো (১৩) মুছল্লীদের সারির ভিতরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করা (১৪) ত্বাওয়াফ শেষের দু'রাক'আত ছালাতের জন্য ত্বাওয়াফের পথে বসে পড়া।

মিনায়ঃ (১) জামরাতুল আক্বাবায় পাথর মারার সময় অযথা মানুষকে ধাক্কা দেওয়া ও শক্তি প্রয়োগ করা (২) কংকরের বদলে জুতা-স্যাণ্ডেল, ছাতা ইত্যাদি মারা (৩) কুরবানী কবুল হওয়া সম্পর্কে সন্দেহের বশবর্তী হয়ে নবী করীম (ছাঃ)-এর নামে কুরবানী করা (৪) ওযর ছাড়াই সূর্যোদয়ের বহু পূর্বে আরাফা ময়দানে গমন করা (৫) পুরুষের সম্পূর্ণ মাথা না মুড়িয়ে দু'এক জায়গা থেকে সামান্য চুল কাটা।

আরাফায়ঃ (১) 'আরাফা'র সীমানার বাইরে অবস্থান করা (২) 'জাবালে রহমত'-এর নিকটে অবস্থান নেওয়ার জন্য হুড়াহুড়ি করা ও সেখানে উঠে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা (৩) সাজানো উটে চড়ে ছবি তোলা (৪) জাবালে রহমতের বিভিন্ন অংশ থেকে পলিথিনের ব্যাগে মাটি সংগ্রহ করা ও ছালাত আদায় করা (৫) ৯ তারিখে সূর্যাস্তের বহু পূর্বে 'আরাফা' ত্যাগ করা (৬) 'মসজিদে নামেরা'তে এক আযানে দুই ইক্বামতে যোহর ও আছরের ছালাত আদায়কে সন্দেহ মনে করা।

মুযদালেফায়ঃ (১) মুযদালেফার সীমানা মনে করে মুযদালেফার সীমানার বাইরে অবস্থান ও ছালাত আদায় করা ইত্যাদি।

(২) গভীর রাতে মুযদালিফার সীমানা ত্যাগ করে মিনায় প্রবেশ করা।

মদীনায়ঃ (১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের সামনে বিদ'আতী দরূদ পাঠ এবং সালাম পেশ ও কান্নাকাটি করে মনোবাঞ্ছা পেশ করা (২) মসজিদে নববীর পার্শ্বে 'আলী মসজিদ, আবুবকর মসজিদ ইত্যাদিতে তালাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ছালাত আদায় করা (৩) মসজিদে নববীর খুঁটিকে 'হান্না খুঁটি' 'আয়েশা খুঁটি' ইত্যাদি মনে করে জড়িয়ে ধরে এসবের অসীলায় দো'আ করা।

প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ

মক্কায়ঃ

১. বায়তুল্লাহঃ পবিত্র কা'বা গৃহকে 'বায়তুল্লাহ' বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। বিশ্ব ইতিহাসের প্রথম ইবাদতগাহ পবিত্র কা'বা গৃহের চারপাশ ঘিরে তৈরী হয়েছে বিশালায়তন হারাম শরীফ। বর্তমান আয়তন তিন লক্ষ নয় হাযার বর্গমিটার। সেখানে একত্রে ১০ লাখ মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারেন। কা'বা চত্বরে ও আঙিনায় দেওয়া সাদা পুরু মার্বেল পাথর প্রচণ্ড রৌদ্রে ঠাণ্ডা থাকে, যা সঊদী সরকারের নিজস্ব কারখানায় প্রস্তুতকৃত। মদীনা হ'তে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই কারখানাটি বর্তমান বিশ্বে সেরা পাথর তৈরীর কারখানা হিসাবে বিবেচিত।

২. জাবালুন নূরঃ অর্থঃ জ্যোতির পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত হেরা গুহায় প্রথম 'অহি' নাযিল হয়। হাদীছে যাকে 'গারে হেরা' বলা হয়েছে। এ পাহাড়টি বায়তুল্লাহ থেকে পশ্চিমে ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। মক্কার ট্যাক্সিওয়ালাদের নিকটে এটি 'জাবালুন নূর' নামে পরিচিত। সকালে বা বিকালে পাহাড়ে ওঠা চলে। রাতে ওঠা নিষিদ্ধ। এখানে অহি নাযিলের সূত্রপাত হ'লেও এর পৃথক কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। এটাকে পবিত্র স্থান হিসাবে গণ্য করার কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের আমল-আচরণে পাওয়া যায় না। যদিও বিদ'আতীরা এখানে এসে অনেকে ছালাত আদায় করে ও

৭৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কান্নাকাটি করে থাকে। এখানকার নুড়ি পাথর বরকত মনে করে বাড়ীতে নিয়ে যায়।

৩. **গারে ছাওরঃ** অর্থঃ ছওর গুহা। 'জাবালুন নূর'-এর অনতিদূরে ছওর পাহাড় অবস্থিত। কাফেরদের হত্যা চক্রান্ত থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহ্‌র হুকুমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রিয় সাথী আবুবকর (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মদীনায় হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পিছু ধাওয়াকারী কাফেরদের হাত থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁরা ছাওর গিরিগুহায় আশ্রয় নেন। রক্ত পিপাসু কাফেররা গুহা মুখে মাকড়সার জাল দেখে ধোকা খেয়ে ফিরে যায় ও আল্লাহ্‌র রহমতে তাঁরা রক্ষা পান। তবে বর্তমানে যেটাকে 'গারে ছাওর' বলা হচ্ছে, সেটা সেই প্রকৃত গুহা কি-না, এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। হেরা গুহার ন্যায় ছাওর গুহারও কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। যদিও এখানে রয়েছে বিদ'আতীদের ব্যাপক আনাগোনা।

৪. **আল-জি'রা-নাহ মসজিদঃ** এটি মাসজিদুল হারাম থেকে প্রায় ২২ কিঃ মিঃ পূর্ব-উত্তরে জি'রা-নাহ উপত্যকায় অবস্থিত।

৫. **তান'ঈম মসজিদঃ** মসজিদুল হারাম থেকে সাড়ে সাত কিঃ মিঃ দূরে মক্কা-মদীনা সড়কে (আল-হিজরাহ রোড) অবস্থিত এ মসজিদটি 'মসজিদে আয়েশা' নামে পরিচিত। যা ইসলামী শিল্পনৈপুণ্যের এক অনুপম নিদর্শন। অত্র দু'টি মসজিদ হারাম এলাকার বাইরে অবস্থিত। যেখান থেকে মক্কাবাসীগণ ইহরাম বেঁধে থাকেন। বর্তমানে ভিনদেশী হাজীদের অনেকে 'আয়েশা মসজিদ' থেকে বারবার ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন ওমরাহ্‌র ইহরাম বেঁধে থাকেন, যা একেবারেই ভিত্তিহীন ও বিদ'আতী কাজ।

মদীনায়ঃ

১. **মসজিদে নববীঃ** আঙিনা সহ বর্তমান আয়তন ৩,০৫,০০০ (তিন লক্ষ পাঁচ হাযার) বর্গমিটার। যেখানে হজ্জ মওসুমে ১০ লাখ হাজী একত্রে ছালাত আদায় করেন।

২. **বাদশাহ ফাহ্‌দ কুরআন কমপ্লেক্সঃ** পবিত্র কুরআনের মুদ্রণ, অনুবাদ ও ক্যাসেট প্রকাশের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই কমপ্লেক্স 'মুজাম্মা' মালেক 'ফাহ্‌দ' নামে পরিচিত। ২,৫০,০০০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট এই কমপ্লেক্স ১৪০৫ হিজরীতে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে এর বার্ষিক উৎপাদন ১১ মিলিয়ন (এক কোটি দশ লক্ষ) কপি কুরআন শরীফ। এযাবৎ দেড় কোটি কপি মুছহাফ মুদ্রিত ও বিতরিত হয়েছে এবং বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, চীনা সহ অন্যূন ২৫টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৩. **ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ঃ** মসজিদে নববী থেকে অন্যূন ৫ কিলোমিটার দূরে ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিশালায়তন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে অন্যূন ১৪৮টি দেশের কয়েক হাযার ছাত্র পড়াশুনা করে।

৪. **মসজিদে ক্বোবাঃ** এখানে গিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। এটাই মদীনার প্রথম মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এখানে প্রতি শনিবারে সওয়ারীতে বা পদব্রজে আসতেন ও ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে ওযূ করে এখানে এসে ছালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তি একটি ওমরাহ করার সমান নেকী পাবে।[৭৯]

৫. **মসজিদে যুল ক্বিবলাতায়েনঃ** মসজিদে নববীর পূর্বদিকে অনতিদূরে অবস্থিত এই মসজিদে যোহরের ছালাত রত অবস্থায় আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর দিক থেকে বিপরীতে কা'বার দিকে মুখ ফিরিয়ে ছালাত আদায় করেন। এজন্য একে 'দুই ক্বিবলার মসজিদ' বলা হয়।

৬. **বাক্বী'উল গারক্বাদঃ** মসজিদে নববী থেকে বেরিয়ে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে পাকা প্রাচীর বেষ্টিত প্রায় এক মাইল ব্যাসার্ধের এই বিশাল কবরস্থানটি অবস্থিত। যেখানে হযরত ওছমান গণী (রাঃ), হযরত ফাতেমা (রাঃ) সহ অসংখ্য ছাহাবী, তাবেঈ, ইমাম-মুজতাহিদ, শহীদ, গাযী ও ওলামায়ে কেরামের কবর রয়েছে। যদিও কোথাও কবরের কোন চিহ্ন নেই। বর্তমানে এটি মদীনা পৌর এলাকার কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

'গারক্বাদ' নামক অত্র স্থানটি জনৈক ইহুদীর খেজুর বাগান ছিল এবং নিম্নভূমি হওয়ায় এটিকে 'বাক্বী' বলা হয়। 'বাক্বী'উল গারক্বাদ' অর্থঃ গারক্বাদের নিম্নভূমি। এখানে হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর কবর থাকায় শী'আরা এর নাম দিয়েছে 'জান্নাতুল বাক্বী'। যা বলা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। 'ফাতেমার কবুতর' মনে করে বিদ'আতীরা উক্ত কবুতরের জন্য এখানে শত শত প্যাকেট গম বিতরণ করে।

৭. **শোহাদায়ে ওহোদ গোরস্থানঃ** মসজিদে নববী থেকে মাত্র ৩ কিঃ মিঃ দূরে ওহোদ যুদ্ধের স্মৃতিধন্য প্রাচীরঘেরা এই কবরস্থানে রাসূলের চাচা হযরত হামযাহ সহ ৭০ জন শহীদ ছাহাবীকে দাফন করা হয়। যদিও কবরের কোন চিহ্ন নেই। তাঁদের উদ্দেশ্যে সালাম দেওয়া সাধারণভাবে কবর যিয়ারতের ন্যায় জায়েয রয়েছে। কিন্তু নেকী মনে করে কেবলমাত্র ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে গমন করা জায়েয নয়। বর্তমানে এখানে 'শোহাদা মার্কেট' গড়ে উঠেছে।

৮. **সাব'আ মাসাজিদঃ** ৭ জন ছাহাবীর নামে ৭টি মসজিদ মদীনায় রয়েছে। এই সব মসজিদের পৃথক কোন ধর্মীয় গুরুত্ব নেই। যদিও বিদ'আতীরা এই সব মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য খুবই ব্যগ্র থাকে।

আল্লাহ সকল মুমিনকে হজ্জে গমন করার এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তরীকা মোতাবেক হজ্জ সম্পাদন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

رب اغفرلى و لوالدىّ وللمؤمنين يوم الحساب، آمين

৭৯. *আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম; আল-মিনহাজ পৃঃ ১১০-১১১।*

www.ahlehadeethbd.org

উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম

-নূরুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলাম। আকাশছোঁয়া উদারতা ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আবহ। পরমতসহিষ্ণুতা এর অলংকার। ইসলামে জবরদস্তি ও অসহিষ্ণুতার লেশমাত্র নেই। অথচ ইসলামকে অসহিষ্ণু ধর্ম হিসাবে বিশ্বসমাজে চিত্রিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর সেম্যুয়েল পি. হান্টিংটন (Samuel P. Huntington) তার "The Clash of Civilization and the Remaking of World Order" (সভ্যতার সংঘাত ও পৃথিবীর পুনর্গঠন) গ্রন্থে আগামীতে সভ্যতা সমূহের সংঘাতের মূল কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন, 'পাশ্চাত্যের ঔদ্ধত্য, ইসলামের অসহিষ্ণুতা এবং চীনের অগ্রগামিতা' (Western arrogance, Islamic intolerance and cinic assertiveness)। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে, বিশেষ করে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে জোরে-শোরে প্রচার করা হচ্ছে যে, ইসলামের জবরদস্তিমূলক প্রবণতা আধুনিক সভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি। ১৯৯৬ সালে 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় বলা হয়, "The Red menance is gone. But here's Islam". 'লাল ভীতি (কম্যুনিষ্টদের উপদ্রব) দূর হয়েছে বটে, কিন্তু ইসলাম এখনো রয়েছে'।

অথচ তথাকথিত পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় সভ্যতার ধ্বজাধারীরা প্রতিনিয়ত অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অসহিষ্ণু আচরণ করছে। তাদেরকে তাদের ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে পালনে বাধা দিচ্ছে। সম্প্রতি নেদারল্যান্ড সরকার সেদেশে মুসলিম রমণীদের বোরকা পরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।[১] এমনকি সম্প্রতি ব্রিটেনে নেকাব পরার কারণে আয়েশা আযমী নামের একজন মুসলিম শিক্ষিকাকে চাকরীচ্যুত করা হয়েছে।[২] এহেন পরিস্থিতিতে একদসংক্রান্ত ধূম্রজাল দূর করার নিমিত্তে ইসলামের উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতা সম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে আলোকপাত করা হ'ল।

উদারতার ধর্ম ইসলামঃ

ইসলাম উদারতার ধর্ম। মুসলমানরা যুগে যুগে উদারতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। উদারতার মূর্ত প্রতীক মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কায় ইসলাম প্রচার শুরু করলে কাফেরদের নির্যাতন-নিষ্পেষণের স্টীম-রোলার নেমে আসে। বিশাল হৃদয়ের অধিকারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধৈর্য-উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মুখ বুঝে তাদের নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেন। তায়েফে ইসলাম প্রচার করতে গেলে শিশু-কিশোর-যুবকদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়। তাদের নিক্ষিপ্ত পাথরের আঘাতে রাসূল (ছাঃ)-এর শরীর রক্তাক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় আল্লাহ্‌র নির্দেশে পাহাড় নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম জানিয়ে বললেন, আপনি যদি চান তবে আমি তায়েফবাসীকে মক্কার দুই পাহাড় একত্রিত করে পিষে মারি। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَيُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا- 'না, বরং আমি আশা করি আল্লাহ এদের পৃষ্ঠদেশ হ'তে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন যারা একমাত্র তাঁর (আল্লাহ) ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না'।[৩]

বদরের যুদ্ধে কাফেরদের ৭০ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হয় এবং ৭০ জন বন্দী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, استوصوا بهم خيرا 'ওদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে'। আবূ আযীয নামক এক যুদ্ধবন্দী বলেন,

كنت فى رهط من الأنصار، حين أقبلوا بى من بدر، فكانوا إذا قدموا غدائهم وعشائهم خصونى بالخبز، وأكلوا التمر، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بنا، ما تقع فى يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحنى بها، فاستحى، فأردها، فيردها على، مايمسها-

'যখন তারা আমাকে বদর থেকে (মদীনায়) নিয়ে আসল, তখন আমি আনছারদের একটি গোত্রে অবস্থান করতাম। যখন তারা তাদের দুপুর ও রাতের খাবার গ্রহণ করত তখন আমাকে রুটি খেতে দিত। আর নিজেরা খেজুর খেত। আমাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়তের কারণে তারা আমাদের সাথে এরূপ আচরণ করত। কেউ এক টুকরা রুটি পেলেও তা আমাকে দিয়ে দিত। আমার লজ্জা লাগত তা গ্রহণ করতে, তাই আমি তা ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তারা তা আমাকে ফিরিয়ে দিত এবং নিজেরা তা স্পর্শও করত না'। উল্লেখ্য, তখন মদীনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য বেশী ছিল।

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৯ নভেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৬।

২. ঐ, ১৫ অক্টোবর ২০০৬, পৃঃ ৬।

৩. বুখারী (বৈরূতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২০-২১ 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়; ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াদঃ মাকতাবা দারুস সালাম, ১৪১৪ হিঃ/ ১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ১২৫-২৭।

বদরের যুদ্ধবন্দীদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষমা করে দেন এবং তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী মুক্তিপণ গ্রহণ করেন। যার দেয়ার মত কিছুই ছিল না তাকে বিনা পণেই মুক্তি দেন। এমনকি অনেককে আনছারদের ১০ জন শিশুকে শিক্ষা দেওয়ার বিনিময়েও মুক্তি দেন।[৪]

মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (ছাঃ) বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলে কুরাইশদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মহানবী (ছাঃ) বিজিত শত্রুদের প্রতি কোন প্রকার দুর্ব্যবহার করেননি এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণ প্রতিশোধ স্পৃহাও প্রদর্শন করেননি। বরং জানি দুশমনদের জন্য ঘোষণা করেছেন সাধারণ ক্ষমা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরাইশদেরকে বললেন, 'হে কুরাইশগণ! আমি তোমাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে করো'? তারা বলল, 'আপনি আমাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করবেন এটাই আমাদের ধারণা। আপনি উদার ভাই ও উদার ভ্রাতুষ্পুত্র। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের সেই কথাই বলছি, যে কথা ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন- لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ إِذْهَبُوْا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ- 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ-অনুযোগ নেই' *(ইউসুফ ৯২)*। যাও তোমরা সকলেই মুক্ত'।[৫]

এ সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে ঐতিহাসিক গীবন যথার্থই বলেছেন,

"In the long history of the world there is no instance of magnanimity and forgiveness which can approach those of Mohammad when all his enemies lay at his feet and he forgave them one and all." 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) পদানত সমস্ত শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়ে যে ঔদার্য ও ক্ষমাশীলতার আদর্শ স্থাপন করেছেন, জগতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার আর কোন দৃষ্টান্ত নেই'।

ইসলামের জানি দুশমন আবূ সুফয়ানকে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষমা করে দিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি আরো ঘোষণা করলেন, من دخل دار أبى سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن- 'যে আবূ সুফয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করবে সে নিরাপদ। যে অস্ত্র নিক্ষেপ করবে (আত্মসমর্পণ করবে) সেও নিরাপদ'।[৬]

মহানবী (ছাঃ) রণাঙ্গনে নারী-শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করে উদারতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বাহিনীকে যুদ্ধে পাঠাতেন তখন এ মর্মে উপদেশ দিতেন, أُغْزُوْا بِاسْمِ اللهِ. فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. أُغْزُوْا وَلاَ تَغُلُّوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثُلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا- 'তোমরা আল্লাহ্র নামে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ কর। যুদ্ধ কর, কিন্তু খেয়ানত কর না, চুক্তি ভঙ্গ কর না, অঙ্গবিকৃতি ঘটায়োনা এবং শিশুদেরকে হত্যা কর না'।[৭] কোন এক যুদ্ধে একজন মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে রাসূল (ছাঃ) রণাঙ্গনে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেন।[৮]

একবার ওমর (রাঃ) কোন এক অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কোন আহলে কিতাব'? সে বলল, ইহুদী। এরপর ওমর (রাঃ) তার ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলে সে জানাল জিযিয়া, প্রয়োজন এবং বার্ধক্যের কারণে সে এ পথ বেছে নিয়েছে। একথা শ্রবণ করে খলীফা ওমর (রাঃ) তার হাত ধরে আপন গৃহে নিয়ে এসে তাকে উপস্থিতভাবে কিছু দিয়ে বায়তুল মালের দায়িত্বশীলের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সেই সাথে নির্দেশ দিলেনঃ أنظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيته ثم نخذله عند الهرم (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) والفقراء هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب- 'এ ব্যক্তি এবং এর মতো অন্য ব্যক্তিদের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে। আল্লাহ্র কসম! আমরা তার যৌবন কালের উপার্জনে উপকৃত হয়ে বার্ধক্যে তাকে লাঞ্ছিত করলে তার প্রতি এটা আমাদের ইনছাফ করা হবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'ছাদাক্বা তো নিঃসন্দেহে অভাবগ্রস্ত এবং নিঃস্ব ব্যক্তিদের জন্য'। ফক্বীর বলতে মুসলমান দরিদ্র লোকদের বোঝায়। আর এ লোকটি হচ্ছে আহলে কিতাবের নিঃস্ব ব্যক্তি'।[৯] তিনি তার ও তার মত ব্যক্তিদের জিযিয়াও মাফ করে দেন এবং এ মর্মে তার গভর্ণরদের প্রতি ফরমান জারি করেন। অমুসলিমদের প্রতি তাঁর এই উদারতা সম্পর্কে গালিব আব্দুল কাফী আল-কুরাশী বলেন,

৪. *আবুল হাসান নাদভী, আস-সীরাহ আন-নাবাবিইয়াহ (জেদ্দাঃ দারুশ শুরূক, ৬ষ্ঠ সংস্করণ ১৪০৫ হিঃ/ ১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ১৯২-১৯৪; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৩০।*

৫. *আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪০৫।*

৬. *আবুল হাসান আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান (মিশরঃ মাতবা'আতুস সা'আদাহ, ১৯৫৯ খৃঃ), পৃঃ ৫২।*

৭. *মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৮. *বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫ হা/৩০১৫ 'জিহাদ' অধ্যায় 'রণাঙ্গনে মহিলাদেরকে হত্যা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৯. *ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৩৬; আবু উবাইদ, কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৭; ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, আহকামু আহলিয যিম্মাহ ১/৩৮ পৃঃ।*

www.ahlehadeethbd.org

وهذه هي سماحة الإسلام وليس فوقها سماحة ولا يستطيع أى نظام أو أى حاكم أن يعمل هذا العمل فى معاملة الآخرين من غير أبناء جنسه ومن على غير عقيدته– 'এটিই ইসলামের উদারতা। এর চেয়ে উদারতার দৃষ্টান্ত আর কী হ'তে পারে। কোন নিয়ম-কানূন বা শাসকই অন্য জাতি ও অন্য ধর্মাবলম্বীর প্রতি এরূপ আচরণ করতে সক্ষম নয়'।[১০]

ওমর (রাঃ) দামেশক সফরকালে এক স্থানে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কিছু খৃষ্টান দেখতে পান। তাদেরকে সরকারী ধনভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেয়ার এবং তাদের জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহের নির্দেশ দেন তিনি।[১১]

১০৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুলাই খৃষ্টান ক্রুসেডাররা যেরুজালেম দখল করে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ চালায়। ঐতিহাসিক ইবনুল আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী আল-আক্বছা মসজিদে প্রায় ৭০,০০০ হাযার মুসলমানকে তারা হত্যা করে।[১২] ঐতিহাসিক আবুল ফেদা বলেন, وقتلوا فى وسطه أزيد من ستين الف قتيل من المسلمين– 'তারা আল-আক্বছা মসজিদের অভ্যন্তরে ৬০,০০০ হাযারের অধিক মুসলমানকে হত্যা করে'।[১৩]

নারী, শিশু বা বৃদ্ধ কেউই তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। শহরের পথে-ঘাটে সর্বত্র মানুষের কর্তিত হাত-পা, মাথা স্তূপাকারে পড়েছিল।[১৪] Raymond d' Agiles নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, 'মসজিদের বারান্দায় রক্ত হাঁটু পরিমাণ হয়েছিল এবং ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত পৌঁছেছিল'। ঐতিহাসিক আমীর আলীর বর্ণনা মতে, যে সকল বন্দী হত্যাকাণ্ডে অবসাদবশতঃ প্রথমে রক্ষা পেয়েছিল এবং যাদেরকে উচ্চ মুক্তিপণের আশায় রক্ষা করা হয়েছিল তাদের সকলকে বিনা কারণে হত্যা করা হ'ল। মুসলমানদেরকে 'বুরজ' (টাওয়ার) ও গৃহের উপর হ'তে লাফ দিয়ে পড়তে বাধ্য করা হ'ল। তাদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে ফেলা হ'ল। মাটির অভ্যন্তরস্থ আশ্রয়স্থল হ'তে তাদেরকে টেনে বের করা হ'ল। তারপর তাদেরকে প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শন করে মৃতের স্তূপের উপর হত্যা করা হ'ল। রমণীর অশ্রু, বালক-বালিকাদের আর্তনাদ কিছুই বিজেতাদের ক্রোধ প্রশমিত করতে পারল না। কোন অন্তঃকরণ করুণায় দ্রবীভূত হয়নি অথবা মহানুভবতায় প্রশস্ত হয়নি।[১৫]

পক্ষান্তরে ১১৮৭ সালের ২রা অক্টোবর (৫৮৩ হিজরীর ১৫ রজব) ছালাহুদ্দীন আইউবী কর্তৃক জেরুযালেম উদ্ধার হ'লে তিনি প্রত্যেক পুরুষের জন্য দশ দীনার, স্ত্রীলোকের জন্য পাঁচ দীনার এবং বালক-বালিকার জন্য দুই দীনার মুক্তিপণ নির্ধারণ করেন। কেউ এই মুক্তিপণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হ'লে তাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'তে হবে।[১৬]

কিন্তু এই শর্ত নামমাত্রই ছিল। দরিদ্র মানুষ এই মুক্তিপণের টাকা দিতে পারেনি। ছালাহুদ্দীন তাঁর ভাই সাইফুদ্দীন এবং গির্জার বিশপের অনুরোধে সহস্রাধিক বন্দীকে মুক্তি দেন। তারপর বিনা পণে স্বেচ্ছায় নারী ও শিশুসহ বাকী বন্দীদের মুক্তি দেন।[১৭] ঐতিহাসিক আবুল ফেদা বলেন, وأطلق السلطان خلقا منهم بنات الملوك بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة فى كثير منهم، وشفع فى أناس كثير فعفا عنهم– 'সুলতান (ছালাহুদ্দীন) রাজা-বাদশাহর মেয়ে ও তাদের সাথে অন্য নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে মুক্ত করে দিলেন। তাদের অনেকের প্রতি উদারতা দেখানো হ'ল এবং অনেকের ব্যাপারে সুপারিশ করা হ'লে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন'।[১৮]

ধর্মযাজক ও সাধারণ লোকেরা বিনা প্রতিবন্ধকতায় তাদের টাকা-পয়সা ও মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে যেতে পারল। বহু খৃষ্টানকে তাদের দুর্বল ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা অথবা বন্ধু-বান্ধবকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যেতে দেখা গেল। এই দৃশ্যে ব্যথিত হয়ে সুলতান ছালাহুদ্দীন তাদেরকে প্রচুর অর্থ দান করলেন। এমনকি তাদের ভার বহনের জন্য তাদেরকে খচ্চর প্রদান করলেন।[১৯]

ছালাহুদ্দীন আইউবীর এই উদারতা ও মহানুভবতার মূল্য দিতে আজো শেখেনি আজকের সভ্যতা গর্বীরা। তাই দেখা যায়, ১৯২০ সালে যখন ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী ইরাকে প্রবেশ করে তখন ফরাসী জেনারেল গুরিয়ান প্রথমেই যান গাযী ছালাহুদ্দীন আইউবীর কবরে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে খৃষ্টান সেনানায়ক দর্পভরে ঘোষণা করলেনঃ "We have come back Saladin." 'ছালাহুদ্দীন আমরা আবার ফিরে এসেছি'।

---

১০. *গালিব আব্দুল কাফী আল-কুরাশী, আওআলিয়্যাতুল ফারূক আস-সিয়াসিয়্যাহ (বৈরূতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৩ হিঃ/ ১৯৮৩ খৃঃ), পৃঃ ২৩৪।*

১১. *সাইয়েদ কুতুব, বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, গোলাম সোবহান সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃঃ ১৭৮।*

১২. *P.K. Hitti, History of the Arabs (London: Macmillan and co LTD, 1961), P. 639.*

১৩. *আবুল ফেদা হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ১২তম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬।*

১৪. *History of the Arabs, P. 639.*

১৫. *Syed Amir Ali, A Short History of the Saracens (New Delhi: Kitab Bhavan, 1994), P. 327-28.*

১৬. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১২/৩৪৪-৪৫ পৃঃ।*

১৭. *History of the Arabs, P. 651.*

১৮. *আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১২/৩৪৫-৪৬ পৃঃ।*

১৯. *A Short History of the Saracens, P. 357.*

www.ahlehadeethbd.org

পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম ইসলামঃ

মহান আল্লাহ মানুষকে বিবেক দিয়েছেন। দিয়েছেন সত্য-মিথ্যা পার্থক্যের মানদণ্ড। এক্ষণে সে কোন মত ও পথকে গ্রহণ করবে সে স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ 'বস্তুত আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি' *(বালাদ ১০)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَّإِمَّا كَفُوْرًا– 'আমি তাকে পথ দেখিয়েছি। হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে' *(দাহর ৩)*। সুতরাং কারো উপর জোর করে ইসলামের বিধান চাপিয়ে দেয়ার কোনই অবকাশ নেই। মহান আল্লাহ বলেন, لاَ إِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ– 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত গোমরাহী থেকে পৃথক হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আর তোমার প্রভু যদি চাইতেন, তবে পৃথিবীর বুকে যারা রয়েছে তাদের সবাই অবশ্যই ঈমান নিয়ে আসত। তবে কি তুমি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের উপর জবরদস্তি করবে'? *(ইউনুস ৯৯)*। 'বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক' *(কাহফ ২৯)*।

তাইতো ইসলামকে বলা হয় পরমতসহিষ্ণুতার ধর্ম। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের লোককে একই সমাজে, একই রাষ্ট্রে কিভাবে মিলেমিশে বসবাস করতে হবে 'মদীনা সনদ' হচ্ছে তার শাশ্বত দলীল। পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়া সত্ত্বেও সকল ধর্মের অনুসারীদের সার্বিক নাগরাধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। তাছাড়া নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ও কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম বিজয়ী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তিনি কখনো কোন ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক বা অন্য কাউকেই ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেননি। অন্য ধর্মের কাউকেই ধর্ম-কর্ম পালনে বাধা প্রদান করেননি। যে ধর্মেরই হোক মানুষ হিসাবে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করেছেন। বস্তুতঃ একই দেশের নাগরিকদের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বিবেচনায় ভেদ-বৈষম্যের দেয়াল তোলার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম-অমুসলিম, ধর্মীয় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু সকলেরই নাগরিক অধিকার সমান।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের জন্যেও পূর্ণ মাত্রায় ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষিত থাকে। এ পর্যায়ে ইসলামী আইনবিদরা যে ফর্মুলা ঠিক করেছেন তা হ'ল, لهم ما لنا وعليهم ما علينا– 'আমাদের জন্যে যেসব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা, তাদের জন্যেও তাই এবং আমাদের উপর যেসব দায়িত্ব তাদর উপরও তাই'। আলী (রাঃ) বলেছেন, إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودمائهم كدمائنا– 'অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া আদায় করে এ উদ্দেশ্যে যে, তাদের ধন-সম্পদ ও রক্ত আমাদের মুসলিম নাগরিকদের ধন-সম্পদ ও রক্তের মতই সংরক্ষিত হবে'।[২০]

ইসলামী শরী'আত ভিত্তিক রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে অধিকার ও সর্ববিধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে, দুনিয়ার অপর কোন আদর্শিক রাষ্ট্রে তার কোন তুলনা নেই। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র বিরোধী মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় কি? সেখানে সুযোগ-সুবিধা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা তো দূরের কথা, সমাজতন্ত্র বিরোধী কোন আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের বেঁচে থাকারও অধিকার নেই। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক শুধু বেঁচেই থাকে না, বেঁচে থেকে সর্ববিধ অধিকারও লাভ করে। অমুসলিম নাগরিকদের জন্যে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নিরাপত্তার যিম্মাদার।

যিম্মীদেরকে অকারণে হত্যার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِيْنَ عَامًا– 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। যদিও তার সুগন্ধি চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে'।[২১] তিনি আরো বলেন, مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِىْ غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ 'যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন'।[২২]

এমনকি যিম্মীদেরকে ভুলক্রমে হত্যা করলেও দিয়াত (রক্তমূল্য) ও কাফফারা দিতে হবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا–

---

২০. *ডঃ আবদুল করীম যায়দান, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম অনূদিত (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সংস্করণ ১৯৯৭), পৃঃ ৬৫-৬৬। গৃহীতঃ আল-মুগনী ৮/৪৪৫।*

২১. *বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৮-৯৯, হা/৩১৬৬ 'জিহাদ ও সন্ধি' অনুচ্ছেদ।*

২২. *আবূ দাউদ (বৈরুতঃ দারু ইবনে হাযম, ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১, হা/২৭৬০ 'জিহাদ' অধ্যায়; সুনানে দারেমী (দামেশকঃ দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ ১৪১৭ হিঃ/ ১৯৯৬ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৮৫, হা/২৪০৯।*

২৩. *Dr. Syed Mahmudul Hasan, Islam (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 2002), P. 41.*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'যদি সে (নিহত ব্যক্তি) তোমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয়, তবে রক্ত বিনিময় সমর্পণ করবে তার স্বজনদেরকে এবং একজন মুসলমান ক্রীতদাস মুক্ত করবে। আর যে ব্যক্তি সংগতিহীন, সে আল্লাহ্র কাছ থেকে গুনাহ মাফ করানোর জন্য উপর্যুপরি দুই মাস ছিয়াম পালন করবে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৯২)*।

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম নাগরিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও উপাসনার স্বাধীনতা লাভ করে।[২৩] এ ব্যাপারে শরী'আতের নির্দিষ্ট ফর্মুলা হ'লঃ نتركهم ومايدينون 'তাদের এবং তারা যা কিছু পালন করে তা ছেড়ে দিলাম'।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নাজরানবাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল-

ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبى رسول الله على أنفسهم، وملتهم، وأرضهم، وأموالهم، وغائبهم وشاهدهم وعيرهم وبعثهم. وأمثلتهم لايغير ماكانوا عليه ولايغير حق من حقوقهم. وأمثلتهم لايفتن أسقف من أسقفيته. ولاراهب من رهبانيته، ولا واقه من وقاهيته على ما تحت أيديهم من قليل أوكثير.

'নাজরান এবং তার আশপাশের লোকদের জীবন, ধর্ম, জমি, ধন-সম্পদ, তাদের উপস্থিত অনুপস্থিত, তাদের পশু এবং তাদের দূত আল্লাহ্র নিরাপত্তায় এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দায়িত্বে থাকবে। না তাদের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করা হবে, না তাদের ন্যায্য পাওনায় হস্তক্ষেপ করা হবে। তাদের গির্জার কোন পুরোহিতকে তার পৌরহিত্য থেকে, কোন পাদ্রীকে তার পদ থেকে, কোন ব্যবস্থাপককে তার ব্যবস্থাপনা হ'তে অপসারণ করা হবে না, চাই তাদের অধীনে যা কিছু আছে তা কম হোক বা বেশী হোক'।[২৫]

মহানবী (ছাঃ)-এর পর ছাহাবায়ে কেরামও তাঁর পদাংক অনুসরণ করতঃ অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করেছেন এবং ইসলামের পরমতসহিষ্ণু নীতি অনুসরণ করেছেন। বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকারের পর দ্বিতীয় খলীফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তথাকার অধিবাসীদের যে নিরাপত্তা প্রদান করেছিলেন তা ছিল এরূপ-

بسم الله الرحمن الرحيم- هذا ما أعطى عبد الله أمير المؤمنين أهل ايلياء من الأمان- أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها- إنه لاتسكن كنائسهم ولاتهدم ولا ينتقص منها ولامن حيزها ولامن صليبهم ولامن شئ من أموالهم ولايكرهون على دينهم ولايضار أحد منهم-

'পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু। এ হচ্ছে সে নিরাপত্তা, যা আল্লাহ্র বান্দা আমীরুল মুমিনীন ইলিয়াবাসীদেরকে (বায়তুল মুক্বাদ্দাছ) দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে জান-মাল, গির্জা-ক্রুশ, সুস্থ-অসুস্থ এবং সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। তাদের গির্জায় কেউ বসবাস করতে পারে না, পারে না তার ক্ষতি সাধন করতে; তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে না, পারে না তার আকার-আকৃতি এবং আয়তনে কোন পরিবর্তন সাধন করতে। গির্জার ক্রুশ ভাঙতে পারে না, পারে না তাদের কোন অর্থ-সম্পদ হরণ করতে। বাধ্য করা চলে না তাদেরকে ধর্ম ত্যাগ করতে। তাদের কারো কোন ক্ষতি করাও যাবে না'।[২৬]

১৪ হিজরীতে দামেশক বিজয়ের পর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) দামেশকবাসীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করেন তাতেও অমুসলিমদেরকে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। চুক্তিটি নিম্নরূপঃ

بسم الله الرحمن الرحيم- هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذا دخلها أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وسورمدينتهم لايهدم ولايسكن شئ من دورهم، لهم بذلك عهد الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء والمؤمنين لايعرض لهم إلا بخير إذا أعطوا الجزية-

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। এ অঙ্গীকার পত্রখানা খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) শহরে প্রবেশ করার সময় দামেশকবাসীদেরকে প্রদান করেন। তিনি তাদেরকে তাদের জীবনের, ধন-সম্পদের এবং গির্জার নিরাপত্তা প্রদান করেন। তাদের শহরের প্রাচীর নষ্ট করা হবে না এবং তাদের কোন বাসস্থান বসবাসের জন্যে গ্রহণ করা হবে না। এ মর্মে তাদের জন্য আল্লাহ, তাঁর রাসূল (ছাঃ), খলীফাগণ এবং সাধারণ মুমিনগণ যিম্মাদার থাকবেন। তারা যথারীতি জিযিয়া প্রদান করলে তাদের সাথে ভাল ব্যবহারই করা হবে'।[২৭]

২৪. *ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা, পৃঃ ৬৮।*
২৫. *ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ৭৬।*
২৬. *বিশ্বশান্তি ও ইসলাম, পৃঃ ১৮১।*
২৭. *ফুতূহুল বুলদান, পৃঃ ১২৮।*

www.ahlehadeethbd.org

এভাবে যুগে যুগে অমুসলিমদের জীবন, সম্পদ, ইয্যতের হেফাযতের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। তাদেরকে দেয়া হয়েছে ধর্ম-কর্ম পালনের স্বাধীনতা। এমনকি তাদেরকে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাও প্রদান করা হয়েছে। ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) বছরার শাসনকর্তাকে লিখে পাঠিয়েছিলেনঃ

وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، وولت عنه المكاسب فاجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه-

'তুমি নিজে লক্ষ্য করে দেখ, অমুসলিম নাগরিকদের মধ্য থেকে যেসব লোক বয়োবৃদ্ধ ও কর্মক্ষমতাহীন হয়ে পড়েছে এবং যার উপার্জন-উপায় কিছুই নেই, তুমি তাদের প্রয়োজন মত অর্থ রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে তাদের দাও'।[২৮]

উপসংহারঃ

যুগে যুগে মুসলমানরা উদারতা ও পরমতসহিষ্ণুতার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, বিশ্ব ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। এরপরেও ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকে যে, ইসলাম তরবারির জোরে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। যেমন- গত ১২ সেপ্টেম্বর রোমান ক্যাথলিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতা পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট জার্মানির রিজেন্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ধর্ম ও যুক্তির মধ্যকার সম্পর্ক' শীর্ষক ৩২ মিনিটের এক ভাষণে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তলোয়ারের দ্বারা তাঁর ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন।[২৯] এটা ডাহা মিথ্যা কথা। প্রপঞ্চিত প্রগল্‌ভতা ও বাতুলতা মাত্র। ঐতিহাসিক ওলিয়ারী এ সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "History makes it clear however that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the fantastically absurd myths that historians have ever repeated." 'ইতিহাসে এটি সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ধর্মান্ধ মুসলমানরা বিশ্বের সর্বত্র ঝড়ের বেগে ছুটে গেছেন, ভূখণ্ড দখল করেছেন এবং দখলিকৃত ভূখণ্ডে তরবারীর জোরে ইসলাম গ্রহণে জনসমষ্টিকে বাধ্য করেছেন- ঐতিহাসিকদের বারে বারে উচ্চারিত এই কিংবদন্তী সর্বাপেক্ষা অবিশ্বাস্য ও অসত্য'।

২৮. *কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৭।*
২৯. *দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৬।*

লেখকদের প্রতি আরয

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্‌হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য লেখককে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রদান করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

তথ্য সন্ত্রাসের কবলে আহলেহাদীছ জামা'আত

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

বর্তমানে তথ্য সন্ত্রাস একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এই তথ্য সন্ত্রাসের মরণ ফাঁদ হ'তে রক্ষা পায়নি আহলেহাদীছ সমাজও। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যুগে যুগে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ ও আহলেহাদীছ আন্দোলন তথ্য সন্ত্রাসের নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছে। মিথ্যা ও কাল্পনিক তথ্য সাজিয়ে তাদের স্বচ্ছ ও নির্মল চরিত্রে কালিমা লেপন করে বিকৃত ইতিহাস জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে। আহলেহাদীদের বরণীয়, সুযোগ্য আলেম এবং নেতৃবৃন্দকে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। আর এগুলোর পিছনে মদদ যুগিয়েছে ইহুদী, খ্রীষ্টান সহ কিছু কায়েমী স্বার্থবাদী কুচক্রী মহল। স্রেফ হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার মানসেই এসবের আয়োজন। আহলেহাদীছগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। তাই তাদের সেই অভ্রান্ত পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য সদা-সর্বদা আহলেহাদীছ বিদ্বেষী মহল খড়্গহস্ত। তারা যেকোন মূল্যে আহলেহাদীছদেরকে ছিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ থেকে ভ্রষ্ট পথের দিকে ধাবিত করার জন্য বদ্ধপরিকর। তারা অনেক হীন পরিকল্পনা আঁটলেও মহান আল্লাহ আহলেহাদীছদেরকে এসব ফাঁদ হ'তে রক্ষা করেন। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

আহলেহাদীছের পরিচয়ঃ

ফারসী সম্বন্ধ পদে 'আহলেহাদীছ' এবং আরবী সম্বন্ধ পদে 'আহলুল হাদীছ'। এর আভিধানিক অর্থ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থঃ 'পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসারী। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীক্বা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন।[১]

সংক্ষেপে আহলেহাদীছদের বৈশিষ্ট্য এভাবে তুলে ধরা যায়। যথা- (১) আহলেহাদীছগণ সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই তাদের যথার্থ পথ প্রদর্শক হিসাবে গণ্য করেন (২) সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিগত কোন একজন মুজতাহিদের রচিত নির্দিষ্ট উছূলের দিকে ফিরে যান না; বরং সর্বাবস্থায় প্রথমে কুরআন, অতঃপর হাদীছ, অতঃপর ছাহাবায়ে কেরামের আছার, অতঃপর আহলে সুন্নাতের অনুসরণীয় প্রথম যুগের মুজতাহিদগণের রায় সমূহ নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তার আলোকে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন (৩) তাঁরা 'খবরে ওয়াহেদ' পর্যায়ের ছহীহ হাদীছকে ক্বিয়াসের উপর স্থান দিয়ে থাকেন (৪) তাঁরা সকল যুগের সকল আহলে সুন্নাতপন্থী বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করে থাকেন। কিন্তু কোন একজন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাব (School of thoght)-এর তাক্বলীদ করেন না (৫) তাঁরা যুগ সমস্যার সমাধানে ইজতিহাদ বা শরী'আত গবেষণার দুয়ার সকল যুগের সকল শরী'আত অভিজ্ঞ যোগ্য আলিমদের জন্য উন্মুক্ত বলে মনে করেন।[২]

এক্ষণে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোকে আমরা আহলেহাদীছের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। যেমন- 'যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্তভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়।[৩]

আহলেহাদীছগণের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

AHL-I-HADITE: The followers of the Prophetic traitions, who profess to hold the same view as the early Ashab-al-hadith or Ahl-al hadith (as opposed to ahl-al-ray). They do not hold themselves bound by `Taklid'... but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practices from the authentic traditions which together with the Quran are in their view the only worthy guide for the true muslims.

অর্থাৎ 'আহলেহাদীছ' বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী দলকে বুঝায়। যারা প্রাথমিক যুগের আহলেহাদীছ বা আছহাবে হাদীছদের ন্যায় মত পোষণ করে থাকেন (আহলুর রায়-এর বিপরীত)। যারা তাক্বলীদের বন্ধনকে স্বীকার করেন না...। বরং স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করে থাকেন। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকেই একজন প্রকৃত মুসলিমের জন্য পথ প্রদর্শক বা Worthy guide বলে মনে করেন'।[৪]

---

* আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ ২০০৫ইং), পৃঃ ৬।*

২. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশঃ ১৯৯৬ইং), পৃঃ ৬৫।*

৩. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৬৫।*

৪. *H.A.R. Gibb and others, Encyclopedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, 1960), vol. 1. P. 259.*

www.ahlehadeethbd.org

মোটকথা যাঁরা তাক্বলীদী বন্ধনের ঊর্ধ্বে ওঠে সকল মাযহাবী ত্বরীক্বাকে উপেক্ষা করে ফিৎনা মুক্ত যুগের সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ করতঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক সার্বিক জীবন পরিচালনা করেন তারাই আহলেহাদীছ নামে পরিচিত।

আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসঃ

ওহাবী অপবাদ আরোপঃ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ১১১৫ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বর্তমান সঊদী আরবের রাজধানী রিয়ায নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত 'উয়ায়না' (عيينة) অঞ্চলের বিখ্যাত তামীম গোত্রের একটি শাখা বনু সিনান বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার বর্জিত প্রথম যুগের স্বচ্ছ নির্মল ও নির্ভেজাল ইসলাম ফিরিয়ে আনা এবং একটি ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ) প্রতিষ্ঠিত 'সালাফী আন্দোলন'-এর উদ্দেশ্য।[৬] মূলতঃ বিপ্লবী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের নাম الدعوة السلفية 'সালাফী দাওয়াত বা 'আন্দোলন'। আর এর অনুসারীদেরকে السلفيون বা 'সালাফী' বলা হয়।[৭]

কিন্তু শিরক-বিদ'আত মুক্ত অবিমিশ্র নির্ভেজাল তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত এই আন্দোলন থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য 'এটি ইসলামের প্রধান চার মাযহাব বিরোধী মাযহাব' এ ধোঁয়া তুলে তুর্কী ও ইউরোপীয় দোসররা এই আন্দোলনকে 'ওহাবী' আন্দোলনরূপে চিত্রিত করে।[৮]

শুধু তাই নয় এ আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য একে চরম ইসলাম বিরোধী বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এমনকি 'ওহাবী' শব্দটিকে ইতিহাসে একটা গালি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৯] কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন ঐতিহাসিক রচনাতেই অর্ধশতাব্দী ব্যাপী এই মহান আন্দোলন-সংগ্রামকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয়নি। 'ওয়াহ্হাবী' কথাটি একটি ভুল প্রয়োগ। এমনকি অনেক মুসলমান এদের অ-মুসলমান বলে গণ্য করে।

আসলে ব্রিটিশরাই তাদের দূরভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য তাঁদের 'ওয়াহাবী' বলত যেমন তারা পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে বলত।[১০] ওহাবী নেতাদের 'ওহাবী' বলা মানে তাদের শ্রদ্ধা করা তো নয়ই, বরং নিশ্চিতভাবে গালি দেওয়া।[১১]

উল্লেখ্য, আরব দেশের নিয়মানুযায়ী পুত্রের নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত থাকে। উল্লিখিত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার নাম মুহাম্মাদ। আর তাঁর পিতার নাম আব্দুল ওয়াহহাব। ইংরেজদের কারসাজিতে ছেলের পরিবর্তে পিতার নামেই ইতিহাস তৈরী হয়েছে।[১২] তারা এ আন্দোলনের নাম দিয়েছে 'ওহাবী'। এটা আরবী ব্যাকরণের নিয়মেরও বিপরীত। কারণ নিয়মানুযায়ী এ আন্দালনের নাম দাঁড়ায় 'মুহাম্মাদী'। বলা বাহুল্য যে, পৃথিবীতে 'ওহাবী আন্দোলন' বলে কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নেই। এটা ইংরেজদের একটা অপপ্রচার মাত্র। সুতরাং এ সংক্রান্ত গোলকধাঁধা দূর হওয়া অত্যাবশ্যক।[১৩]

উপরোক্ত আলোচনায় একথা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহঃ)-এর সংস্কার আন্দোলনের নেতা কর্মীদের 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁর কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক এ আন্দোলনকে এরূপ হীন নামে বিশেষিত করা কোন বোধ-জ্ঞান সম্পন্ন মহলের পক্ষে শোভা পায় না। তাঁর সংস্কার আন্দোলন এবং পরবর্তীতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সমস্ত আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাদেরকেও আহলেহাদীছ বিদ্বেষীরা 'ওহাবী' নামে আখ্যায়িত করে জাতির সম্মুখে কলংকিত করতে চেয়েছে। তারা পানি ঘোলা করে মাছ শিকার করার মানসে আহলেহাদীছদের সাথে ওহাবী শব্দটি সম্পর্কিত করতে সদা ব্যস্ত। তাদের অনেকের লেখনীতে সে ইংগিতই বহন করে। ওহাবী শব্দের সাথে আহলেহাদীছের কোন যোগসূত্র নেই। তারপরও অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীতে কোনদিন 'ওহাবী' নামে কোন ইসলামী আন্দোলন পরিচালিত হয়নি। এত কিছুর পরও বর্তমানে আহলেহাদীছদেরকে ঐ নামে আখ্যায়িত করা অবশ্যই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

উদাহরণ স্বরূপ মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী কর্তৃক সংকলিত 'তথাকথিত আহলেহাদীছের আসল রূপ' বই থেকে আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস সংক্রান্ত দু'চারটি উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হ'ল। মুফতী ছাহেব লিখেছেন, 'দ্বাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আলিম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল

৫. আব্দুল মওদুদ, ওহাবী আন্দোলন (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৪র্থ প্রকাশঃ ১৯৯৬), পৃঃ ৭৬।
৬. নূরুল ইসলাম, 'বিপ্লবী সমাজ সংস্কারক মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব নাজদী (রহঃ)' মাসিক আত-তাহরীক, ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০৩, পৃঃ ১৯।
৭. ঐ, পৃঃ ১৮।
৮. ওহাবী আন্দোলন, পৃঃ ৭৬।
৯. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০০), পৃঃ ২৩৩।
১০. শান্তিময় রায়, ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলিম অবদান (কলিকাতাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৪), পৃঃ ৪। গৃহীতঃ Dr. Q. Ahmad, The wahabi Movement in India, P XI.
১১. গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস (বর্ধমানঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণঃ ২০০০), পৃঃ ২০৯।
১২. ঐ।
১৩. মাসিক আত-তাহরীক, ৬/৯ সংখ্যা, পৃঃ ১৮-১৯।

www.ahlehadeethbd.org

ওহহাব নজদী (মৃঃ ১২০৬ হিঃ) মূলত হাম্বলী মাযহাবেরই মুক্বাল্লিদ ছিলেন। তৎকালীন আরবে বিশেষত নজদে শিরক, বিদ'আত, কবরপূজা, মাযারপূজা, গাছপূজা, আগুনপূজা ও প্রতিমা-মানব ইত্যাদি পূজা উপসনায় মোকাবিলা ও প্রতিরোধে তার কার্যকরী, সাহসী ও বীরবিক্রম পদক্ষেপ আসলেও গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসার দাবী রাখে। তারই অবদান তদানীন্তন আরব মধ্যযুগীয় বর্বরতা, সীমাহীন ভ্রষ্টতা ও শিরক-কুফুরের অতুলনীয় অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে রেহায় পেয়েছে। তবে অনেক বিষয়ে নিষ্প্রয়োজনীয় বাড়াবাড়ির ফলে তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন সঊদী আলেম উলামাদের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। তিনিই মহানবীর (ছাঃ) রওজার উপর বিস্তৃত গুম্বুজটি ভেঙ্গে দেয়ার পরিকল্পনা করেন এবং ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে পবিত্র হজ্জ পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন ও তাদেরকে কাফির, মুশরিক ইত্যাদি জঘন্যতম আখ্যায় আখ্যায়িত করতে থাকেন। ফলে ভয়াবহ ফিৎনা-ফাসাদ ও বিশ্ব মুসলিম সমাজে পারস্পরিক কোন্দলের সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে যারা তার মতবাদের তাক্বলীদ করতে থাকে তাদেরকে মুসলমানগণ 'ওহাবী' বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন। এদিকে ভারত বর্ষের লা-মাযহাবীরাও যেহেতু নিছক ঝগড়া-বিবাদ ও মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র হিসাবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহহাব নজদীর অন্তঃসার শূন্য বিচিত্র মতবাদ গ্রহণ করে যেত, তাই তাদেরকেও মুসলমানগণ ওহহাবী বলে আখ্যায়িত করতে থাকেন। আজ তারা নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বা 'আহলেহাদীছ' বলে প্রচারের চেষ্টায় মেতে উঠে।[১৪]

মুফতী ছাহেব আরেকটু আগ বেড়ে বলেছেন, 'ভারত বর্ষে নবজন্মা গাইরে মুকাল্লিদ নামক বিদ'আত ও ভয়াবহ ফিৎনাটির প্রাথমিক পর্যায়ে কোন নাম ছিল না। তাদের ভ্রান্ত তৎপরতা লক্ষ্য করে জনগণ যখন তাদেরকে 'ওহাবী' বা 'লা-মাযহাবী' বলতে থাকে তখন তারা নিজেদেরকে 'মুহাম্মাদী' বলে ঘোষণা করে এবং পর্যায়ক্রমে সুবিধামত 'মুয়াহহিদ', 'গায়রে মুকাল্লিদ', 'আহলেহাদীছ' ইত্যাদি নাম বরাদ্দ করতে থাকে। সঊদী আরবে তেল, পেট্রোলের পয়সা জমজমাট হওয়ার সুবাদে আরবীদেরকে ধোঁকা দিয়ে পেট পালার ব্যবস্থা হিসাবে বর্তমানে তারাই 'সালাফী' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে।[১৫]

উক্ত মুফতী ছাহেব সম্পর্কে কি বা মন্তব্য করি? শুধু এতটুকুই বলি প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন ও অজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই শুধু এরূপ হীন ও জঘন্য মন্তব্য করা সম্ভব।

১৪. *মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানী, তথাকথিত আহলে হাদীসের আসলরূপ (ঢাকাঃ মাকতাবাতুল আবরার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ৩য় সংস্করণঃ ২০০৪), পৃঃ ২২-২৩।*

১৫. *ঐ, পৃঃ ২৭।*

দ্বীনে হক্ব-এর প্রকৃত অনুসারী আহলেহাদীছদেরকে যারা উক্ত উদ্ভট 'ওহাবী' নামে চিত্রিত করতে চেয়েছিল তাদেরই দোসররা কালক্রমে 'ফারাযী' বা 'ফরায়েযী' নামে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। আহলেহাদীছদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য কুচক্রী মহল অনেক কল্পিত নামে তাদেরকে সম্বোধন করে থাকে। তারা সময় ও প্রেক্ষাপট ভেদে আহলেহাদীছদেরকে 'গায়ের মুক্বাল্লিদ, কখনোবা 'লা-মাযহাবী, রাফাদানী' এমনকি কখনো কখনো 'কাদিয়ানী' বলতেও কসুর করে না। কেউ আবার ইসলামের পঞ্চম মাযহাব বলে আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা করে। অনেকে বে-দ্বীন অর্থেই তাদেরকে লা-মাযহাবী বলে থাকে।[১৬]

যে আহলেহাদীছগণ স্বীয় জীবন বাজি রেখে ইংরেজদের কবল থেকে ভারত উপমহাদেশকে মুক্ত করতে স্বাধীনতা সংগ্রাম করলেন তাদেরকে ও তাদের আন্দোলনকেও একইভাবে গোয়েবলসীয় কায়দায় বিভিন্ন নামে কলুষিত করা হয়। সৈয়দ আহমাদ শহীদের নিহত হওয়ার পর যেসব আন্দোলন, বিদ্রোহ বা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল, সেগুলোকে বিকৃত করে তাদের নাম পাল্টে কোনটাকে বলা হয়েছে সিপাহী বিদ্রোহ, কোনটাকে বলা হয়েছে ওহাবী আন্দোলন, ফারাজী আন্দোলন, আবার কোনটাকে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।[১৭]

হিজরী প্রথম শতাব্দী হ'তেই মুসলিম উম্মাহ 'আহলুস সুন্নাহ' ও 'আহলুল বিদ'আহ' দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। শেষোক্ত দলের কথিত পণ্ডিতরাই সেই হ'তেই 'আহলুল হাদীছ' বিদ্বানগণের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে এসেছে এবং তাঁদেরকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছে। অথচ ঐসব বাজে নামের কোনটিই তাদের প্রাপ্য নয়।[১৮] ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন যে, 'বিদ'আতীদের দেওয়া বাজে নামসমূহ স্রেফ দলীয় যিদ ব্যতীত কিছুই নয়। অথচ আহলে সুন্নাতের অন্য কোন নামই হ'তে পারে না 'আহলেহাদীছ' ব্যতীত।[১৯]

'বড় পীর' বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল ক্বাদির জীলানী আল-বাগদাদী (৪৭০-৫৬১ হিঃ) 'নাজী' (মুক্তিপ্রাপ্ত) দল হিসাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বর্ণনা দেওয়ার পর তাদের বিরুদ্ধে বিদ'আতীদের ক্রোধ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

১৬. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৬৪।*

১৭. *চেপে রাখা ইতিহাস, পৃঃ ২০৯।*

১৮. *আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৬৩।*

১৯. *ইমাম আবু উছমান আব্দুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ (কুয়েতঃ দারুস সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৪/১৯৮৪), পৃঃ ১০৫-১০৬।*

www.ahlehadeethbd.org

اعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها، فعلامة أهل البدعة الوقيعة فى أهل الأثر... وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولااسم لهم إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث...

'জেনে রাখ যে, বিদ'আতীদের কিছু নিদর্শন রয়েছে, যা দেখে তাদের চেনা যায়। বিদ'আতীদের লক্ষণ হ'ল- আহলেহাদীছদের গালি দেওয়া ও বিভিন্ন বাজে নামে তাদেরকে সম্বোধন করা। এগুলো সুন্নাতপন্থীদের বিরুদ্ধে তাদের দলীয় গোঁড়ামী ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ ভিন্ন কিছুই নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্যকোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল, 'আহলুল হাদীছ'।

বিদ'আতীদের এসব গালি প্রকৃতপক্ষে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফিরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েব জান্তা প্রভৃতি গালি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[২০] ইংল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির স্বনামধন্য পণ্ডিতগণ বলেন,

The Ahle hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity to faith and practices. Emphasis is accordingly laid in particular on the reaspsertion of `Tawhid' and the denial of occult powers and knowledge of the hidden things (Ilm-al-ghayb) to any of this creature. This involves a rejection of the miraculous powers of saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs either to innovation (bida) or to hindu or non-Islamic systems.

In all these, their reformist programme bears a striking resemblance to that of the `Wahhabis' of Arabia and as a matter of fact their adversaries often nickname them wahhabies.

'আহলেহদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের নীতি সমূহের দিকে ফিরে যেতে চান এবং আক্বীদা ও আমলের মৌলিক সরলতা ও স্বচ্ছতাকে পুনরুদ্ধার করতে প্রচেষ্টা চালান। তারা স্রষ্টার কোন সৃষ্টিকে অলৌকিক শক্তি অথবা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে স্বীকার করেন না। সে কারণে কোন আউলিয়া বা সাধু ব্যক্তির প্রতি তারা কোনরূপ অতিভক্তি প্রদর্শন করেন না। তারা মুসলিম সমাজে সৃষ্ট কোন বিদ'আত (ধর্মের নামে সৃষ্ট কোন নতুন বস্তু) কিংবা হিন্দুয়ানী প্রথা বা অন্য যেকোন অনৈসলামী রীতিনীতি সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। তাদের এই সংস্কারমূলক কার্যক্রম সমূহ আরবের ওয়াহহাবীদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সত্য বলতে কি তাদের বিরোধীরা এ কারণেই তাদেরকে কখনো কখনো 'ওয়াহহাবী' বলে দুর্নাম করে থাকে।[২১]

সব মিলিয়ে বুঝা যাচ্ছে যে, আহলেহাদীছ বিদ্বেষীরা আহলেহাদীছদের আক্বীদা ও আমলের স্বচ্ছতা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন কল্পিত অযৌক্তিক নামে বিশেষিত করে থাকে। তাদেরকে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

অথচ আহলেহাদীছ নামটি আজকের নয় বরং ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই এ নামটি চলে আসছে। ছাহাবায়ে কেরাম হ'লেন জামা'আতে আহলেহাদীছের প্রথম সারির সম্মানিত দল, যাঁরা এই নামে অভিহিত হ'তেন। যেমন-

عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوسع لكم فى المجلس وأن نفهمكم الحديث فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا-

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) (মৃঃ ৭৪ হিঃ) কোন মুসলিম যুবককে দেখলে খুশী হয়ে বলতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত অনুযায়ী আমি তোমাকে 'মারহাবা' জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে তোমাদের জন্য মজলিস প্রশস্ত করার ও তোমাদেরকে হাদীছ বুঝাবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। কেননা তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও পরবর্তী 'আহলেহাদীছ'।[২২]

[চলবে]

২০. *আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসরঃ ১৩৪৬ হিঃ), ১/৯০ পৃঃ; আহালেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ১৫-১৬; আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ৬৪।*

২১. *Encyclopedia of Islam, vol. 1. P. 259.*

২২. *আবু বকর আল-খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ (লাহোরঃ রিপন প্রেস, তাবি), পৃঃ ১২; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় প্রসঙ্গে

*যহূর বিন ওছমান**

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا-

'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*।

উপরের আয়াতটি সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, ঈমানদারদের জন্য আল্লাহ তা'আলা ছালাতকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরয করেছেন। এখানে ছালাতের সময়কে আগে-পিছে করার কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যারা এ ব্যাপারে উদাসীন তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ- اَلَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ-

'অতএব দুর্ভোগ সে সকল মুছল্লীদের জন্য, যারা তাদের ছালাতে অমনোযোগী। আর যারা তা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে আদায় করে' *(মা'ঊন ৪-৬)*।

উক্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, '(তারা ঐ সমস্ত লোক) যারা ছালাতের সময় নির্দিষ্ট হওয়ার পরও যথাসময়ে আদায় করে না, অর্থাৎ বড় জামা'আত কিংবা অধিক ফযীলতের আশায় দেরিতে আদায় করে'। বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ওটা মুনাফিক্বদের ছালাত'। একথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। আর যারা ছালাতের আরকান-আহকাম, রুকূ'-সিজদা ইত্যাদি যথাযথভাবে পালন করে না তাদের জন্যও দুর্ভোগ।[১]

সুধী পাঠক! দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, দেশের শতকরা নব্বই ভাগ মসজিদেই বর্তমানে শরী'আত নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করা হয় না। বরং ছালাতের সময়কে এবং ছালাতের নিয়ম-কানুনকে নিজেদের ইচ্ছামত করে নেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মবাণীকে মোটেও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাতকে নিজেদের অধীনস্থ সম্পদ মনে করে ইচ্ছামত আদায় করা হচ্ছে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের ধারণা যে, শুধু ছালাত আদায় করলেই মুমিন হওয়া যায়, আর মুখে 'আল-কুরআনে'র শ্লোগান উচ্চারণ করলেই ইসলামী দল বনে যায়। কিন্তু মুখে দাবী করা আর কাজে-কর্মে কুরআন-হাদীছের বাস্তবায়ন কখনো এক নয়। অনুরূপভাবে সারাটি জীবন মানুষের মনগড়া ফিক্বাহর আইনে জীবন পরিচালনা করা এবং সে অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী করাও ঈমানের পরিচয় নয়। ইবাদতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে ছালাত। আর এই ছালাতই যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবেক না হয় তাহ'লে অন্যান্য ইবাদত কি করে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে, তা অবশ্যই ভাববার বিষয়।

আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা 'গালাসে' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করতেন। জীবনে একবার মাত্র তিনি 'ইসফার' বা ফর্সা হয়ে গেলে ফজরের ছালাত আদায় করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফজরের ছালাত নিয়মিত অন্ধকারে আদায় করা তাঁর অভ্যাস ছিল।[২]

প্রশ্ন হ'ল যারা গোঁড়ামীর বশবর্তী হয়ে সারা জীবন চারিদিক ফর্সা হয়ে গেলে বেলা উঠার কিছু পূর্বে ফজরের ছালাত আদায় করেন তারা কি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা বলতে পারেন। অথচ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللهِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) -কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আল্লাহ্র নিকটে কোন কাজটি সর্বাধিক পসন্দনীয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে (আউওয়াল ওয়াক্তে) ছালাত আদায় করা'।[৩]

উক্ত হাদীছ অনুযায়ী আমরা কি আমাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম আমলটি সঠিকভাবে পালন করতে পারি না? দেশ, জাতি ও সমাজের অল্পসংখ্যক তাওহীদবাদী মুসলিম যারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম এই আমলটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আদায় করেন, তাদেরকেই বরং ঠাট্টা-বিদ্রূপের সুরে বলা হয়, ওরা লা-মাযহাবী, ওহাবী, খারেজী (নাঊযুবিল্লাহ)।

মোটকথা তারা ছালাতকে, ছালাতের সময়কে নিজেদের ইচ্ছাধীন করে নিয়েছে। যারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করে যথাসময়ে ছালাত আদায় করেন, তাদেরকে যারা গালি দেয়, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. *তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ ডঃ মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান ১৮ খণ্ড, পৃঃ ২৮৮-২৮৯।*

২. *আবুদাঊদ, নায়নুল আওত্বার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৫; 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৮।*

৩. *বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬০: আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৭ 'ছালাত জলদি পড়া' অধ্যায়।*

www.ahlehadeethbd.org

পোষণ করাকে শুভ মনে করে তারা কি করে প্রকৃত মুমিন হ'তে পারে?

দেশের কথিত একটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীর নিকটে ছহীহ হাদীছের আলোকে ছালাতের দাওয়াত পেশ করতে গেলেই তারা বলে, ঐসব খুঁটি-নাটি বিষয় দেখার সময় আমাদের নেই। দেশের অনেক মানুষ তো ছালাতই পড়ে না। এত ভুল ধরলে কি চলে? শুধু কে ছালাত পড়ে আর কে পড়ে না সেটাই দেখার বিষয়। আবার কেউ বলে, ছালাতের সময়ের মধ্যে পড়লেই হ'ল। আমরা তো ছালাতের সময়ের বাইরে ছালাত পড়ি না। বরং দেরিতে ছালাত পড়লে জামা'আত বড় হয়। তাতে ছওয়াবও বেশী হয়। বিজ্ঞ পাঠক! উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন লোকদের নিকটে ছালাতের সময় বা সর্বোত্তম আমল ও ছহীহ হাদীছের কোন মূল্যায়ন নেই। অথচ মহান আল্লাহ শর্ত করে দিয়েছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন' *(নূর ৫৫)*।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ ঐ সকল খাঁটি ঈমানদারের নিকটই যমীনের দায়িত্বভার অর্পন করবেন, যারা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম আমল যথাসময়ে সঠিকভাবে করতে সচেষ্ট হবেন। কিন্তু যারা সর্বোত্তম আমল ছালাতের সময় ও নিয়ম-পদ্ধতিকে খুঁটি-নাটি বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল করেন কিংবা বলেন যে, আগে দেশে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা হউক, তারপর ঐসব আপনা আপনিই ঠিক হয়ে যাবে, তাদের যুক্তি কি আল্লাহ্‌র দেওয়া শর্তের বিপরীত হচ্ছে না?

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আল্লাহকে এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগীকে তারা নিজেদের অধীনস্থ করতে চান। এই যদি হয়, তাহ'লে আল্লাহ্‌র যুক্তি-কৌশল যে সকল কিছুর উর্ধ্বে তা কি চিন্তার বিষয় নয়? রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি দল দ্বীনের উপরে কায়েম থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না, এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে'।[৪] উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, বড় দল দাবী করলেই কেউ প্রকৃত ইসলামী দল হ'তে পারে না। বরং একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছপন্থীরাই উক্ত হাদীছের আওতায় পড়বে, অন্য কেউ নয়। অনুরূপভাবে ছালাতও মানুষের অধীনস্থ হ'তে পারে না। নিম্নের হাদীছ তার বাস্তব প্রমাণ-

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ-

অর্থঃ আবু যার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'যখন তোমার উপর এমন সব নেতা বা আমীর হবে, যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে ছালাত আদায় করবে অথবা ছালাতের সময় ফউত করে ছালাত আদায় করবে, তখন তুমি কী করবে? আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, তখন আমাকে কি করতে হবে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যথাসময়ে ছালাত আদায় করে নিবে। তারপর তাদের সঙ্গেও যদি সময় পাও তবে আবার আদায় করবে, আর এটি তোমার জন্য নফল হবে'।[৫]

আমাদের বিশ্বাস উক্ত স্পষ্ট হাদীছ জানার পর কোন ইমাম, মুজতাহিদ, পীর, আলেম ও মুরুব্বীর পক্ষে সমাজ-জামা'আত কিংবা বেশী বেশী ফযীলতের দোহাই দিয়ে ছালাতের সময়কে পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তারপরও আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসল্লিমের আক্বীদা হ'ল বড় জামা'আতে ছালাত দেরিতে পড়লেও ফযীলত বেশী হয়। উক্ত আক্বীদার লোকেরা কি ফরয ছালাতকে তাদের অধীন করে ফেলেনি? আর একারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু যার (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'হে আবু যার! তুমি যথাসময়ে ছালাত আদায় করে নিবে'।

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, তা হচ্ছে- নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করার ছহীহ হাদীছ খানা ইমাম মুসলিম (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে একবার নয়, দুইবার নয় আটবার বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন সনদে। এক্ষণে দেরিতে ছালাত আদায়কারীগণ বড় জামা'আতের ঢের ফযীলতের যতই হাদীছ বর্ণনা করুক, আর জামা'আত ত্যাগ করলে তাদের বাড়িঘর পুড়ে দেওয়ার হাদীছ পাঠ করুক, মূলতঃ দেরিতে ছালাত আদায়কারীদের জামা'আত ত্যাগ করে আউওয়াল ওয়াক্তে একা ছালাত আদায় করা উত্তম কাজ হবে। তবে যেখানে সঠিক সময়ে ছালাতের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয় সে জামা'আত ত্যাগ করে কখনোই একা ছালাত আদায় করা যাবে না।

পরিশেষে বলব, যারা সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করেন, একমাত্র তারাই ছালাতের অধীনস্থ। আর যারা ছালাতকে নিজেদের মনমত অধীন করে নিয়েছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

৪. *ছহীহ মুসলিম, হা/১৯২০, 'ইমারত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৫৩; বুখারী ফাৎহুলবারী সহ হা/৭১ 'ইলম' অধ্যায়।*

৫. *মুসলিম ২য় খণ্ড, ৪৩২ পৃঃ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন।*

www.ahlehadeethbd.org

চিকিৎসা জগত

দাঁত কেন পড়ে যায়

দাঁত মানব দেহের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। তরল পানীয় ছাড়া যে কোন খাদ্যবস্তু খেতে হ'লে দাঁত দ্বারা চিবানো ছাড়া উপায় নেই। এজন্য যার দাঁত নেই তিনিই বুঝেন দাঁতের গুরুত্ব কত। দেহের অন্যান্য অঙ্গের মত দাঁতও মানুষের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার একটি অপূর্ব নি'আমত। আল্লাহ্র দেওয়া দাঁত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পড়ে যাওয়ার কথা নয়। প্রাচীন যুগে এমনকি বর্তমানেও অনেক বৃদ্ধ মানুষ অক্ষত দাঁত নিয়েই মৃত্যুবরণ করেছেন। এমন বহু নযীর রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এবং দাঁতের অযত্ন ও কু-চিকিৎসায় মৃত্যুর বহু পূর্বেই মানুষের দাঁতগুলি ফেলে দিতে হয় অথবা অকালেই পড়ে যায়। এর ফলে ঠিকমত খাদ্য চিবিয়ে খেতে না পারার কারণে মানুষ হয়ে যায় রোগগ্রস্ত ও সৌন্দর্যহীন।

দাঁতের রোগ সমূহঃ সাধারণতঃ দু'টি রোগের কারণে দাঁত নষ্ট হয়, পড়ে যায় অথবা তুলে ফেলে দিতে হয়। যথা-

(১) **দন্তক্ষয় রোগ বা ডেন্টাল কেরিজঃ** এতে দাঁতের উপরিভাগে গর্তের সৃষ্টি হয় এবং চিকিৎসাবিহীন থাকলে তা আস্তে আস্তে দাঁতের অস্থিমজ্জা স্পর্শ করে। ফলে দাঁতে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয়। প্রথম পর্যায়ে এই ক্ষয় রোধের জন্য যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণ করা বা দাঁত ফিলিং করিয়ে নিলে কোন সমস্যা থাকে না। কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসাবিহীন থাকলে আস্তে আস্তে ইনফেকশনটা দাঁতের গোড়ায় গিয়ে মাড়ি ফুলে যায়। দাঁতে ভীষণ ব্যথা হয়, গায়ে জ্বর হয়, পানি খেলে দাঁতে যন্ত্রণা হয়। ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্য রোগী মুখ খুলতে পারে না। এ অবস্থাকে বলা হয় এ্যালভিউলার এ্যাবসেস। এ সময় চিকিৎসায় আরোগ্য না হ'লে দাঁত তুলে ফেলে দিতে হয়। এ ধরনের ঘটনা সাধারণতঃ যারা মফস্বলে বসবাস করেন এবং অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা দন্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করানোর সুযোগ পান না তাদের বেলায় ঘটে থাকে।

(২) **দাঁতের মাড়ির রোগ বা পেরিওডন্টাইটিসঃ** নিয়মিত দাঁত ব্রাশ না করলে দাঁতের উপরিভাগে একটি পিচ্ছিল আবরণ পড়ে যায়। তাকে বলা হয় ডেন্টাল প্ল্যাক। এই প্লাক আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে দাঁতের মাড়িতে জমে যায় এবং এক পর্যায়ে পাথরে পরিণত হয়। কথা বলা এবং খাওয়ার সময় মাড়ির সঙ্গে ঘর্ষণে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে। এ অবস্থায় দন্ত চিকিৎসক দ্বারা স্কেলিং করিয়ে ঔষধ সেবন করলে রোগ ভাল হয়ে যায়।

কিন্তু এ সময় যদি চিকিৎসা না করা হয় তাহ'লে আস্তে আস্তে ক্ষত বাড়তে থাকে এবং পরে ডেন্টাল মেমব্রেনটিতেও ক্ষত বিস্তৃত হয়। এর ফলে মাড়ির কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে দাঁত নড়তে থাকে। এ অবস্থাকে বলা হয় পেরিওডন্টাইটিস। পেরিওডন্টাইটিস হয়ে দাঁত নড়ে গেলে সে দাঁত সহজে রক্ষা করা যায় না। ফলে অকালেই দাঁত পড়ে যায়।

দাঁতের পরিচর্যাঃ

দাঁতের প্রতি যত্নবান হওয়া বা পরিচর্যা করা খুবই সহজ। এটা খুব একটা ব্যয়বহুলও নয়। প্রয়োজন শুধু একটু সচেতনতার। প্রতিবার খাবার গ্রহণের পর পানি দ্বারা ভাল করে কুলি করতে হবে। এতে পরিস্কার না হ'লে খিলাল করে দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকা খাদ্যবস্তু ফেলে দিতে হবে। প্রত্যহ ঘুমাবার পূর্বে ও ঘুম থেকে ওঠার পর দাঁত ব্রাশ করা বা মেসওয়াক করা উত্তম। প্রতিবার ওযু করার পূর্বে মেসওয়াক করা আরো উত্তম। এতে দাঁতের যেমন পরিচর্যা হয় তেমনি একটি সুন্নাতও পালিত হয়। যার বিনিময়ে রয়েছে অনেক ছওয়াব।

তাই আসুন আমরা দাঁতের প্রতি যত্নবান হই। নিয়মিত দাঁতের পরিচর্যা করি এবং কোন সমস্যা দেখা দিলে চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দাঁত যেন অক্ষত রাখতে পারি সে বিষয়ে সচেতন হই।

** ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক*
ডি,এইচ,এম,এস
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৮৬৯০৫৭১।

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

১ম বর্ষ থেকে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত মাসিক **'আত-তহরীক'**-এর বাইন্ডিং কপি পাওয়া যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

প্রতি কপির মূল্য ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। ডাকযোগে সংগ্রহ করতে হ'লে ডাক খরচ সহ ১৬৫/= (একশত পঁয়ষট্টি) টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক 'আত-তাহরীক'
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৫৮-৩৪০৩৯০।

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষেত-খামার

মুগ ও কলাই চাষ

ধান ও গমের পরে যে শস্যটির কথা আমাদের মাথায় আসে সেটি হ'ল ডাল। ডাল প্রোটিন সমৃদ্ধ শস্য। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের প্রোটিনের উৎস হিসাবে ডালই একমাত্র ভরসা। সমস্ত প্রকারের ডালের মধ্যে মুগ ও কলাইয়ের ডাল আমাদের এতদাঞ্চলে বেশী প্রিয় এবং খেতে সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। মুগ ডালে শতকরা ২৫ ভাগ ও কলাইয়ের ডালে ২৪ ভাগ প্রোটিন থাকে। শুটি জাতীয় ফসল বলে এদের চাষ করলে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী ফসলের উপকার করে। একক ফসল বা মিশ্র ফসল হিসাবে আবাদ করে এক ফসলী জমিকে যেমন বহু ফসলীতে পরিণত করা যায় তেমনি প্রোটিনের ঘাটতি মেটানোও সম্ভব। সেজন্য আমাদের মুগ ও কলাই ডালের চাষ বেশী বেশী করা প্রয়োজন। মুগ ও কলাই বছরে দু'বার চাষ করা যায় এবং শুধু জাতের বিভিন্নতা ছাড়া বাকী চাষ পদ্ধতি সব একই প্রকারের।

মাটি নির্বাচন এবং জমি তৈরীঃ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত উর্বর দো'আঁশ বা বেলে দো'আঁশ মাটি মুগ ও কলাই চাষের জন্য উপযুক্ত। অবশ্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত পলিমাটি এবং এঁটেল মাটিতেও এসবের চাষ করা যায়। তবে এঁটেল মাটিতে মুগ ভাল হয় না বলে এরূপ মাটিতে সাধারণতঃ কলাই বোনা হয়।

মুগ ও কলাইয়ের জমিতে বেশী চাষের প্রয়োজন হয় না। সাধারণতঃ ২-৩টি চাষ ও মই দিলেই জমি বীজ বোনার উপযুক্ত হয়। মাটি ঝুরঝুরে করার দরকার হয় না।

চুন প্রয়োগঃ ডাল জাতীয় শস্য চাষের জন্য মাটির অম্লতা সাধারণত কম হওয়াই ভাল। আমাদের দেশে কোন কোন স্থানে মাটিতে অম্লতা পরিমাণে কিছু বেশী। মাটি পরীক্ষা করে পরীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী জমিতে চুন প্রয়োগ করে অম্লতা ৬.০ তে উন্নীত করে নিলে ফলন বেশী পাওয়া যায়। সেজন্য বীজ বোনার ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমিতে সমভাবে চুন প্রয়োগ করতে হয়। মাটি পরীক্ষা করতে না পারলে প্রতি বিঘায় ৬৫ কিলোগ্রাম ডলোমাট চুন প্রয়োগ করেও সুফল পাওয়া যাবে।

জাত নির্বাচনঃ দেশের কৃষি বিভাগ মুগ ও কলাইয়ের অনেক জাত অনুমোদন করেছে। মুগ ডালের মধ্যে ভাল জাত হ'ল- টি-৪৪, কোপার গাও, এএইউ-৩৪, এএইউ-৩৯ প্রতাপ, কে-৮৫১ এবং এমএল ৫৬। এর মধ্যে এএইউ-৩৪, এএইউ-৩৯ এবং প্রতাপের কৃষিকাল ৬৫-৭৫ দিন। বাকী জাতগুলির কৃষিকাল ৭০-৮০ দিন। প্রতি বিঘায় উৎপাদন হয় ১৩০ থেকে ২১০ কেজি পর্যন্ত।

কলাইয়ের অনুমোদিত জাতগুলি হ'ল টি-৯, পন্ট-ইউ-১৯, ইউজি-১৫৭ এবং জেইউ-৭৮। এদের কৃষিকাল ৭৫-৮৫ দিন। ফলন বিঘা প্রতি ১৩০ থেকে ১৭০ কেজি।

বপনের সময়ঃ মুগ ও কলাইয়ের চাষ বছরে দু'বার করা যায়- হেমন্তকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন। হেমন্তকালীন চাষের জন্য বীজ বোনার সময় আশ্বিন-কার্তিক মাস এবং গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য বীজ বোনার সময় ফাল্গুন-চৈত্র মাস।

সারের পরিমাণঃ মুগ ও কলাই চাষে রাসায়নিক সার ছাড়াও জীবাণু সার প্রয়োগ করা যায়। ডাল শস্যের শেকড়ে গুটি বেঁধে এক বিশেষ ধরনের রাইজোবিয়াম জীবাণু বাস করে। এ জীবাণু বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে ডালের গাছকে সরবরাহ করে। রাইজোবিয়াম জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাদের কার্যকুশলতা বাড়ানোর জন্য মুগ ও কলাই বীজ বোনার আগে রাইজোবিয়াম জীবাণুসার প্রয়োগের সুপারিশ রয়েছে। সেজন্য প্রতি এক বিঘার বীজের সঙ্গে ১৫০ গ্রাম জীবাণুসার মেশাতে হবে। পরিষ্কার পানিতে বীজ সামান্য ভিজিয়ে সে বীজে জীবাণুসার হাত দিয়ে ভালভাবে মেখে মিশিয়ে দিতে হয়। যাতে প্রত্যেকটি বীজের ওপর জীবাণুসারের প্রলেপ লেগে যায়। তারপর এ বীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে বপন করতে হয়।

জীবাণুসার প্রয়োগ করলেও পচনসার এবং রাসায়নিক সার দিতে হয়। জমি তৈরীর সময় যথেষ্ট পরিমাণে পচনসার প্রয়োগ করা ভাল। বীজে জীবাণুসার প্রয়োগ করলে বিঘা প্রতি ৩ কেজি ইউরিয়া এবং ৩০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিতে হয়। জীবাণুসার প্রয়োগ না করলে ইউরিয়া ৪ কেজি এবং ৩০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট দিতে হবে। সারগুলি শেষ চাষের আগে মাটিতে প্রয়োগ করা ভাল। ইউরিয়া এবং সুপার ফসফেট সার পাওয়া না গেলে শুধু ডিএপি সার বিঘা প্রতি ১০ কেজি হিসাবে দেয়া যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জীবাণুসার প্রয়োগ করা হয় না। মুগ ও কলাই চাষে পটাশ সার দিতে হয় না।

বীজ বপন পদ্ধতিঃ মুগ ও কলাই ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা যায়। সারিতে বুনলে দুই সারির মধ্যে ৩০ সেন্টিমিটার এবং প্রত্যেক সারিতে গাছের মধ্যে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্ব রাখা দরকার। সারিতে বুনলে গাছের পরিচর্যা করা সহজ হয় এবং ফলনও বাড়ে।

পরিচর্যাঃ মুগ ও কলাইয়ের চাষে একবার আগাছা দূর করার পর সাধারণতঃ অন্য কোনও পরিচর্যার প্রয়োজন হয় না। চারা জন্মের ২০-২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে। অবশ্য রোগ ও পোকার আক্রমণের ওপর সবসময় লক্ষ্য রাখা দরকার।

রোগ ও পোকা নিয়ন্ত্রণঃ রোগের মধ্যে কোন কোন সময় গাছে ছোট ছোট বাদামী দাগ দেখা যায়। তখন ফাইটলান ওষুধ ৩ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে। ধসা রোগ হ'লে বেভিস্টিন প্রতি ২ লিটার পানিতে এক গ্রাম হারে (১ চামুচ ওষুধ ১০ লিটার পানিতে) ১২-১৫ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। পাউদার রোগের জন্য সালফেক্স ওষুধ প্রতি লিটার পানির সঙ্গে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পোকার মধ্যে মুগ ও কলাই ডালের ঝাইয়া পোকা, শ্যামা পোকা, ফ্রি বিটল ইত্যাদি রয়েছে। এদের উপদ্রব হ'লে মেলাথিয়ন ৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার হিসাবে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল কাটাঃ জাতভেদে বীজ বোনার ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে শুটি প্রথমবার তোলার উপযোগী হয়। এরপর ১০-১৫ দিন পর অধিকাংশ শুটি পেকে যায় এবং কাটার উপযুক্ত হয়। খুব বেশী শুকিয়ে যাবার পূর্বেই ফসল কাটা উচিত। ফলস তোলার পর পরবর্তী ফসলের জন্য অপেক্ষা না করে গাছের অবশিষ্টগুলি চাষ দিয়ে মাটিতে চাপা দিলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফসল কাটার পর এমন জমিতে সহজেই রবি শস্য চাষ করা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

ভোট সমাচার

-আত্তাউর রহমান
বাঘেরহাট, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

আসছে ধেয়ে মোদের মাঝে
জাতীয় ভিত্তিক ইলেকশন,
জাগবে নেতা আড়মোড়াতে
নিতে হবে পজিশন॥
কর্ণধারদের বসবে সভা
সাক্ষাতকারের আয়োজন,
কোটি টাকার দেন দরবারে
পাবে কেউ বা মনোনয়ন॥
ত্যাগী নেতা থাকবেন পড়ে
পায় না তারা মূল্যায়ন,
ঋণ খেলাপী, কালো টাকা
ক্যাডার ওয়ালার আস্ফালন॥
ভুলেও যাদের পা পড়ে না
অলি-গলি, গ্রাম-গঞ্জে,
আসবে নেতা দিবেন সালাম
বুকে টেনে ভোট মাঙ্গে॥
এটা দেব সেটা দেব
আরো দিব উন্নয়ন,
তোমাদের তরে সদা খোলা
রবে আমার দু'নয়ন॥
হাট-বাজার আর হোটেলেতে
থাকবে নেতার কর্মীক্যাম্প,
লাল চায়ে চুমুক দিয়ে
ভাববে ভোটার পাইছি ল্যাম্প॥
আসবে নারী ঘরে ঘরে
বলবে হেঁকে প্রাণের বুবু,
ভোটটি দিয়ো মোদের মার্কায়
নইলে দেশটি খাবে হাবুডুবু॥
মোল্লারা সব হেসে বলবে
ওগো আমার ধর্মের ভাই,
বিশ্বপণ্ডিত করবেন বয়ান
তাফসীর মাহফিলে চলেন যাই॥
কুরআন-সুন্নাহ্‌র আইন দিব
সৎ লোকদের শাসন,
আমানতের ভোটটি দিও
নইলে পাবে না জান্নাতের আসন॥
এমনিভাবে চলবে মিছিল
সভা-সমাবেশ,
হাতে হাতে বিড়ি-সিগারেট
বিলি হবে বেশ॥
ভোটকেন্দ্রে আনা-নেয়ায়
থাকবে পথে রিক্সা-ভ্যান
সীল মেরে আসলে পরে
আরো পাবেন খিলিপান॥
ভোট শেষে কারো গলায়
উঠবে জয়ের মাল্য
পরাজিত নেতার মনে
জাগবে ভীষণ জ্বালা॥
দুই দলেরই বেরুবে মিছিল
ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া
কারচুপিতে নিয়েছে বিজয়
শান্তি যাবে না পাওয়া॥
বিজয় পেয়ে ফিরবে নেতা
পাবে সুখের গদি,
ভোটের খরচ তুলতে হবে
চিন্তা নিরবধি॥
আমরা যারা শ্রমিক, মজুর,
কিষাণ চাষী ভাই
আমার কাজে আমি রইলাম
উন্নতি কিছুই নাই॥
জনতার ভোটে জুটল নেতার
আরাম, আয়েস, অর্থ, সুখ
পাঁচ বছরে নেয় না খবর
কারে জানাই এমন দুখ॥
বলব কত মোদের দেশের
ভোটের সমাচার,
রাজনৈতিক অস্থিরতা
দিচ্ছে উপহার॥

***

ঈদ এসেছে

-মুহাম্মাদ খোরশেদ আলী
পাংশা, রাজবাড়ী।

ঈদ এসেছে ঈদ এসেছে
ঈদ এসেছে ভাইরে,
ঈদের খুশির চেয়ে খুশি
আর কিছুতেই নাইরে।
ঈদের খুশি আনলো বয়ে
মোদের দ্বারে যে জন,
সবার আগে জানাই তারে

www.ahlehadeethbd.org

সুস্বাগতম সুস্বাগতম।
আবার ফিরে এসেছে ঈদ
একটি বছর পরে,
তার পরশের বান ডেকেছে
সবারই অন্তরে।
আবাল-বৃদ্ধ নারী-পুরুষ
সবাই খুশি ঈদে,
তৃপ্তি করে মিটিয়ে নেব
এক বছরের ক্ষিধে।
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে সবাই
হয়েছে একাকার
ধনী-গরীব সবাই সবার
কেউ কারো নয় পর।
এত খুশি রাখব কোথায়?
ধরছে না অন্তরে,
একটি কথা তাইতো মনে
হচ্ছে বারে বারে।
আল্লাহ্‌র কাছে এ কামনাই
করি যে বার বার,
এ খুশির দিন এমনি করেই
থাক না জগতভর।

***

ঈদের আনন্দ

-এইচ. এ. হানিফ মাহমূদ
চরমোহনপুর, সোনাতলা, বগুড়া।

ঈদ এসেছে নতুন সাজে
গাইছে সবাই গান,
ধনী-গরিব সবার মাঝে
বইছে খুশির বান।
বাঁকা চাঁদ দেখছি আজ
পশ্চিম আকাশে
কাল সকালে ছুটবে সবে
ঈদগাহেরই পানে।
ঈদের দিনে প্রভাত বেলা
পাক-পবিত্র হব
নতুন নতুন কাপড় পরে
ঈদগাহেতে যাব।
হিংসা-বিদ্বেষ হানাহানি
সব ভেদাভেদ ভুলে
পাড়াপড়শি সকলকে
তুলে নিব বুকে।
ছোট বড়, রাজা-বাদশা
ফকীর ও মিসকীন
আনন্দেতে কাটবে সবার
ঈদ নামের এই দিন।

***

ঈদের দিন

-আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

বছর শেষে আবারো এলো
ঈদের শুভদিন
এই দিনে দ্বীন-দুঃখীদের
আপন করে নিন।
হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যান
পবিত্র এই দিনটিতে
নিজের খাবার বিলিয়ে দিন
অনাহারীর কুঠরিতে।
ইয়াতীম শিশু আছে যারা
মা-বাবা নাই
ঈদের দিনে ওদেরকে
ভালবাসা চাই।
ঈদের দিনের ঈদের খুশি
আবার আসুক ফিরে
সারা বছর শান্তি-সুখ
থাকুক সবার নীড়ে।

***

রাজশাহী শহরের যেসব জায়গায় আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।
২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী
৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।
৬। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।
৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
৯। সাঝের মায়া, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।
১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)-এর সঠিক উত্তর

১। আনারস
২। কুরবানী
৩। আতাফল
৪। নযরুল
৫। জামরুল

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কম্পিউটার)-এর সঠিক উত্তর

১। লেডি এগডা অগাসটা।
২। যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়।
৩। উইলিয়াম ইংলিশ।
৪। বিলগেটস।
৫। ১৮৩৩ সালে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সমাজ পরিচিতি)

১। মহল্লা বা পাড়া কিভাবে গঠিত হয়?
২। গ্রাম কিভাবে গঠিত হয়?
৩। ইউনিয়ন কিভাবে গঠিত হয়?
৪। থানা কিভাবে গঠিত হয়?
৫। যেলা কিভাবে গঠিত হয়?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান বিষয়ক)

১। রেডিও আবিষ্কার করেন কে?
২। উড়োজাহাজ আবিষ্কার করেন কে?
৩। ক্যামেরা কে আবিষ্কার করেন?
৪। সাইকেল আবিষ্কার করেন কে?
৫। টেলিভিশন কে আবিষ্কার করেন?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

কালাইহাটা, বগুড়া ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় কালাইহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা হুসাইন আল-মাহমূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি সোনামণিদের জীবন গঠন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সোনামণি সংগঠনের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করেন মুহাম্মাদ আকীবুল হাসান। প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আসাদুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মিলন মিঞা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি মেহেদী হাসান।

কোদালকাটী (চর), চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ৩১ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর কোদালকাটী ঢেঙ্গাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণিদেরকে শিষ্টাচার, ইসলামী জ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ও আক্বীদার উপর প্রশিক্ষণ দেন। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অত্র মসজিদের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন মুহাম্মাদ রুহুল আমীন ও রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক। কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি রবীউল ইসলাম ও জাগরণী পরিবেশন করে সোনামণি শিউলী খাতুন।

চিকাশী, ধুনট, বগুড়া, ২ নভেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব চিকাশী শাহ আলী মণ্ডলের বাড়ীর আঙ্গিনায় শিশু-কিশোর ও বালাক-বালিকা সহ অত্র গ্রামের সাধারণ জনগণকে নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব মতীউর রহমান মণ্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমদ। তিনি শিশু-কিশোর ও বালক-বালিকাদের আদর্শবান, সৎ চরিত্রবান, সুশিক্ষিত ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ সহ ছালাত, সালাম ও পর্দা বিষয়ে অত্যন্ত তথ্যবহুল আলোচনা পেশ করেন। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন অত্র গ্রামের অধিবাসী মাওলানা আবুল কালাম আযাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি আদর বিন টিটু।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন?

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীক্বার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

দুর্নীতিতে এবার তৃতীয় বাংলাদেশ

বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে'র (টিআই) ২০০৬ সালের বিশ্ব দুর্নীতি রিপোর্টে এবার তৃতীয় বাংলাদেশ। দেশটি 'করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স' (সিপিআই) বা 'দুর্নীতি ধারণা সূচক ২০০৬'-এ ২ পয়েন্ট নিয়ে ১৫৬তম স্থানে রয়েছে। গত পাঁচ বছর এ ধারণা সূচকে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ১.৭। এবার বাংলাদেশের সঙ্গে তৃতীয় স্থানে থাকা অন্য দেশগুলি হচ্ছে চাদ, কঙ্গো ও সুদান। ১.৯ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিয়ানমার, ইরাক এবং গিনি। নিম্নতম ১.৮ পয়েন্ট পেয়ে হাইতি এবার দুর্নীতিতে প্রথম স্থান লাভ করেছে। উর্ধ্বক্রম ৯.৬ পয়েন্ট নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিমুক্ত দেশ হিসাবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড। মোট ১৬৩টি দেশের উপর জরিপ চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়।

'টিআই'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তালিকায় অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির মাত্রা সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতে বার্ষিকভাবে এ সূচক তৈরী করা হয়। এতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির ভেতর ও বাইরের বিশেষজ্ঞদের মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'টিআই' বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অবস্থানে পরিবর্তনের অর্থ এই নয় যে, বাংলাদেশে দুর্নীতি কমেছে। বরং অন্য দেশগুলির দুর্বল স্কোরের কারণে এ পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'টিআইবি'র ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুযাফফর আহমাদ বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বলতে পারি দেশের প্রকৃত দুর্নীতির অবস্থা আরো খারাপ। তিনি বলেন, অন্য দরিদ্র দেশগুলির দুর্নীতি পরিস্থিতি খারাপ হওয়াতেই অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০১ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পরপর ৫ বার দুর্নীতিতে বাংলাদেশ শীর্ষস্থানে ছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাঁধে ২০ হাযার কোটি টাকার ঋণের বোঝা

গত পাঁচ বছরে দেশের কাঁধে পাহাড় সমান বৈদেশিক ঋণের বোঝা চেপেছে। দাতা সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিদায়ী ৪ দলীয় জোট সরকার ২০ হাযার কোটি টাকার বেশী বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করেছে। ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক থেকে মোট ২০টি প্রকল্পে ১৫ হাযার কোটি টাকার ঋণ নিয়েছে বিদায়ী সরকার। অন্যদিকে 'আইএমএফ'-এর কাছ থেকে দারিদ্র্য বিমোচন প্রবৃদ্ধি সহায়তা ঋণের অনুকূলে নেয়া হয়েছে ৫৭ কোটি ৮৬ লাখ ডলার। এছাড়া অন্যান্য দেশ ও দাতা সংস্থা থেকেও ঋণ নিয়েছে সরকার। এখন এসব ঋণের বোঝা চেপেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর। উল্লেখ্য, ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে বিদায়ী ৪ দলীয় জোট সরকার প্রায় চার হাযার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতা ও বৈদেশিক সাহায্য কমে যাওয়ার কারণে এ অবস্থা হয়েছে।

অর্থ বিশ্লেষকরা বলছেন, আগামী সরকারকে যে পরিমাণ বৈদেশিক দায় শোধ করতে হবে তাতে দেশের অর্থনীতি নেতিবাচক সূচকে নেমে আসবে; বৃদ্ধি পাবে সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ।

বিশ্বব্যাংকের ১০ কোটি ডলার ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ

নতুন শর্তের বেড়াজালে না জড়িয়েও বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন সহায়তা ঋণের ১০ কোটি মার্কিন ডলারের ঋণ পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ডঃ আকবর আলী খান গত ৯ নভেম্বর বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। ডঃ আকবর আলী খান বলেন, উন্নয়ন সহায়তা ঋণ (ডিএসসি)-এর ৪র্থ কিস্তি ছাড়করণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশ্বব্যাংক বাজেট সহায়তা হিসাবে এই ঋণ মঞ্জুর করেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের শেষ দিকে এই কিস্তির অর্ধেকাংশ অর্থাৎ ১০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ পাওয়া যেতে পারে। অথবা নির্বাচিত সরকার এসেই এ ঋণ হাতে পাবে। বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, শতভাগ শর্ত বাস্তবায়ন করলে বাকী ১০ কোটি ডলারের ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

সাভার থানার ওসির মাসে আদায় ২০ লক্ষাধিক টাকা

ফিতা আদায়ে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়েছে সাভার থানা পুলিশ। সাভার বাজার বাসষ্ট্যান্ড, টেক্সিক্যাব ষ্ট্যান্ড, ভাগলপুর ও থানার নামাবালুঘাট, হাট-বাজারের ইজারা, বালু ব্যবসায়ী, জুয়াড়ি, মাদক ব্যবসায়ীসহ ফুটপাতের পান দোকানীরাও বাদ পড়ছে না পুলিশের ফিতা বাণিজ্য আদায়ের হাত থেকে। এছাড়া মামলা, জিডি, আসামী ধরা ও ছাড়া, রিমান্ডে আনা আসামীদের মারধর না করা, পুলিশ ভেরিফিকেশনসহ জুয়ার আসর থেকেও উপরি আয় করছে পুলিশ। জমিজমা সংক্রান্ত কোন মামলা হ'লে তো কথাই নেই। উভয় পক্ষের কাছ থেকে পুলিশ সমান হারে ফিতা বাণিজ্য করে যাচ্ছে। সূত্র মতে, সব মিলিয়ে ওসি আক্তারুযযামানের মাসে ফিতা আদায় হয় ২৩ লক্ষাধিক টাকা। উল্লেখ্য, সাভার থানা পুলিশ টাকা আদায়ের জন্য লাল ফিতার টোকেন ব্যবহার করে থাকে।

www.ahlehadeethbd.org

বিদ্যুৎ খাত থেকে জোট সরকার ৬ হাযার কোটি টাকা চুরি করেছে

-সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

বিগত জোট সরকারের ৫ বছরের শাসনামলের বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির শ্বেতপত্র প্রকাশ করে 'এলডিপি'র প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) আনোয়ারুল কবীর তালুকদার বলেছেন, বিগত বিএনপি সরকার বিদ্যুৎ খাত থেকেই ৬ হাযার কোটি টাকা লুট করেছে। এই টাকায় তারা আগামী নির্বাচনে ভোট কিনবে এবং ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যবহার করবে। তিনি আরো বলেন, শরাব পান করলে মানুষ যেমন বেহুঁশ হয়ে যায় তেমনি বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়ের সচিব আ হ ন আখতার হোসেনও দুর্নীতি করতে করতে বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও বিশেষ ভবনের হয়েই তিনি এই দুর্নীতি করেছেন।

তিনি বলেন, এভাবে চলতে থাকলে ২০০৯ সালে প্রতিদিন ২ হাযার ৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের লোডশেডিং হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ খাতের ভয়াবহ অনিয়ম ও দুর্নীতি নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর এই শ্বেতপত্রের ড্রাফট নিজ হাতে তৈরী করবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হাসান মশহুদ চৌধুরী। গত ৮ নভেম্বর সাংবাদিকদের তিনি একথা জানান। আরো উল্লেখ্য, বিগত জোট সরকার গত ৫ বছরে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে ১৫ হাযার কোটি টাকা ব্যয় করলেও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় উন্নতির কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি।

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা

শুকুলপট্টি, নাটোর

(আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে কুওমী মাদরাসার পাঠ্যক্রম সহ আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

আবাসিক/অনাবাসিক

ভর্তিঃ শিশু শ্রেণী হ'তে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত

বিভাগঃ হিফযুল কুরআন, কিতাব বিভাগ কেজি সহ ও কম্পিউটার বিভাগ।

মাদরাসার বৈশিষ্ট্যঃ

* আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি।
* বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
* ইংরেজী ও আরবী ভাষায় কথোপকথনের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
* সকল বিষয়ের যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
* শহরের কোলাহলমুক্ত, পাকারাস্তা সংলগ্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত নিজস্ব ভবন।

ভর্তি কার্যক্রমঃ ১৪ জানুয়ারী'০৭ থেকে ৩০ জানুয়ারী'০৭ অফিস চলাকালীন সময়। * **ক্লাস শুরুঃ** ২১ জানুয়ারী ২০০৭।

বিঃ দ্রঃ আসন পূর্ণ না হ'লে আলোচনা সাপেক্ষে পরবর্তীতে ভর্তি করা যেতে পারে।

লোকেশন/যাতায়াতঃ নাটোর পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড হ'তে রিক্সা যোগে শুকুলপট্টি মাদরাসা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

অধ্যক্ষ

হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা

শুকুলপট্টি, নাটোর।

মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৫৩৩৮, ০১৭১২৪০৬৮২৬, ০১৭১২৪০৬৮২১।

বিদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের ভরাডুবি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে বিরোধী ডেমোক্রেট দল বিপুলভাবে বিজয়ী হয়েছে। ইরাকে মার্কিন আগ্রাসনের ফলে জনমনে সৃষ্ট অসন্তোষের কারণেই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট বুশের রিপাবলিকান দলের এই ভরাডুবি হয়েছে। ১৯৯৪ সাল থেকেই প্রতিনিধি পরিষদে ছিল রিপাবলিকানদের লাগাতার আধিপত্য। এবারের নির্বাচনে তার অবসান ঘটল। প্রতিনিধি পরিষদের মোট ৪৩৫টি আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটরা জয়ী হয়েছে ২২৮টি আসনে। বুশের রিপাবলিকান দল পেয়েছে ২০৬টি আসন এবং একটিমাত্র আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে। অপরদিকে সিনেটের ১০০ আসনের মধ্যে ৫১টি আসন লাভ করে দীর্ঘ ১২ বছর পর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে ডেমোক্রেটরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সিনেটর হ্যারি রেইড বলেন, 'ইরাকে ও স্বদেশে মার্কিন জনগণ স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, গত ছয় বছরে বুশ প্রশাসনের ব্যর্থতায় তারা ক্লান্ত'।

উল্লেখ্য, বর্তমান মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মার্কিন কংগ্রেসের দলগত অবস্থান ছিল ৪৩৫ আসনের ২২৯টি রিপাবলিকান, ২০৬টি ডেমোক্রেট দলের, একটি স্বতন্ত্র এবং বারটি শূন্যপদ। তাছাড়া এর আগে সিনেটের ১০০ আসনের ৫৫টি ছিল রিপাবলিকানদের এবং ৪৪টি ডেমোক্রেটদের। একটি আসন ছিল স্বতন্ত্র।

বিশ্বে এক-তৃতীয়াংশ তরুণ বেকার

গত এক দশকে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ বেকারের সংখ্যা দ্রুত গতিতে বেড়ে গেছে। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ বেকার। তারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা'র (আইএলও) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

'আইএলও' 'গ্লোবাল এমপ্লয়মেন্ট ট্রেন্ডস ফর ইয়ুথ' শীর্ষক এক প্রতিবেদনে বলেছে, এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০ কোটি নতুন ও ভাল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় এই সমস্যা সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রতিবেদনে বলা হয়, বিশ্বে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বয়স্কদের তুলনায় ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণ বেকারের সংখ্যা তিনগুণ। অথচ তারাই বিশ্বের বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির শ্রমশক্তির একটি বিশাল অংশের প্রতিনিধিত্ব করে।

আইএলও'র মতে ১৯৯৫ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত তরুণ বেকারের সংখ্যা ১৫ শতাংশ বেড়ে সাড়ে আট কোটি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৩০ কোটি তরুণ দিনে মাত্র দুই ডলারের কম আয় করছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তরুণদের বেকারত্বের দিক দিয়ে সাব সাহারা শীর্ষস্থানে রয়েছে। এই অঞ্চলে বেকারত্বের হার ৩৪ শতাংশ। এরপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ল্যাটিন আমেরিকা (২৩ শতাংশ), চতুর্থ মধ্যপ্রাচ্য (১৮ শতাংশ) এবং পঞ্চম দক্ষিণ এশিয়া (১৬ শতাংশ)। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বিশ্বব্যাপী প্রাপ্তবয়স্কদের বেকারত্বের হার চার দশমিক ছয় এবং তরুণদের ১৩ দশমিক পাঁচ শতাংশ।

ভারতে বাবা-মাকে অবহেলা করলে জেল-জরিমানা

রীতিমত আইনের সাহায্য নিয়েই ছেলে-মেয়েদের নিদারুণ অবহেলার হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন ভারতের লক্ষ লক্ষ বৃদ্ধ বাবা-মা। সেই সঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা হাযার হাযার বৃদ্ধাশ্রমও এবার লাটে উঠতে পারে। এই আইনের বলে বাবা-মা সন্তানদের কাছ থেকে প্রাপ্য শ্রদ্ধা-ভালবাসা না পেলেও তাদের অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাটুকু অবশ্যই ফিরে পাবেন। অবহেলিত, লাঞ্ছিত বাবা-মায়েদের হাতে আইনী রক্ষাকবচ তুলে দেয়ার এই উদ্যোগ নিয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। এ আইনে বলা হয়েছে, বাবা-মার বয়স যাই হোক (অর্থাৎ তারা যদি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নাও হন) তাদের প্রতি অবহেলা প্রমাণিত হ'লেই সন্তানদের জেল ও জরিমানা দুই হ'তে পারে। এক্ষেত্রে জেল হ'তে পারে ৩ মাস ও জরিমানা হ'তে পারে ৫ হাযার টাকা। এই মর্মে সংসদে আগামী শীতকালীন অধিবেশনেই আনা হবে একটি বিল। বিলটি ইতিমধ্যে চূড়ান্তও করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মুসলিম কংগ্রেস সদস্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মুসলমান কংগ্রেস সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ডেমোক্রেট কিথ এলিসন গত ৮ নভেম্বর মিনোসোটা রাজ্যের মিনোপলিস এলাকা থেকে রিপাবলিকান দলীয় প্রার্থী এ্যালান ফাইন এবং স্বতন্ত্রপ্রার্থী মাইক আর্লান্ডসনকে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন। অশ্বেতাঙ্গ মুসলমান এলিসন তার নির্বাচনী প্রচারণাকালে ইরাক থেকে অবিলম্বে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এলিসন বলেন, তার এই প্রচারণায় শ্রমিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি, শান্তিকামী মুসলমানগণ, ইহুদী, খৃষ্টান ও বৌদ্ধরা একই কাতারে শামিল হয়েছিলেন।

রাশিয়া বর্তমানে বিশ্বের শীর্ষ অস্ত্র বিক্রেতা

বিশ্বে অস্ত্র বিক্রেতা হিসাবে এখন শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে রাশিয়া। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ফ্রান্স। আগের শীর্ষ অস্ত্র বিক্রেতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান এখন তৃতীয়। মার্কিন কংগ্রেসের নতুন এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়। মার্কিন কংগ্রেসের গবেষণা শাখার বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ২০০৪ ও ২০০৫ সালে ৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ২০ দশমিক ৫ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক হিসাবে এই পরিমাণ ৯৪০ কোটি ডলার থেকে কমে ৬২০ কোটি ডলার হয়েছে। অন্যদিকে রাশিয়া গত বছর এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতে ৭০০ কোটি ডলার অস্ত্রের ব্যবসা করেছে। এর আগের বছর রাশিয়ার অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ছিল ৫৪০ কোটি ডলার। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ফ্রান্স গত বছর ৬৩০ কোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রি করেছে। ২০০৪ সালে ফ্রান্সের অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ছিল ১০০ কোটি ডলার।

উষ্ণতা মোকাবিলায় ব্যর্থ হ'লে দু'টি বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও বেশী ক্ষতি হবে

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বিশ্ববাসীর যে ক্ষতি হবে তা বিংশ শতাব্দীর দু'টি বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতির চেয়েও বেশী হবে। গত ৩০ নভেম্বর বৃটিশ সরকারের একটি রিপোর্টে এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ নিকোলাস ষ্টার্ন রিপোর্টটি প্রণয়ন করেন। ৭শ' পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধির পরিবেশগত পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি; বরং অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রতিই আলোকপাত করা হয়। উষ্ণতা বৃদ্ধির ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় থাকলে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৩.৬৮ ট্রিলিয়ন পাউন্ড। রিপোর্টে বলা হয়, উষ্ণতা মোকাবিলায় ব্যয় হবে বিশ্বের জিডিপির ১ ভাগ, যার পরিমাণ হবে ১৮ হাযার ৪শ' কোটি পাউন্ড। রিপোর্টে এ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য ১ হাযার ৫০ কোটি পাউন্ড ব্যয়ের আহ্বান জানানো হয়েছে।

লুলা পুনরায় ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

কট্টর মার্কিন বিরোধী হিসাবে পরিচিত লুই ইনাসিও লুলা ডি সিলভা আবারও ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২৯ অক্টোবর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। লুলা ৬১ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাওপাওলোর সাবেক গভর্ণর ও ব্রাজিলিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেসি পার্টির নেতা জেরাল্ডো আলকমিন পেয়েছেন ৩৯ শতাংশ ভোট।

গত ১ অক্টোবর ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রথম দফার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। তবে এই নির্বাচনে কোন প্রার্থীই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম ভোট পাননি। লুলা ডি সিলভা পেয়েছিলেন ৪৯ শতাংশ ভোট। আর আলকমিন পেয়েছিলেন ৪১.৬ শতাংশ। ব্রাজিলের বর্তমান নিয়মানুযায়ী কোন প্রার্থীকে প্রেসিডেন্ট হ'তে হ'লে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ভোট পেতে হবে। তাই দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণের প্রয়োজন পড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে বৃটেনবাসীর রায়

বৃটেনের অধিকাংশ লোক মনে করেন ইরাক ও আফগানিস্তান কোন দেশেরই স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা না করে সেসব দেশ থেকে এক বছরের মধ্যে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। 'টেলিগ্রাফ' পত্রিকার জন্য ১২ হাযার ৭২২ জনের উপর জনমত জরিপ প্রতিষ্ঠান 'ইয়ুগুব' পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৫৬ শতাংশ লোকের অভিমত হচ্ছে এক বছরের মধ্যে ইরাক থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। ১৯ শতাংশ মনে করছে, অবিলম্বে বৃটিশ সৈন্যদের প্রত্যাহার করা উচিত। অন্যদিকে ৩৭ শতাংশ লোকের মতে পরবর্তী বছরের মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্ট থেকে সৈন্যদের সরিয়ে নেয়া প্রয়োজন। এদিকে ৫৩ শতাংশ বলছে, আগামী বছরের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। এছাড়া ২২ শতাংশ মনে করছে, অবিলম্বে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হোক এবং ৩১ শতাংশ পরবর্তী ১২ মাসের মধ্যে সেদেশ থেকে বৃটিশ সৈন্য প্রত্যাহারের পক্ষে মত দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব গ্রহণের ফি দ্বিগুণ

গ্রীনকার্ডের বয়স ৫ বছর হ'লেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ার জন্য ইন্টারভিউর সময় ইংরেজীতে পারদর্শিতা অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে। একই সাথে আমেরিকা তথা বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। অতীত জীবনের ঘটনাবলীর আলোকেও প্রশ্ন করা হবে। ঝামেলার এখানেই শেষ নয়, নাগরিকত্বের জন্য আবেদন ফি দ্বিগুণ করে ৮০০ ডলার করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ইমিগ্রেশন বিভাগে প্রতি বছর পড়ে ৬০ থেকে ৭০ লাখ আবেদন জমা হচ্ছে। এর মধ্যে ১০ লক্ষাধিক হচ্ছে নাগরিকত্ব গ্রহণের আবেদন।

বিশ্ব থেকে মাছ ও সামুদ্রিক খাবার বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে

অতিরিক্ত মাছ ধরা ও পানিদূষণের কারণে মহাসমুদ্রের ইকোসিস্টেম ক্রমে ধ্বংস হ'তে থাকায় ২০৪৮ সাল নাগাদ বিশ্ব থেকে মাছ ও সামুদ্রিক খাবার হারিয়ে যেতে পারে। মার্কিন ও কানাডার গবেষকরা এক প্রতিবেদনে একথা জানান। যুক্তরাষ্ট্রের ৩ নভেম্বরের বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে বলা হয়, বিশ্বের এ ধারা অব্যাহত থাকলে মাছ ও সামুদ্রিক খাবার নিঃশেষিত হবে এবং তা মানুষের খাবার ও পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে।

'ইমপ্যাক্ট অব বায়োডাইভারসিটি লস অন ওশান ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস' শীর্ষক প্রবন্ধে পরিবেশবিদ ও অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য বিশ্বখাদ্য নিরাপত্তা, উপকূলীয় পানির গুণগত মান, ইকোপদ্ধতির স্থিতিশীলতা এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মে এর প্রভাব সম্পর্কে পূর্বাভাস দেয়া'। চার বছরের গবেষণাকালে গবেষকরা প্রথমে মহাসমুদ্রের বিদ্যমান মাছের সকল প্রজাতি ও ইকোসিস্টেমের ওপর গবেষণা চালান।

গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক ও কানাডার ডালহৌসি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোরিস ওয়ার্ম এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিশ্বের সকল মহাসমুদ্রের উপর গবেষণা চালিয়ে আমরা একই ধরনের চিত্র দেখতে পেয়েছি'। তিনি বলেন, মহাসমুদ্রের ইকোসিস্টেম থেকে বিভিন্ন প্রজাতির বিলুপ্তি ক্রমে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে আমরা তার কিছু পরিণাম দেখতে শুরু করেছি। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এ ধারা অব্যাহত থাকলে সকল মাছ ও সামুদ্রিক প্রজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে। আর এসব প্রজাতি হারিয়ে গেলে সামগ্রিকভাবে ইকোসিস্টেমের স্থিতিশীলতা নষ্ট হবে।

তেল শোধনাগার স্থাপনে সিরিয়া, ইরান ও ভেনিজুয়েলার মধ্যে চুক্তি

সিরিয়ায় পেট্রোলিয়াম শোধনাগার স্থাপন করতে একটি প্রাথমিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে ভেনিজুয়েলা, ইরান এবং সিরিয়া। এই শোধনাগার থেকে দৈনিক এক লাখ ৪০ হাযার ব্যারেল তেল শোধন করা যাবে। ৩১ অক্টোবর এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন সিরিয়ার ডেপুটি তেলমন্ত্রী হাসান জিনাব ও ইরানের মুহাম্মাদ নামাযাদে এবং ভেনিজুয়েলার তেল পরিশোধনের মহাপরিচালক রবার্ট ডেলজাদো। সিরিয়ার তেলমন্ত্রী সুফিয়ান আলাও বলেন, এই শোধনাগার সিরিয়ার জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং স্থানীয় ভোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তেল প্রদান নিশ্চিত করবে।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোন (দোকান)ঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম জাহান

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ড

মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে দায়ের করা প্রথম মামলায় ইরাকের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে (৬৯) ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়েছে বাগদাদের একটি আদালত। একই মামলায় সাদ্দাম হোসেনের সাতজন সহযোগীর মধ্যে দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড, একজনকে যাবজ্জীবন, তিনজনকে ১৫ বছর করে কারাদণ্ড এবং একজনকে বেকসুর খালাস দিয়েছে আদালত। এদের মধ্যে সাদ্দামের সৎভাই ও সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান বারজান ইবরাহীম হাসান আত-তিকরিতী এবং সাবেক প্রধান বিচারপতি আওয়াদ হামিদ আল-বন্দরকে মৃত্যুদণ্ড ও সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট তাহা ইয়াসীন রামাযানকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তাছাড়া বাথ পার্টির সিনিয়র তিনজন কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ কাদেম রুয়াইদ, আব্দুল্লাহ রাওয়েদ মিজহের ও আলী দাঈম আলীকে ১৫ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তবে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তার আরেক সহযোগী বাথ পার্টির অধস্তন কর্মকর্তা মুহাম্মাদ আজাবী আলীকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়। ১৯৮২ সালে ইরাকের শী'আ প্রধান দুজাইল শহরে ১৪৮ জন শী'আকে হত্যার নির্দেশ দেয়ার দায়ে অভিযুক্ত করে সাদ্দামকে এ মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

দীর্ঘ নয় মাসের (১৯ অক্টোবর ২০০৫ থেকে ২৭ জুলাই ২০০৬) শুনানি শেষে গত ৫ নভেম্বর রায় ঘোষণার দিন সাদ্দাম হোসেন হাতে পবিত্র কুরআন শরীফ নিয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে বসেন। শুরু হয় ৫০ মিনিট দীর্ঘ শ্বাসরুদ্ধকর চূড়ান্ত অধিবেশন। বিচারক রউফ রাশেদ আব্দুর রহমান তার রায় পড়ে শোনানোর পরপরই সাদ্দাম হোসেন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি তুলে পুরো আদালত কাঁপিয়ে দেন। বিচারক যখন মৃত্যুদণ্ডের রায় পড়ছিলেন তখন সাদ্দামকে বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল। তিনি হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে 'ইরাক চিরস্থায়ী হোক' 'ইরাকী জনগণ দীর্ঘজীবী হোক' বলে ওঠেন এবং বিচারকের দিকে তাকিয়ে 'বিশ্বাসঘাতকরা নিপাত যাক' বলে ভর্ৎসনা করেন। 'আগ্রাসীদের চেয়ে আল্লাহ শক্তিশালী' বলে তিনি আদালত, বিচারক ও ইরাকে আমেরিকান আগ্রাসনের তীব্র সমালোচনায় ফেটে পড়েন। পরে বিচারকের নির্দেশে আদালতের নিরাপত্তারক্ষীরা তাকে কোর্ট রুমের বাইরে নিয়ে যায়।

ইরাকের উচ্চ ট্রাইব্যুনালের প্রধান তদন্তকারী বিচারক ও আদালতের মুখপাত্র রায়েদ আল-জুহি জানান, এ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল জানানোর সুযোগ রয়েছে এবং ৬ নভেম্বর থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত এই সুযোগ থাকবে। তবে আপীল কোর্ট তার সিদ্ধান্ত নেয়ার তারিখ ঘোষণা করেনি। নয়জন বিচারককে নিয়ে গঠিত এই আপীল কোর্ট আব্দুর রহমানের এ রায়কে বহাল রাখলে আদালতের সিদ্ধান্ত নেয়ার ৩০ দিনের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে সাদ্দামের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে।

সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যুদণ্ডাদেশের প্রতিবাদে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক বিক্ষোভের ঝড় উঠেছে এবং এ বিচারে মার্কিন প্রভাবের নিন্দা জানানো হয়। ইরাকে জাতিগত সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানকার সুন্নী নেতারা ইরাকী পার্লামেন্ট থেকে পদত্যাগের হুমকী দিয়েছেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনী মুবারক বলেছেন, সাদ্দামের ফাঁসি হ'লে ইরাকে রক্তের বন্যা বয়ে যাবে। বৃটেনসহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছে।

আনফাল হত্যা মামলার শুনানি শুরুঃ এদিকে সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে আনীত আনফাল হত্যা মামলার শুনানি গত ৮ নভেম্বর শুরু হয়েছে। ১৯৮০'র দশকে উত্তর ইরাকে কুর্দীদের বিরুদ্ধে আনফাল অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দানের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। এ অভিযানে ১ লাখ ৮০ হাযার কুর্দীকে হত্যা করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সাদ্দাম ও তার সাত সহযোগীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে।

ইরাকে ১০ কোটি ডলারের সহায়তা প্রয়োজন

অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ইরাকের প্রায় ১০ কোটি ডলার সহায়তা প্রয়োজন। আগামী পাঁচ বছরের জন্য এটা একটা আনুমানিক হিসাব। সরকারী মুখপাত্র আলী আদ-দাবাগ বলেন, তেল খাত পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সহায়তা প্রয়োজন। উপ-প্রধানমন্ত্রী বারহাম ছালেহ জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সঊদী আরব এবং যুক্তরাষ্ট্র নতুন সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি বলেন, সঊদী আরব ১০ লাখ ডলারের অর্থ সহায়তা ও ঋণ এবং ইরাকের ব্যবসায়ীদের আর্থিক সহায়তা হিসাবে আরো ৫০ কোটি ডলার সরবরাহের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

দুবাইয়ে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার

দুবাইয়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে দুবাইয়ে বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ ইমারতটি তৈরী করা হবে। এই জাঁকজমকপূর্ণ বিলাসবহুল ইমারতটি হবে যেমন আকাশচুম্বি, তেমনি তা বিশ্বের সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের কাছে দৃষ্টিনন্দন। এই সর্বোচ্চ ইমারতটির নাম রাখা হয়েছে 'বুর্জ দুবাই' বা দুবাই টাওয়ার। এতে ব্যয় হবে ২০ হাযার কোটি ডলার। এতে থাকবে ৩০ হাযার এ্যাপার্টমেন্ট। এখানে মহামূল্যবান জিনিসপত্রসহ বিশ্বের সব বিলাসবহুল জিনিস বিক্রি হবে। থাকবে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

ইরানের নতুন তিন ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা

ইরান গত ৩ নভেম্বর 'মহানবী (ছাঃ)-২' সামরিক মহড়ার দ্বিতীয় দিনে ৩ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। এই তিন ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র ভূমি থেকে সাগরে এবং সাগর থেকে সাগরে নিক্ষেপণযোগ্য। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়, ইরান এসব ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা আরো বাড়িয়েছে। এর ফলে এই ক্ষেপণাস্ত্র উপসাগরীয় এলাকা এবং ওমান সাগরের যেকোন লক্ষ্যস্থলে আঘাত হানতে সক্ষম। তিন নয়া ক্ষেপণাস্ত্রের নাম হচ্ছে নূর, কাওছার ও নছর।

www.ahlehadeethbd.org

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত বায়োনিক হাত

মানুষের দেহে কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অগ্রগতি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। সে দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রিত বায়োনিক হাত মানুষের দেহে সফলভাবে সংযোজন করতে সক্ষম হয়েছেন। শিকাগোর রিহেবিলিটেশন ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা এ বায়োনিক হাত উদ্ভাবন করেছেন। ক্লাউডিয়া মিশেল হচ্ছেন প্রথম সৌভাগ্যবতী যার দেহে বায়োনিক হাত সংযোজন করা হয়। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মিশেল তার এ কৃত্রিম হাতের সক্রিয় কার্যকারিতা প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন।

কৃত্রিম যকৃৎ!

প্রথমবারের মত যুক্তরাজ্যের নিউক্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা মানব যকৃতের কিছু অংশ কৃত্রিমভাবে তৈরীর দাবী করেছেন। এই কৃত্রিম যকৃৎ তৈরীতে তারা ব্যবহার করেছেন মানুষের নাড়ি। ধারণা করা হচ্ছে যে, এই ক্ষুদ্র যকৃতসমূহ ওষুধ পরীক্ষণের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে। এ কাজের মূল পরিচালক ডঃ নিকোফোরাজ এবং কলিন ম্যাগকিনের বিশ্বাস, আগামী এক দশকের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ মানবযকৃৎ তৈরী করা সম্ভব হবে। বর্তমানে তাদের তৈরীকৃত যকৃতের আকার একটি পেনির সমান।

যকৃৎ বিশেষজ্ঞ ইয়ান গিলমোরের মতে, নিজস্ব রক্ত সংবহন ব্যবস্থা সমৃদ্ধ গোটা যকৃৎ তৈরী করতে এখনো অনেক সময় বাকী। বর্তমানে কেবল মানবদেহে বিভিন্ন ওষুধের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষণের কাজেই ব্যবহার করা হবে এই কৃত্রিম যকৃৎ। পুরো গবেষণাটি ছিল বেশ স্পর্শকাতর। এতে ব্যবহৃত হয়েছিল নাসার তৈরী মাইক্রোগ্র্যাভিটি বাইরিএক্টর, যা ওযনহীনতার নীতি ব্যবহার করে ভরশূন্যস্থানে কৃত্রিম কোষ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রথমে নাড়ির রক্ত থেকে স্টেম সেল সংগ্রহ করা হয়েছিল। এরপর সেটা কয়েক ধাপ প্রক্রিয়াজাতকরণের পর তৈরী হয় প্রথম কৃত্রিম যকৃৎ।

প্রতিবছর লিভার ক্যান্সার, সিরোসিস ও হেপাটাইটিস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রচুর মানুষ মারা যায়। এসব রোগের গবেষণায় কৃত্রিম যকৃতের কোষ আবিষ্কার নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। আর ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য কৃত্রিম যকৃৎ ব্যবহারের সুযোগ তো রইলই।

পরিবেশবান্ধব বিমান!

শব্দগত পরিবেশ দূষণের কথা চিন্তা করে এবার তৈরী করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব সাইলেন্ট বিমান। লন্ডনের রয়াল অ্যারোনটিক্যাল সোসাইটি এ তথ্য জানিয়েছে। ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি) এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ৪০ বিজ্ঞানীর একটি দল এ পরিবেশবান্ধব সাইলেন্ট বিমান তৈরীর জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এ বিমান তৈরীর ক্ষেত্রে ওঠানামা করার সময় বিমানের তীব্র শব্দ কমিয়ে আনার বিষয়টিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। প্রতি গ্যালন জ্বালানি দিয়ে এটি ১২৪ মাইল চলতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে এখনকার চেয়ে ২৫ ভাগ জ্বালানি সাশ্রয় হবে বলে 'এমআইটি'র বিজ্ঞানী অধ্যাপক এডওয়ার্ড এম গ্রেইডজার দাবী করেছেন।

ধূমপায়ীদের এইচআইভি সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বেশী

ধূমপান বিভিন্ন রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। সম্প্রতি এর আরেকটি মারাত্মক কুফল আবিষ্কৃত হয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, মরণব্যাধি এইডসের জন্য দায়ী এইচআইভি ভাইরাস ধূমপায়ীদের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি অধূমপায়ীর চেয়ে অনেক বেশী। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বৃটিশ স্বাস্থ্যবিদদের একটি দল এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ও একই সঙ্গে ধূমপায়ীদের উপর আলাদা আলাদা ছয়টি পর্যবেক্ষণের মধ্যে পাঁচটিতে দেখেছেন, ধূমপায়ীদের মধ্যে এইডস আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশী। তবে শরীরে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের পর তা থেকে এইডস ক্রমবৃদ্ধিতে ধূমপানের ভূমিকা নেই।

অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার চিকিৎসা আবিষ্কার

বৃটেনের বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের দৃষ্টিশক্তিহীনতার চিকিৎসা করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ঐসব প্রাণীর দৃষ্টিহীনতা ছিল মানুষের মতই। এ কারণে মানুষের দৃষ্টিহীনতা দূর করতে একই ধরনের চিকিৎসা ফলপ্রসূ হ'তে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। আলো সংবেদী কোষ প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা অন্ধ ইঁদুরের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে সফল হয়েছেন। ব্রিষ্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ্যান্ড্রু ডিক বলেন, এটি অপূর্ব সুন্দর একটি গবেষণা। যা অদূর ভবিষ্যতে মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে অন্ধত্ব দূর করা সম্ভব হবে। এ গবেষণার ফলাফল মানুষের চোখের রোগেও কাজে লাগবে। এটি বার্ধক্যজনিত দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস রোগীদের চোখের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও কাজে লাগবে।

বর্তমান প্রচলিত ধারণায় মনে করা হ'ত যে, একবার যদি কোন রেটিনার মধ্যে আলো সংবেদী কোষ নষ্ট হয় তবে সেগুলি প্রতিস্থাপন করা যায় না। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আলো সংবেদী কোষ পুনঃপ্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনতা দূর করা সম্ভব বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন ইনস্টিটিউট অব অফথালমোলজি এবং চাইল্ড হেলথ এন্ড মুরফিল্ডস আই হসপিটালের গবেষকগণ এ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন। গবেষকগণ তাদের গবেষণার জন্য একটি নবজাত ইঁদুর থেকে প্রাথমিক স্তরের রেটিনাল কোষসমূহ গ্রহণ করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

পবিত্র রামাযান উপলক্ষে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

বগুড়া ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে নশিপুর ইসলামিক সেন্টার মিলনায়তনে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রউফ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল মালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু বকর প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মাওলানা মুখলেছুর রহমান।

রানীরবন্দর, দিনাজপুর ৭ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় রানীরবন্দর গোহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, যেলা আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ ইদরীস আলী ও মাওলানা খায়রাত হোসাইন প্রমুখ।

ফুলতলা, পঞ্চগড় ৮ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ফুলতলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মীপ্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, যেলা আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আব্দুন নূর প্রমুখ।

ইসলামপুর, জামালপুর ৮ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জামালপুর যেলার উদ্যোগে ইসলামপুর থানাধীন টেংগারগড় মাদরাসা মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মাস'উদুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ও যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক জনাব মাওলানা নূরুল ইসলাম।

পাওটানাহাট, কুড়িগ্রাম ৯ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রংপুর ও কুড়িগ্রাম যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় পাওটানাহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। কুড়িগ্রাম যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মফীযুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন।

জলঢাকা, নীলফামারী ১০ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় আলিসাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব আবদুর রহমান ও জনাব হাফীযুল ইসলাম প্রমুখ।

মহিষখোঁচা, লালমনিরহাট ১১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমনিরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে মহিষখোঁচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব

www.ahlehadeethbd.org

ইমামুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুস্তাযির রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি জনাব আশরাফুল আলম প্রমুখ।

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ ১৫ অক্টোবর রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ময়মনসিংহ যেলার যৌথ উদ্যোগে ত্রিশাল জামে'আ সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব নযরুল ইসলাম হিরা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা যেলা 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ওমর ফারূক, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুর রাযযাক, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ইসহাক, জামি'আ সালাফিয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুর রহমান, এলাকা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

সঠিবাড়ী, রংপুর ১৬ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলাধীন সঠিবাড়ী এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় মির্জাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** মুক্তির দাবীতে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার আবদুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব লাল মিয়া ও অধ্যাপক জাহিদুর রহমান প্রমুখ।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁকাল ইসলামিক সেন্টারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে 'মাহে রামাযানের শিক্ষা ও তাৎপর্য' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মহীদুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক। কুরআন তেলাওয়াত করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয মাওলানা গোলাম রহমান।

কালাই, জয়পুরহাট ২০ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে কালাই কমপ্লেক্স আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আনীসুর রহমান তালুকদার, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা সেলিমুল্লাহ, সাবেক সভাপতি জনাব মুছতফা আলী প্রমুখ।

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ২০ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর থানাধীন খানপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব জান মুহাম্মাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

রাজশাহী যেলা আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ গঠন

রাজশাহী, ৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য দুপুর ২-টা ৩০ মিনিটে রাজশাহী আইনজীবী সমিতির লাইব্রেরী ভবনের দোতলায় আহলেহাদীছ আইনজীবীদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এডভোকেট শাহ্‌নাওয়াযের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রায় অর্ধ শতাধিক আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় রামাযানের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর আলোচনা পেশ করেন এডভোকেট জার্জিস আহমাদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এডভোকেট সেলিম আহমাদ।

আলোচনা সভায় এডভোকেট জার্জিস আহমাদকে আহ্বায়ক, এডভোকেট শাহ্ নাওয়াযকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও এডভোকেট সেলিম আহমাদকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সাতক্ষীরা যেলা আহলেহাদীছ শিক্ষক পরিষদ গঠন

কদমতলা, সাতক্ষীরা ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার যৌথ উদ্যোগে কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আযীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ. এস. এম. আযীযুল্লাহ ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নান, আইন উপদেষ্টা এডভোকেট যিল্লুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উক্ত কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মাদ মহীদুল ইসলাম।

উক্ত সভায় অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমানকে আহ্বায়ক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ শিক্ষক পরিষদ'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সুধী সমাবেশ

খুলনা, ৭ নভেম্বর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে নগরীর গোবরচাকা মোহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদস্থ যেলা কার্যালয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলী হাফেয, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, খানজাহান আলী থানা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শেখ আব্দুল কুদ্দূস প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ ১৩ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কাযীপুর এলাকার উদ্যোগে স্থানীয় বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযা। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম প্রমুখ।

দুবলাই, সিরাজগঞ্জ ৪ নভেম্বর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কাযীপুর এলাকার অন্তর্গত দুবলাই শাখার উদ্যোগে দুবলাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আশরাফুল আলম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযা, সহ-সভাপতি জনাব শফীকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মতীন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী'র সদস্য মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

যুবসংঘ

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'০৬

অবিলম্বে আমীরে জামা'আতের সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দিন!

-প্রধান উপদেষ্টার প্রতি নেতৃবৃন্দ

ঢাকা ১৭ নভেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর উদ্যোগে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে দেশব্যাপী হত্যা, সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের প্রতিবাদে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মুক্তির দাবীতে অনুষ্ঠিত **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে'** নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ও রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমাদকে উদ্দেশ্য করে উপরোক্ত আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, দলীয় শাসনের জিঘাংসার স্বীকার মুহাতারাম আমীরে জামা'আত দীর্ঘ প্রায় দুই বৎসর যাবত বিনা অপরাধে কারানির্যাতন ভোগ করছেন। পরিকল্পিত মিথ্যা স্বীকারোক্তির নাটক সাজিয়ে বিগত ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত মধ্যরাতে নিজ বাসা থেকে ডেকে নিয়ে তাঁকে তিন কেন্দ্রীয় নেতা সহ প্রথমে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন যেলায় পূর্বের দায়েরকৃত বেশ কিছু জঘন্য মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে বিগত সরকার তাঁর উপর চাপিয়ে দেয় অন্যায় কারানির্যাতনের খড়্গ। অপরদিকে তারাই আবার জাতির সামনে তাঁর নির্দোষ হওয়ার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, সাতটি মামলায় ইতিমধ্যেই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হ'লেও ৩/৪টি মামলায় এখনো তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং তাঁর মুক্তি বিলম্বিত করা হচ্ছে। যা দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর নাগরিকের সাথে জাতীয় প্রতারণারই বহিঃপ্রকাশ। অথচ তাঁর লেখনী জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সহ যাবতীয় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সর্বদাই ছিল সোচ্চার। তাঁর লিখিত বই-পুস্তকই এর জাজ্বল্য প্রমাণ। তাঁর ও তাঁর সংগঠনের অবস্থানও আজ জাতির নিকটে পরিষ্কার। তাঁকে যে মিথ্যা মামলার মাধ্যমে হয়রানি করা হচ্ছে সে কথা আজ দেশবাসীর মুখে মুখে। এরপরও কোন্ অদৃশ্য ইশারায় তাঁর মত একজন প্রবীণ প্রফেসরকে মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না তা আমাদের বোধগম্য নয়।

নেতৃবৃন্দ বিচার বিভাগের সমালোচনা করে বলেন, দেশের বিচার ব্যবস্থার ন্যক্কারজনক ন্যায়বিচারহীনতা দেশবাসীকে হতবাক করেছে। একই বেঞ্চের দু'বিচারকের সমন্বয়হীনতা এবং দ্বিধাবিভক্ত রায়ও জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। তারা বলেন, এ দেশে চোর, ডাকাত, খুনী, সন্ত্রাসী সহ বাঘা বাঘা অপরাধীদের যামিন মঞ্জুর হ'লেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নির্দোষ নিরপরাধ প্রফেসরের যামিন বারবার নামঞ্জুর হয় এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কি হ'তে পারে? তারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রশাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করার জোর দাবী জানান।

নেতৃবৃন্দ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে লক্ষ্য করে আরো বলেন, আপনি নিজে একজন শিক্ষাবিদ। আপনারই এক সময়ের সহকর্মী দেশের বরেণ্য অপর শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দীর্ঘ প্রায় দু'বছর যাবৎ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাঁর ইলমী ও দ্বীনী খিদমত থেকে গোটা জাতিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। অতএব অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে আপনার নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন!

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সাবেক ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আবদুল লতীফ, রাজশাহী যেলা 'আহলেহাদীছ আইনজীবি পরিষদ'-এর আহ্বায়ক এডভোকেট জার্জিস আহমাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফীউল্লাহ, গাযীপুর যেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন, ঢাকা যেলার প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ শিক্ষক পরিষদ'-এর আহ্বায়ক অধ্যক্ষ আযীযুর রহমান, 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য মাওলানা আখতার মাদানী, আমীরে জামা'আতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আবদুল্লাহ ছাকিব, সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট জনাব কামরুল হাসান ও কুষ্টিয়া (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলা বিশিষ্ট সুধী ডাঃ মফিলুদ্দীন বিশ্বাস প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন.কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আবু তাহের এবং সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা), অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক (সাতক্ষীরা) ও শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া)।

যেলা দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'ছূম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুস সালাম, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল হালীম বিন ইলিয়াস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মাদ রেযাউল করীম, ঢাকা আলিয়া মাদরাসার মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ, সাতক্ষীরা সরকারী কলেজের সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল গাফফার।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুযযামান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণের নিকটে পেশ করা হয়-

১. এই সম্মেলন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন, বরেণ্য শিক্ষাবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও তাঁকে নিঃশর্ত মুক্তি দানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

২. আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল কর্মতৎপরতা, লেখনী ও বক্তব্য জঙ্গীবাদের প্রকাশ্য বিরোধী এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে সর্বদা সোচ্চার। সুতরাং এই সংগঠনের সাথে কাল্পনিকভাবে জেএমবি বা বোমা হামলার যোগসূত্র স্থাপনের অপচেষ্টায় লিপ্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোর দাবী জানাচ্ছে।

৩. আহলেহাদীছ সহ দেশের সর্বস্তরের আলেম-ওলামা এবং ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের উপর যাবতীয় হয়রানিমূলক পদক্ষেপ বন্ধের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৪. দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল দেশপ্রেমিক জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. দেশের আইন, শাসন ও শিক্ষাব্যবস্থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ঢেলে সাজানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছে।

৬. যুবচরিত্র বিধ্বংসী অশ্লীল বইপত্র, সাহিত্য ও ছবিসমূহ প্রদর্শনের অনুমোদন চিরতরে বন্ধ ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৭. এই সম্মেলন কাদিয়ানীদের অনতিবিলম্বে অমুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে।

৮. সংবিধানে উল্লিখিত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে স্বার্থক করতে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্যান্য উপদেষ্টাগণকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও দুর্নীতি দমনে সরকারের সাহসী পদক্ষেপ আশা করছে এবং দুর্নীতিবাজ আমলা ও রাজনীতিবিদদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের এবং মদ ও মদ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন ও বিপনন নিষিদ্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

১১. পাকিস্তানের নিরীহ মাদরাসা ছাত্রদের উপর বিমান হামলাসহ পৃথিবীর সর্বত্র সংঘটিত মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হ'তে মুসলিম উম্মাহসহ সচেতন বিশ্ববাসীর প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

১২. বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ক্যাম্পাসে মেধাভিত্তিক ছাত্রসংসদ গঠন ও লেখাপড়ার সুষ্ঠ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকারকে কার্যকর ভূমিকা রাখার জোর দাবী জানাচ্ছে।

১৩. দেশে প্রচলিত সূদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তে যাকাতভিত্তিক ইসলামী অর্থব্যবস্থা কায়েম করার জন্য এ সম্মেলন আহ্বান জানাচ্ছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

১৪. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানের কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পনের একটি মাত্র শর্তে সকল ইসলামী দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের মধ্যবিরতির সময়ে ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলম-এর নেতৃত্বে মুহাতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির দাবীতে একটি বিশাল মিছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনের প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে মৎস ভবনের সম্মুখস্থ রাস্তা হয়ে পল্টন মোড় দিয়ে বায়তুল মোকাররম পর্যন্ত পৌঁছে। অতঃপর জুম'আর ছালাতের পর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইট হতে পুনরায় মিছিল শুরু হয়ে বাসস অফিসের সম্মুখ দিয়ে কাকরাইল মোড় হয়ে পুনরায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে এসে এক বিক্ষোভ সমাবেশে মিলিত হয়। উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাবেক কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক জালালুদ্দীন, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে মিছিলটি পুনরায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গিয়ে শেষ হয়।

বিকাল ৩-টা থেকে অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়ে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অতঃপর সভাপতির সমাপনী ভাষণের মধ্য দিয়ে সম্মেলন সমাপ্ত হয়।

আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

দৌলতপুর, খুলনা ৬ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর দৌলতপুরস্থ পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী প্রশিক্ষণ ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আলহাজ্জ ইয়াকূব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুযাফফর বিন মুহসিন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সদস্য ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন, যেলা মুবাল্লিগ জনাব আবদুল গনী মাহমূদ, তেরখাদা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ তৈয়বুর রহমান খান প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন এলাকা ও শাখা থেকে মহিলা সহ প্রায় পাঁচ শতাধিক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন।

জামতৈল, সিরাজগঞ্জ ২৬ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর জামতৈল কামারখন্দ এলাকার উদ্যোগে বড়কুড়া (ইসলামপুর) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মতীন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও 'আন্দোলন'-এর বর্তমান কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তযা ও উপদেষ্টা অধ্যাপক মাওলানা আলমগীর হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম।

ছাত্র সমাবেশ

সাতক্ষীরা, ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে স্থানীয় কদমতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল গফূর, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম রহমান প্রমুখ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

উপলক্ষ ঈদঃ অনাচার ও অশ্লীলতা

ঈদ মুসলিম জাতীয় জীবনে একটি সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব। ঈদ অর্থ খুশী। মাসব্যাপী সংযম সাধনার মাধ্যমে মুসলমানরা দয়াময় আল্লাহ্‌র নিকট শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তি প্রার্থনা করে। রামাযানের পরে যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে খুশীর উৎসব ঈদ-আসে সকল খারাপ, অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে মুক্তি লাভের নিমিত্তে। কারণ আল্লাহ নিজেই ছিয়াম পালনকারীদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন হজ্জব্রত পালনকারী ও যারা কুরবানী করে তাদের জন্য। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হ'ল ঈদ উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্নভাবে নোংরামি ও বেহায়াপনার বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা চলছে পরিকল্পিতভাবে। ঈদ উপলক্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে বিশেষ সংখ্যা। দৈনিক পত্রিকাগুলির সাথে থাকছে অতিরিক্ত ম্যাগাজিন। এসব সংখ্যায় থাকে উপন্যাস, প্রেমলীলা, দেশ-বিদেশের নর্তকী-দেহপসারিণীদের খবরাখবর। আর পত্রিকার আগাগোড়া ঠাসা থাকে বিভিন্ন নগ্ন ছবিতে। পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্রের উদ্দেশ্য থাকে বিশেষ বিষয় সম্পর্কে পাঠককে জ্ঞানদান করা, সংবাদ প্রকাশ নয়। তাই ঈদ নিয়ে পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার উদ্দেশ্যও হবে ঈদের ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ। ঈদের ধর্মীয় তত্ত্ব ও মাহাত্ম্যকে পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা, যাতে নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মর্যাদার সাথে তা পালন করে। পাশাপাশি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও এ বিষয়ে ধারণা লাভ করতে পারে। কিন্তু বেদনাদায়ক বিষয়টি হ'ল পত্রিকাগুলি শুধু ঈদের প্রকৃত শিক্ষা ও ঐতিহ্যকে ধারণ করতে ব্যর্থ হয়নি বরং ঈদ উপলক্ষে লাগামহীন উচ্ছৃংখলতা ও অনাচারকে তুলে ধরে বিনোদনের নামে চরম ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে। পাশাপাশি গণমাধ্যমেও প্রচারিত হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান। ঈদের নৃত্যানুষ্ঠান (!) ঈদের নাটক (!) ঈদের ছবি ইত্যাদির নামে বহুবিধ নোংরামি, অশ্লীলতা আর উদ্ভট খিস্তিখেউড়ের প্রসার ঘটানো হচ্ছে। এমনকি অনুষ্ঠানে যা দেখানো হচ্ছে তা দেশের বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও সমাজ-সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গণমাধ্যমে দেখানো হচ্ছে- ঈদ উৎসব মানে হাস্য-পরিহাস, উদ্দাম নৃত্য কিংবা নারীদেহের নগ্ন প্রদর্শনী আর চটুলতার বিশেষ আয়োজন। এভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ঈদের সৌন্দর্য ও পবিত্রতাকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে যা দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে সুগভীর ষড়যন্ত্রের নীল নকশা বৈ আর কিছুই নয়।

কিন্তু ঈদ তো এজন্য আসে না। ঈদ উপলক্ষে কেন ছবি মুক্তি পাবে? নগ্ন সব ছবিকেই কেন ঈদের ছবি বলা হবে? মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে কেন ঈদ অনুষ্ঠান শুরু হবে? এসবের সাথে ঈদের সম্পর্কটা কোথায়? হাযারো নষ্টামীর সাথে কেন ঈদকে যুক্ত করা হবে? কেন পাইকারীভাবে ঈদের মর্যাদাকে ভুলুন্ঠিত করা হবে? শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত এদেশে মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব ঈদ হবে অনাচার ও অশ্লীলতা বিবর্জিত এটাই জাতির কামনা।

-মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ

দেশের এক সংকটময় মুহূর্তে আপনারা বাংলাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। জাতি আজ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে। আপনাদের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সন্ত্রাস, দূর্নীতি ও মানবাধিকার লংঘনসহ যাবতীয় অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে- এটা জনগণের একান্ত প্রত্যাশা। আপনারা দেশের পরিচিত নির্দলীয় ব্যক্তিত্ব। সুতরাং আপনাদের সবগুলি কাজ নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বাইরে এসে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণার মধ্যেই এই মূল মন্ত্রটি পরিস্কার ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আপনারা জেনে থাকবেন যে, ২০০৫ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে জঙ্গীবাদের মিথ্যা অভিযোগে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর, ২৫টি গ্রন্থের খ্যাতিমান লেখক, সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** তাঁর সংগঠনের তিন প্রধান কেন্দ্রীয় নেতা সহ রাজশাহীর বাসা থেকে গ্রেফতার করা হয়। যেসব অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়, সেগুলি আজ অসার প্রমাণিত হয়েছে। কারণ প্রকৃত জঙ্গীরা আইনের আওতায় চলে এসেছে এবং আদালত কর্তৃক তাদের শাস্তি ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু তাদের সাথে **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। বরং তিনি একজন দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি হিসাবে জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে **'ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি'** বই লিখেছেন। এদিকে জঙ্গীদের স্বীকারোক্তির তো প্রশ্নই আসে না। বরং কথিত শায়খ আব্দুর রহমান বলেছে, 'ডঃ গালিবের সাথে জেএমবি'র কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর সাথে আমার কোন বৈঠক হয়নি' *(প্রথম আলো, যুগান্তর, ইনকিলাব, করতোয়া, Daily Star, ১৬ মে ২০০৬ দ্রঃ)*।

যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ডঃ গালিবের অধিকাংশ মামলা ইতিমধ্যে খারিজ হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর সংগঠনের অন্যতম তিন কেন্দ্রীয় নেতা আদালতের রায়ে ইতিমধ্যে মুক্তি পেয়েছেন। বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুযযামান বাবর রাজশাহীর প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেছেন, 'ডঃ গালিবের সাথে বোমা হামলার কোন সম্পর্ক নেই' *(প্রথম আলো, ভোরের কাগজ, Daily Star প্রভৃতি, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৫ দ্রঃ)*।

দূর্নীতি পরায়ণ গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করা হ'লেও তা ছিল একটি আইওয়াশ মাত্র। আমাদের দৃষ্টিতে এটি একটি জাতীয় প্রতারণা ও ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। জঙ্গীবাদের বিপক্ষে এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে ডঃ গালিবের অজস্র লেখনী রয়েছে। তাঁর বক্তব্য-বিবৃতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনে উদাহরণযোগ্য। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত করতে না পেরেও দীর্ঘ প্রায় ২২ মাস ধরে তাঁকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষার্থী এবং প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছ অনুসারীসহ ধর্মপ্রাণ মানুষকে তাঁর সান্নিধ্য ও ইলমী খিদমত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এতে করে দেশের বুদ্ধিজীবি মহলে ব্যাপক হতাশা বিরাজ করেছে। এটা মানবাধিকারেরও সুস্পষ্ট লংঘন। এতদ্ব্যতীত প্রায় প্রতিটি আহলেহাদীছ পরিবারে পুলিশ পাঠিয়ে শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো হয়, যা ছিল নিঃসন্দেহে একটি ষড়যন্ত্র। আমরা এসবের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ পন্থায় প্রতিবাদ সমাবেশ, সংবাদ সম্মেলন, বক্তব্য-বিবৃতি ও গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার করেছি। এখন সাংবাদিক সমাজ, গোয়েন্দাসংস্থা, সরকার, প্রশাসন ও আপামর দেশবাসীর নিকট খুবই স্পষ্ট যে, ডঃ গালিব নিরপরাধ এবং তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।

এই মুহূর্তে আপনাদের বিবেকের নিকট আমাদের দাবী নিরপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হয়রানি বন্ধ করে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় আনুন। কারণ বোমা মেরে মানুষ হত্যা যেমন অপরাধ নির্দোষ মানুষকে হয়রানি করা তার চেয়ে জঘন্য অপরাধ। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট নিরপরাধ শিক্ষাবিদ ডঃ গালিবের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের ভাল কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিন -আমীন!

-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৭১)ঃ জান্নাতবাসীদের মধ্যে নবী-রাসূলগণের পরে কাদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা বেশী।

- শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পবনাপুর, চরের হাট
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নবী-রাসূলগণের পর জান্নাতে সর্বাপেক্ষা মর্যাদার অধিকারী হবেন ছিদ্দীক্বীন বা সত্যবাদীগণ। এরপর শহীদগণ। এরপর ছালেহীন বা সৎকর্মশীলগণ *(সূরা নিসা ৬৯; সুনানে নাসাঈ ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, হা/২০৫২; 'শহীদদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। এভাবেই মহান আল্লাহ নবীদের পরে শহীদ ও ছালেহীনদের পূর্বে ছিদ্দীক্বীনদের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্নঃ (২/৭২)ঃ মাযহাবী ভাইয়েরা আযানের দো'আয় কয়েকটি বাক্য বেশী করে বলে থাকে। এর কোন প্রমাণ আছে কি? যদি না থাকে এভাবে বেশী করার পরিণাম কি হবে?

- আব্দুল কুদ্দূস
রাজাসন, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ আযানের দো'আয় যে অতিরিক্ত শব্দ বৃদ্ধি করে বলা হয়, এর কোন ছহীহ দলীল নেই। এ সম্পর্কিত বর্ণনা নিতান্তই যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল, ১/২৬০-৬১, হা/২৪৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। সুতরাং ছহীহ হাদীছে যেটুকু রয়েছে কেবল সেটুকুই বলতে হবে। এর অতিরিক্ত কিছুই বলা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩/৭৩)ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিত হ'লে স্ত্রী কোর্টে এভিডেভিটের মাধ্যমে স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি? তাছাড়া স্ত্রী ঐ দিনই অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে কি?

- আহসান হাবীব
রাঘবেন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইসলামী শরী'আতে স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেওয়ার অধিকার রাখে না। তবে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী নির্যাতিত হ'লে স্ত্রী ক্বাযীর মাধ্যমে মোহরানা ফেরৎ দিয়ে 'খোলা' বা বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। 'খোলা' করার পর ঐদিনই অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হারাম। কারণ 'খোলা' করার পর স্ত্রীকে এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রীকে 'খোলা' করে নেওয়ার পর তাকে এর ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ৬/২৫৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৭৪)ঃ সপ্তম আকাশে অবস্থিত 'সিদরাতুল মুনতাহা' বা প্রান্তসীমার বরই গাছে বরই হয় কি?

- শামীমা সুলতানা
মুকুন্দপুর, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সপ্তম আকাশে সিদরাতুল মুনতাহা বা প্রান্তসীমার বরই গাছে বরই ধরে এমনটি নয়। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে উক্ত গাছে বরই আছে। যেগুলি বৃহদাকার মটকা বা কলসের ন্যায়। আর উক্ত গাছের পাতাগুলি হাতীর কানের ন্যায় *(বুখারী হা/৩২০৭; 'জগৎ সৃষ্টির' অধ্যায়, তুহফাতুল আওয়াযী ৭/২১০ পৃঃ; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়, হা/২৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/৭৫)ঃ এ বছর ছিয়াম পালন ও ঈদ করার ব্যাপারে দ্বিমত দেখা গেছে। অধিকাংশ মানুষ সোমবার হ'তে ছিয়াম শুরু করে বুধবারে ঈদ করেছে। আবার কেউ কেউ রবিবারে ছিয়াম শুরু করে মঙ্গলবার ঈদ করেছে। এর জন্য কেউ দায়ী হবে কি?

- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখারা, নওগাঁ।

উত্তরঃ এবারের ঈদ ও ছিয়াম নিয়ে বাংলাদেশে যে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে তা মূলতঃ শরী'আতের নির্দেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার কারণে হয়েছে। আমরা যদি অন্য দেশের চাঁদ দেখার প্রতি লক্ষ্য না করে আমাদের দেশে চাঁদ দেখে ছিয়াম পালন করতাম তাহ'লে এই সমস্যা সৃষ্টি হ'ত না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদ না দেখে ছিয়াম রাখবে না এবং চাঁদ না দেখে ছিয়াম ছাড়বে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ দেখা না যায় তবে শা'বান মাসকে ত্রিশ পর্যন্ত গণনা করবে'। অপর বর্ণনায় রয়েছে, মাস কখনও উনত্রিশেও হয়। সুতরাং তোমরা চাঁদ না দেখে ছিয়াম রাখবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গোপন থাকে তাহ'লে শা'বান মাসের ত্রিশদিন পূর্ণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৬৯ 'চাঁদ দেখা' অধ্যায়)*। সুতরাং এবছর যারা শা'বান মাস পূর্ণ করে ছিয়াম শুরু করেছে এবং রামাযান মাস পূর্ণ করে ঈদ করেছে তারাই শরী'আতের বিধান সঠিকভাবে পালন করেছে। অপরদিকে শরী'আতের নির্দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে যারা চাঁদ না দেখেই ছিয়াম ও ঈদ করেছে তারা নিঃসন্দেহে ভুলের মধ্যে নিপতিত এবং এরজন্য তারা অবশ্যই দায়ী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা সন্দেহের দিনে ছিয়াম রাখবে তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাফরমানী করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৭৭; বুলূগুল মারাম হা/৬৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৬/৭৬)ঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্মতিতে এক তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে ঐ স্বামী-স্ত্রী আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

- সাইফুল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইদ্দত পার হয়ে গেলে পুনরায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারে। কারণ এক তালাকের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরস্পর তিন তালাক না হওয়া পর্যন্ত নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নেয়ার সুযোগ থাকে *(বাক্বারাহ ২২৯)*। আর তিন ইদ্দতে তিন তালাক হ'লে তাকে ফেরত নেয়ার আর কোন সুযোগ থাকে না। তবে ঐ মহিলাকে কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ করার পর স্বেচ্ছায় তিন মাসে তিন তালাক দিলে পূর্বের স্বামী তাকে বিবাহ করতে পারে *(বাক্বারাহ ২৩০)*। উল্লেখ্য যে, সমাজে প্রচলিত 'হিল্লা প্রথা' ইসলামে হারাম।

প্রশ্নঃ (৭/৭৭)ঃ মৃত্যুর পূর্বে কাফনের কাপড় কিনে রাখা যাবে কি?

- মুযযাম্মেল হক
পান্নাপাড়া, ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত্যুর পূর্বে কাফনের কাপড় কিনে রাখায় শারঈ কোন বাধা নেই। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হ'ল তখন তিনি নতুন কাপড় আনালেন এবং পরিধান করে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মৃত ব্যক্তিকে ক্বিয়ামতের দিন সেই কাপড়ে উঠানো হবে যে কাপড়ে সে মৃত্যুবরণ করবে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৪০, 'মৃতের গোসল ও কাফন দান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৭৮)ঃ বর্তমানে ইসলামী জালসা বা সম্মেলন বাদ আছর হ'তে আরম্ভ হয়ে প্রায় রাত ২-টা পর্যন্ত চলে। এধরনের একটানা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করা কি শরী'আত সম্মত?

- নাজমুল হাসান
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিশেষ কোন দিনে দীর্ঘক্ষণ ইসলামী আলোচনা বা বক্তব্য পেশ করা শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও কোন কোন সময় দীর্ঘ সময় ভাষণ দিয়েছেন। আমর ইবনু আখত্বাব আনছারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজর ছালাত শেষে মিম্বরে উঠলেন এবং আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। ভাষণ একটানা যোহর পর্যন্ত চলল। অতঃপর মিম্বর হ'তে তিনি নামলেন এবং যোহরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মিম্বর হ'তে নেমে আছরের ছালাত আদায় করলেন। আছরের ছালাত শেষ করে তিনি পুনরায় মিম্বরে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদেরকে অবহিত করলেন, যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যে ঐ দিনের কথাগুলি বেশী বেশী স্মরণ রেখেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৩৬ 'মু'জিযাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৭৯)ঃ পরিষ্কার বিছানার চাদরের এক পার্শ্বে ঋতুবতী স্ত্রী শুয়ে থাকলে অন্য পার্শ্বে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- এস,এম শামীম হাসান
গন্ধর্ববাড়ী (সরকার পাড়া)
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঋতুবতী বা অপবিত্রা মহিলা যদি পরিষ্কার চাদরে শুয়ে থাকে আর অপরদিকে কেউ ছালাত আদায় করে, তাহ'লে ছালাত হয়ে যাবে। কারণ ঋতুবতী মহিলা স্পর্শ করার কারণে চাদর বা অন্যকিছু অপবিত্র হয়ে যায় না। মাইমুনা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন এমন একটি চাদরে, যার কিয়দাংশ আমার উপর এবং বাকী অংশ রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছিল। আর এমতাবস্থায় আমি ঋতুবতী ছিলাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৮০)ঃ নারী-পুরুষ মিলে ঈদের জামা'আত করায় জায়গার অভাব হচ্ছে। এমতাবস্থায় একই ঈদগাহে দু'বার জামা'আত করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখারা, নওগাঁ।

উত্তরঃ একই স্থানে দু'বার ঈদায়নের জামা'আত করার কোন ভিত্তি নেই। এক স্থানে একবারই ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত। তবে বিশেষ কোন ওযর যেমন ঈদগাহ সম্প্রসারণ বা পৃথক করার কোন ব্যবস্থা না থাকলে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা যাবে। উল্লেখ যে, মহিলারাও

www.ahlehadeethbd.org

পুরুষের জামা'আতের সাথেই শামিল হবে। একান্ত কোন কারণবশত মহিলাদের পৃথক জামা'আত করতে হ'লে পুরুষের ইমামতিতে পড়তে হবে। আনাস (রাঃ) তাঁর গোলাম ইবনু আবী ওৎবাকে যাবিয়া স্থানে তার পরিবারের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৮ 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৫)*।

প্রশ্নঃ (১১/৮১)ঃ যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করে এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র আসনে বসায় তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি?

-দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে একথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' (যুমার ৩০)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ রাসূল ছাড়া অন্য কিছুই নন। অনেক রাসূল তার আগে মৃত্যুবরণ করেছেন। সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহ'লে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? ...*(আলে ইমরান ১৪৪)*। সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুকে অস্বীকার করবে এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র আসনে বসাবে সে কাফের এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (১২/৮২)ঃ হানাফী মাযহাবের অনুসারী থাকাবস্থায় যে আমলগুলি করেছিলাম আহলেহাদীছ হওয়ার পরে তা কি বরবাদ হয়ে যাবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ দৃষ্টিতে পূর্ব অবস্থা ইসলাম বহির্ভূত ছিল না। তবে যে সমস্ত আমল শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত ছিল সেই সমস্ত আমলের ছওয়াব পাওয়া যাবে না। বরং উক্ত আমল করার কারণে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে তার ফরয, নফল কোন আমলই কবুল হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩)ঃ আমাদের কবরস্থানটি ৪০ বৎসরের পুরানো। এবার প্রায় ২ হাত উঁচু করে মাটি ভরাট করা হয়েছে। উক্ত মাটিতে কোন ফল-ফসলাদী করা যাবে কি?

- আব্দুল বারী মিঞা
চৌরা পূর্বপাড়া, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কবরস্থানের যে অংশে কবর রয়েছে সেখানে ফসলাদী আবাদ করা ও গাছ লাগানো ঠিক নয়, বরং কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ সেখান থেকে দূর করা উচিত *(শাইখ বিন বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১৩/৩৬১পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবে যে স্থানে কবর হয়নি অথবা কবর থাকার কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না, এমন জায়গায় কবরস্থানের উন্নতির জন্য আবাদ করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪)ঃ যারা মসজিদের ইমাম তাদের জন্য পৃথক কোন নেকী আছে কি?

- সোহেল রানা
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অবশ্যই ইমামদের জন্য পৃথক মর্যাদা ও অধিক ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেদিন আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন ন্যায়পরায়ণ ইমামকে আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত ইমাম দ্বারা শাসক ও মসজিদের ইমাম উভয়টাই হ'তে পারে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ২য় খণ্ড, ৪০৭ পৃঃ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৮৫)ঃ বিভিন্ন বই ও পত্রিকায় লেখা আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশের মধ্য থেকে ইমাম মাহদী জন্মগ্রহণ করবেন এবং তার পিতার নাম আব্দুল্লাহ, মাতার নাম আমেনা এবং তাঁর নাম মুহাম্মাদ হবে। কথাগুলির সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল খালেক
খান হোমিও হল
পাটকেল ঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশের মধ্য থেকেই ইমাম মাহদী শেষ জামানায় জন্মগ্রহণ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুনিয়ার একটি দিন বাকী থাকলেও আল্লাহ ঐ দিনটিকে দীর্ঘ করে একজন ব্যক্তিকে আমার পরিবার হ'তে প্রেরণ করবেন। যার নাম আমার নামে হবে এবং তার পিতার নাম আমার পিতার নামে হবে। তার আগমনের ফলে যুলুমপূর্ণ পৃথিবী ইনছাফে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে' *(ছহীহ আবুদাঊদ ৩/৪২৮২ পৃঃ, সনদ হাসান ছহীহ, 'ইমাম মাহদী' অধ্যায়; মিশকাত ৩/৫৪৫২ পৃঃ, সনদ হাসান, 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। তবে তার মাতার নাম জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (১৬/৮৬)ঃ গোবরের সাথে মাটি মিশ্রিত করে বাড়ীর দেওয়াল, মেঝে লেপন করে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- সেকান্দার আলী
নেযামপুর, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ গোবর দ্বারা মাটি লেপন করে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা হালাল প্রাণীর মলমূত্র অপবিত্র

www.ahlehadeethbd.org

নয়। যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি। জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ভেড়া-ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে পারি কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, পার' *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৫ 'যে যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৮৭)ঃ কোন মহিলা মসজিদের খেদমত করতে পারে কি?

- মুসাম্মাৎ রহীমা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে দাসীরা মসজিদে থেকে মসজিদের খেদমত করত। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা কৃষ্ণকায় দাসীকে মসজিদে থাকার জন্য একটা তাঁবু দ্বারা পৃথক কক্ষ তৈরী করে দেওয়া হয়েছিল। সেখানে থেকে সে মসজিদের খেদমত করত *(ছহীহ বুখারী, পৃঃ ১৬২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ)*। বর্তমানে যদি এরূপ পৃথক থাকার ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকে তাহ'লে মহিলারাও মসজিদের খেদমত করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৮/৮৮)ঃ জনৈক বক্তা হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, 'মৃত ব্যক্তিকে উঠানো হবে ঐ বস্ত্রে যে বস্ত্রে সে মৃত্যুবরণ করেছে'। এখানে কি কাফনের কাপড়কে বুঝানো হয়েছে?

- নে'মাতুল্লাহ
দাউদপুর রোড, পুরাতন জেলখানা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছে বস্ত্র দ্বারা কাফনকে বুঝানো হয়নি। বরং 'আমল' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে আমলের উপর তার মৃত্যু হয়েছে, সেই আমলের উপরই তাকে উঠানো হবে। জাবের (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে সেই আমলের উপর, যে আমলের উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে' *(মুসলিম, দ্রঃ ফাৎহুল বারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ, হা/৬৫২৬-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৮৯)ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী বাজারে যেতে পারে কি?

-ফাহিমা
সোনাচাকা, নোয়াখালী।

উত্তরঃ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েদের বাজারে যাওয়া উচিত নয়। প্রয়োজন হ'লে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে যেতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রীর বাজারে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য ফরয (নিসা ৩৪)। তবে যরূরী অবস্থায় যদি স্বামী উপস্থিত না থাকেন তবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ও পর্দার সাথে যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (২০/৯০)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব বললেন, জিবরীল (আঃ) দু'জন। একজন সবসময় আল্লাহ্র কাছে হাযীর থাকে। দ্বিতীয়জন দুনিয়ায় অহী নিয়ে আসে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আলহাজ্জ আব্দুল জাব্বার
জ্ঞানপাড়া, মনিপুর, বরগুনা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিবরীল (আঃ) একজন। দু'জন জিবরীলের কোন প্রমাণ নাই। মিরাজ রজনীতে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সঙ্গে জিবরীল (আঃ) সিদরাতুল মুনতাহা তথা সপ্তম আকাশে পৌঁছে সেখানে অবস্থান করেন। আর রাসূল (ছাঃ) সেখান থেকে একাই গিয়ে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করেন *(মুসলিম, বৈরুত ছাপাঃ ১-২ খণ্ড, মি'রাজ অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩৮৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছিলেন। একবার অহি নাযিলের প্রাককালে, আরেকবার মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায়। এ রকম অসংখ্য দলীল রয়েছে যেখানে একজন জিবরীল-এর কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একাধিক জিবরীল থাকলে তা অবশ্যই কুরআন ও হাদীছে উদ্ধৃত হ'ত। অতএব ইমাম ছাহেবের উক্ত বক্তব্য উদ্ভট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২১/৯১)ঃ পরপর তিন জুম'আ পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কি মুনাফেক হয়ে যায়?

- আনোয়ার হুসাইন
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পরপর তিন জুম'আ ছালাত পরিত্যাগ করলে মুনাফেক হয়ে যায় না, বরং আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৭১ 'জুম'আর ছালাত ফরয' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ঐ ব্যক্তি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (২২/৯২)ঃ আমি জনৈক ব্যক্তিকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিলাম। এখন সে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। আমি মাফ করে দিলে কি ধরনের বদলা পাব?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ অক্ষম ঋণ-গ্রহীতাকে ঋণদাতা ক্ষমা করে দিলে তার জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা

www.ahlehadeethbd.org

করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে দেয় অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে (হাশরের মাঠে) তাঁর ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩/৪ 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৯৩)ঃ ছাহাবীগণকে যারা গালিগালাজ করে তাদের পরিণাম কি হবে?

- আমানুল্লাহ
আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছাহাবীগণকে গালিগালাজ করার বিরুদ্ধে হাদীছে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীগণকে গালি দিয়ো না। সেই সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাদের কোন একজনের (আমলের) সমপরিমাণ হবে না। এমনকি তার অর্ধেকও হবে-না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০০৭ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৯৪)ঃ কোন মহিলার স্বামী যদি নিখোঁজ হয় অথবা দূরে কোথাও থেকেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ না দেয় এবং তালাকও না দেয়। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি?

- আযহারুল হক্ব
রাঘন্দ্রেপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বামী নিখোঁজ হ'লে স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। অতঃপর চার বছর পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(মুহাল্লা ৯ম/৩১৭)*। অপরদিকে স্বামী ভরণ-পোষণ না দিলে স্ত্রী ক্বাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক গ্রহণ করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। কেননা স্ত্রী এমন স্বামীর সংসার করতে বাধ্য নয়, যে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয় না এবং খোঁজ-খবর রাখে না।

প্রশ্নঃ (২৫/৯৫)ঃ জানাযার ছালাতে উপস্থিত হয়ে তৃতীয় তাকবীর পেলে করণীয় কি?

- আব্দুল মাজেদ
প্রেমতলী মোড়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে তাকবীর ছুটে গেলেও যেখান থেকে পাবে সেখান থেকেই ইমামের সাথে শরীক হয়ে তার অনুসরণ করবে। তবে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলি আর ক্বাযা করতে হবে না *(ইবনু আবী শায়বাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জানাযার ছালাত আদায় করি, অথচ আমার নিকটে কিছু তাকবীর অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যা শুন তা পড়, আর যা ছুটে যায় তার ক্বাযা নেই' *(ঐ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৯৬)ঃ সন্তান প্রসবের পর মহিলারা কতদিন ছালাত আদায় করা হ'তে বিরত থাকবে? ৪০ দিনের পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হ'লে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

- আব্দুল আহাদ
আটমুল, বগুড়া।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হবে। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মধ্যে কারো সন্তান হ'লে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/২০১)*। তবে ৪০ দিনের পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হ'লে তাকে তখন থেকেই ছালাত আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৯৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি কিছু টাকা দান করার জন্য সূদী ব্যাংকে রেখেছে। উদ্দেশ্য হ'ল- টাকা যত বৃদ্ধি হবে ফক্বীর-মিসকীন তত উপকৃত হবে। এই উদ্দেশ্য সূদ গ্রহণ করা যাবে কি?

- আহমাদ আলী
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফক্বীর-মিসকীনকে দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৯৮)ঃ মোহর ছাড়া বিবাহ করা বৈধ কি?

- আব্দুস সাত্তার
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মোহরবিহীন বিবাহ জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদান কর *(নিসা ২৪; আহযাব ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা যেসব শর্তপূর্ণ কর, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে, মোহরের বিনিময়ে যে লজ্জাস্থান বৈধ করেছ তা পূর্ণ করা' *(বুখারী ২/৭৭৪)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৯৯)ঃ ক্বিয়ামতের দিন মানুষের কোন্ কোন্ অঙ্গ সাক্ষ্য প্রদান করবে?

- হাসানুযযামান

www.ahlehadeethbd.org

ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মানুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য প্রদান করবে সেগুলি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'সেদিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*। আলোচ্য আয়াতে কেবল হাত ও পায়ের কথা বলা হ'লেও অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা এসেছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে *(নূর ২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১০০)ঃ গুঁড়া হলুদের সাথে গমের আটা মিশ্রিত করে ব্যবসা করলে ব্যবসা বৈধ হবে কি?

- শফীকুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যবসা ধোঁকার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম প্রভৃতি, ইরওয়া হা/১৩১৯, ৫/১৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধোঁকা দেওয়া ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১০১)ঃ 'হুযূর' কোন শব্দ এবং এর অর্থ কি? মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হুযূর বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

- নূরে কাশফুন
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ 'হুযূর' শব্দটি আরবী তবে ফার্সী ও উর্দূতেও ব্যবহৃত হয়। অর্থ- উপস্থিতি, জনাব, হযরত ও হযরাতুশ শায়খ *(আল-ক্বামূসুল জাদীদ উর্দূ-আরবী)*। হুযূর শব্দটি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। কেননা কুরআন ও হাদীছে যে সমস্ত নামে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন করা হয়েছে 'হুযূর' শব্দটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩২/১০২)ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে বা পরে মা নিজেই অথবা পরিবারের অনুমতিক্রমে সন্তান হত্যা করে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইলে ক্ষমা হবে কি?

- ছালাহুদ্দীন
আসান নগর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ সন্তান হত্যা করা কাবীরা গোনাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানকে হত্যা কর না, আমি তাদের রযী দেই। তোমরা সাবধান হও! নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা বড় অপরাধ' *(ইসরা ৩১)*। অতএব একা হত্যা করলে একাই বড় গুনাহগার হবে। আর যদি সকলের অনুমতিক্রমে ও সহযোগিতায় হত্যা করা হয় তাহ'লে সকলেই বড় গুনাহগার হবে। তবে এমন ব্যক্তি অনুতপ্ত সহকারে আর কোনদিন না করার দৃঢ় পরিকল্পনা করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আমার অপরাধী বান্দারা! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৫৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১০৩)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন যে, নারী হৌক বা পুরুষ হৌক জুম'আর দিন প্রত্যেককে জুম'আর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। তার ফৎওয়া মতে মেয়েরাও বাড়ীতে জামা'আতের সাথে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে থাকে। উক্ত ইমামের বক্তব্য ঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আনোয়ারুল হক্ব মাষ্টার
রাঘবেন্দ্রপুর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত আবশ্যক নয়। দ্বিতীয়তঃ জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত হওয়ার জন্য খুৎবা যরূরী এবং ইমামের সাথে জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল সে জুমা'আর ছালাত পেল' *(নাসাঈ হা/৫৫৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জুম'আর ছালাতের জামা'আতে উপস্থিত হ'তে হবে এবং অন্তত এক রাক'আত পেতে হবে। আর যদি জুম'আতে উপস্থিত না হয় অথবা এক রাক'আতও না পায় সেক্ষেত্রে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৯২)*। কাজেই ইমামের উক্ত ফৎওয়া সঠিক নয়। মহিলারা বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে যোহরের ছালাত আদায় করবে, জুম'আর দু'রাক'আত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/১০৪)ঃ উকীলের মাধ্যমে মেয়েকে কবুল পড়ানো যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আযহারুল হক্ব
নবাবগঞ্জ কাযী অফিস, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উকীলের মাধ্যমে মেয়ের বিবাহ পড়ানো যাবে না, বরং মেয়ের পিতা বা অভিভাবক মেয়ের সম্মতি নিয়ে এসে ছেলের সামনে বিবাহের কথা পেশ করবেন, এটিই শারঈ পদ্ধতি। তবে অভিভাবক অপারগ হ'লে অভিভাবকের উপস্থিতিতে তার অনুমতি সাপেক্ষে অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে বিবাহ সম্পাদন করতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৭২-৭৩)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন এলাকায় মেয়ের নিকটে উকীল পাঠিয়ে বিবাহ পড়ানোর যে নিয়ম চালু আছে তা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী।

প্রশ্নঃ (৩৫/১০৫)ঃ ঋতুর কারণে রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম বাকী রেখে শাওয়ালের নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি?

www.ahlehadeethbd.org

- *মায়মুনা*
পার ভবানীপুর, রংপুর।

উত্তরঃ রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম পালন করার কোন নির্ধারিত সময় নেই। যেকোন সময় করতে পারে। আর শাওয়ালের নফল ছিয়াম শাওয়াল মাসেই করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) রামাযানের ক্বাযা ছিয়ামগুলি পরবর্তী শা'বান মাসে আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*। কাজেই শাওয়ালের নফল ছিয়াম আদায় করে রামাযানের ক্বাযা আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১০৬)ঃ জামা'আতে সালাম ফিরানোর পর ইমাম কতক্ষণ তার স্থানে বসে থাকবেন?

- *আব্দুর রহমান*
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর বেশ কিছু তাসবীহ-তাহলীল, দো'আ সহ অনেক যিকির-আযকার পাঠ করার কথা ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সহ মুক্তাদীগণ সেগুলি পাঠ করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬২-৬৭)*। তবে যরূরী প্রয়োজন থাকলে اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ- এই দো'আ পড়া পর্যন্ত বসে উঠতে পারেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১০৭)ঃ মহিলারা ঋতুবতী হ'লে ছালাত ক্বাযা করতে হয় না, কিন্তু ছিয়াম ক্বাযা করতে হয় কেন? অথচ দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

- *নাফীসা*
নান্দুরা, বগুড়া।

উত্তরঃ এটাই বিধান যে, উক্ত অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে না কিন্তু ছিয়াম পালন করতে হবে। জনৈকা মহিলা আয়েশা (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা ঋতুবতী হ'লে নবী করীম (ছাঃ) আমাদের ছিয়াম ক্বাযা আদায়ের আদেশ করতেন। কিন্তু ছালাত ক্বাযা আদায়ের আদেশ করেননি *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/২০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১০৮)ঃ দৃষ্টিনন্দন জায়নামাযে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- *বনী ইসরাঈল*
মথুরডাঙ্গা, বোয়ালীয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেসব জায়নামাযে ছালাত আদায় করলে ছালাতে একাগ্রতার বিঘ্ন ঘটে তাতে ছালাত আদায় করা সমীচীন নয়। এমন জায়নামায পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে চকচকে ডোরা দাগ ছিল। তিনি সেদিকে একবার নযর দিলেন। যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন বললেন, 'আমার এই চাদরখানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং আমার জন্য আম্বেজানীয়া একটি কাপড় নিয়ে আস। কারণ এখনই এই কাপড় আমার ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১০৯)ঃ কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

- *আব্দুল মালেক*
রাজবাড়ী
ও
আনারুল ইসলাম
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*। এই ভিত্তিহীন প্রথা পরবর্তীতে চালু হয়েছে। যা আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে চালু আছে। এই রেওয়াজ বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৪০/১১০)ঃ সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিন পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হ'লে মিলন করা জায়েয হবে কি?

- *মেরীনা পারভীন*
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের পর ৪০ দিনের পূর্বে রক্তস্রাব বন্ধ হ'লে মিলন জায়েয হবে এবং ছালাত আদায় করা যরূরী হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনাকে তারা ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে আপনি বলুন, ঋতু অপবিত্র, তোমরা ঋতু অবস্থায় স্ত্রী হ'তে বিরত থাক। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটে যেওনা। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকটে যাও আল্লাহ তোমাদের যেভাবে আদেশ করেছেন' *(বাক্বারাহ ২২২)*। অতএব রক্তস্রাব বন্ধ হ'লেই তারা পবিত্র।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার, এরাবিক-ইংলিশ মিডিয়াম
অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিজস্ব পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে।

ভর্তির সময়ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর ও জুন-জুলাই এবং আরবী শাওয়াল মাস।

-ঃ অভিভাবক/পিতা-মাতাদের আকাংখা এমন যদি হয় ঃ-

★ আমাদের নয়নমণি সন্তানেরা যদি কুরআন হেফ্য-এর পাশাপাশি আরবী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করে ধর্মীয় আলিম হওয়াসহ ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বাণিজ্য নিয়ে অধ্যয়ন করতে পারত।

★ তারা যদি নবী কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শ অনুযায়ী খাঁটি মুসলিম হিসাবে গড়ে উঠত।

★ তারা যদি দুনিয়া ও আখিরাতে গৌরবময় জীবনের অধিকারী হ'ত।

★ পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং দেশ ও জাতির প্রতি সম্মান ও মমতা বোধ সম্পন্ন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠত।

*** প্রতিটি মুসলিম পিতা-মাতার এ সকল আশা-আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যেই দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সুপরামর্শে সাউদী আরবের মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন নবীনদের উদ্যোগে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বাংলাদেশে এই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইংরেজী-আরবী মাধ্যমে অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

এর বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১। বিভিন্ন উন্নতমানের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কলেজের সিলেবাস ও বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সঊদী আরবের আরবী ও ইসলামী পাঠ্যক্রমের সমন্বয়ে পরিকল্পিত একটি মান সম্পন্ন সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য ব্যবস্থা।

২। লিখন, পঠন ও কথোপকথনের মাধ্যমে আরবী ও ইংরেজী শিক্ষাদান।

৩। দেশ-বিদেশ হ'তে ডিগ্রীপ্রাপ্ত যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা উন্নত পরিকল্পনার মাধ্যমে উচ্চমানের শিক্ষাদানের নিশ্চয়তা।

৪। সেমিস্টার ভিত্তিক পাঠদান ও পরীক্ষার মান বন্টন।

৫। ইসলামী বিষয়াদিতে সঠিক দলীল ভিত্তিক এবং শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কার মুক্ত শিক্ষাদান।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের কোন প্রকার প্রাইভেট টিউটরের প্রয়োজন হয় না।

৭। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধ অবলম্বনে ইসলামী সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা করানো হয়।

৮। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কম্পিউটার ব্যবহারে অভ্যস্থ করা ও শিক্ষা দেয়া হয়।

৯। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কোন সম্মানজনক পদমর্যাদা ও মান সম্পন্ন পেশার অধিকারী হ'তে পারবে ইনশাআল্লাহ।

১০। তাদেরকে আরবী ও ইংলিশ ভাষায় পারদর্শী করার জন্য ইংরেজী ও আরবী ভাষায় দক্ষ শিক্ষক রাখা হয়েছে।

১১। বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে কর্মসংস্থানমূলক আমাদের মহাপরিকল্পনা রয়েছে। যাতে করে যে কোন স্তরের ছাত্র-ছাত্রীরা পরবর্তীতে কর্মহীন হয়ে না যায়।

১২। শিক্ষা সফরের সুব্যবস্থা।

১৩। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হ'তে গৃহীত অর্থ তাদের ও দ্বীনের সার্বিক স্বার্থেই ব্যয় করা হয়।

১৪। এ-লেভেল (দ্বাদশ শ্রেণী) পর্যন্ত মোট ১৩ বছরে সম্পূর্ণ কুরআন (অর্থ ও তাফসীর সহ) হেফযের সুব্যবস্থা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৫। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী হোস্টেলে অবস্থান ও ক্লাসে উপস্থিত থাকাকালীন দৈনন্দিন রিপোর্ট লিখা ও তদন্ত করার মাধ্যমে তাদের প্রতিদিনের লিখাপড়া, ঘুমানো, খানাপিনা, খেলাধুলা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, আমল-ইবাদত, আদব-আখলাক ও শারীরিক অবস্থা সহ মানসিক অবস্থার উপর নযর রাখা হয়।

পরিচালক মণ্ডলীঃ * শাইখ আকরামুয্যামান বিন আব্দুস সালাম * শাইখ আকমাল হোসাইন বিন বাদীউয্যামান * শাইখ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল * শাইখ আব্দুল্লাহ আল-মাসঊদ * শাইখ আব্দুছ ছামাদ।

সার্বিক পরিচালনায়ঃ শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি।

-ঃ বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঠিকানা ঃ-

কাজী বাড়ী (চানপাড়া) উত্তরখান, ডাকঘরঃ উজামপুর, থানাঃ উত্তরা, জেলাঃ ঢাকা-১২৩০।

ফোনঃ ৮৯৫৮৪৭৯, ৮৯২০৯৩৫; মোবাইলঃ ০১৮৭-১০৯৬০৫, ০১৮৭-১২৯৮০৭, ০১৫২৪৫৯৫৮৩, ০১৮৭-০২০৯৫৫।